এই ব্যাকরণ সারসংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিলাম ইহাতে বস্তু লিপি জ্ঞানপূর্ব্বক সন্ধিজ্ঞান, এবং সংজ্ঞাদি প্রভেদ প্রতীতিযুক্ত কারকাদি ভেদজ্ঞানপূর্ব্বক শব্দজ্ঞান, এবং বিভক্তি জ্ঞান সহিত কালাদিভেদজ্ঞান সুমিলিত [illegible] ভেদজ্ঞান, ও সমাস, তদ্ধিতজ্ঞান [illegible]াদ্য পদ[illegible]না রীতিজ্ঞান, ও অনুয়জ্ঞান অনায়াসে অবশ্যই হইতে পারিবেক, কিন্তু যদিও বিবিধ বিদ্যাবিদ্বদ্বিজ্ঞ মহাশয়দিগের সমীপে উপহাসার্থ হইব তথাপি গুণাকর রসজ্ঞ মহাশয়েরা সরস সরলান্তঃকরণে স্বাভাবিকগুণে দোষক্ষেপণ করিয়া ইহার রসাস্বাদনে তৎপর অবশ্যই হইবেন। তাহাদিগের নামেই ইহার পরিণাম দর্শ হইতেছে ।। তত্রপ্রমাণং ।।

গুণগ্রাহাবিসম্বাদি নামাপি [illegible]নকাত্মনাং।
যথাসুবস্তুশ্রীখণ্ড রত্না[illegible]ঃ ।। ❋ ।।

অতএব ইত্যাশয়ে [illegible]গ্রাহি মহাশয়দিগের প্রতি বিনীতিপুরঃসর মদীয় নিবেদন এই যে সংপ্রতি কৃপাবলোকন করিয়া এতৎ প্রতি কটাক্ষ প্রদানে নিতান্তাধীন জন মানসোল্লাস প্রকাশে প্রবর্ত্তি করুন ইতি ।। ❋ ।

শ্রীশ্রীহরিঃ।
শরণং।

LK 95

711

বঙ্গসাধুভাষায় ব্যাকরণ সারসংগ্রহ।

পরিভাষা।

তত্র বর্ণবিবেক।

কণ্ঠতাল্বাদ্যভিঘাত দ্বারা যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা বিষয় ভেদে দ্বিধা ধ্বন্যাত্মক এবং বর্ণাত্মক।

ধ্বন্যাত্মক ধ্বনিমাত্র অর্থাৎ পশু পক্ষ্যাদির স্বর এবং তৎস্বর [illegible]নের স্বর গীত শাস্ত্রে রাগ রাগিণী মূর্চ্ছনাদি ভেদে নানাবিধ প্রসিদ্ধ আছে কিন্তু অত্র প্রয়োজনাভাব প্রযুক্ত তাহা স্পষ্ট করা গেল না।

বর্ণাত্মক ।

বর্ণাত্মক অর্থাৎ মানব গণ বাগ্‌যন্ত্রোচ্চরিত বর্ণ সমূহ মাত্র। অতএব ভূরি ভূমি ভূষিত ভূমণ্ডল ভূরি ভাগে বিভক্ত তাহাতে নানাভাগে নানাজাতি মনুষ্য সজাতীয় সমূহ সহিত বসতি করেন। তাহারা স্বং জাতি নিরূপিত নানাবিধ ভাষা স্বাভিপ্রায় প্রকাশার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাহারদিগের স্বীয়ং ব্যবহার ধর্ম্মানুসারে নানাশাস্ত্র নিরূপিত নানাভাষা নির্ব্বাহার্থে নানাবিধ বর্ণ ব্যবহার হয়। তাহাতে এতদ্দেশীয় শাস্ত্রানুসারে প্রাচীন মহাজন মহাশয়গণ কর্তৃক ব্যবহৃত ভাষা সংস্কৃত ভাষা তৎ পরে তদ্‌ভাষানুযায়ি বঙ্গসাধু ভাষা বঙ্গদেশীয় সভ্য সাধুসমাজে প্রচলিতা এবং তত্তদ্‌ভাষানভিজ্ঞ মানবগণ ব্যবহৃত ভাষা অপরভাষা [illegible]তা আছে অতএব অপর ভাষা পরি[illegible]ব পূর্ব্বক সংস্কৃতানুযায়ি বঙ্গসাধুভাষা ব্যবহারার্থে এই ব্যাকরণ সারসংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রস্তুত [illegible]য়াগে[illegible] ইহা[illegible] প্র[illegible]মতঃ বর্ণ সমুদায় নিরূপণপূর্ব্বক বর্ণ পরিভাষা নিরূপিতা হইল অতএব তত্তদ্বিজ্ঞ বিশিষ্ট শিষ্ট সমূহকর্তৃক সংগৃহীত প্রসিদ্ধা যে বর্ণাবলী বঙ্গভাষা লিপিরীত্যনুসারে ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাকে সকলে বর্ণমালা কহেন । তাহার

সংখ্যা সমুদায়ে পঞ্চাশৎ এবং ঐ পঞ্চাশৎ বর্ণাবলী দুইভাগে বিভক্তা। স্বর এবং ব্যঞ্জন ইতি।

তত্র স্বরবর্ণ।

অ আদি বিসর্গ পর্য্যন্ত ষোড়শবর্ণকে স্বর কহা যায়।

যথা।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ।

এই ষোড়শ স্বর। *

ব্যঞ্জন বর্ণ।

ক অবধি ক্ষ পর্য্যন্ত চতুস্ত্রিংশদ্বর্ণকে হল হস অথবা ব্যঞ্জন কহা যায়।

যথা।

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ এই চতুস্ত্রিংশদ্ব্যঞ্জন।

ব্যাকরণাধিক সংজ্ঞা।

তত্র স্বরভেদ।

উক্ত ষোড়শ স্বরের মধ্যে হ্রস্বস্বর পঞ্চ এবং দীর্ঘ

---

* ঋ ৠ ঌ ৡ এই চারিস্বর অর্দ্ধব্যঞ্জনত্বরূপে ব্যক্ত তৎ প্রযুক্ত ভাষায় ব্যঞ্জন সংযোগ ফলার মধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে ইতি।

নব অর্দ্ধ বিপল কালোচ্চরিত বর্ণকে হ্রস্ব এবং বিপল কালোচ্চরিত বর্ণকে দীর্ঘ কহা যায়।

যথা।

অ ই উ ঋ ৯ এই পঞ্চ হ্রস্ব। এবং আ ঈ ঊ ৠ ৡ এ ঐ ও ঔ এই নয় দীর্ঘ।

সবর্ণ।

হ্রস্বস্বর বর্ণান্ত হইলে হ্রস্ব দীর্ঘ উভয়েরই গ্রহণ হয় তাহাতে তাহাকে সমান বর্ণ কহা যায়।

যথা।

অবর্ণ।	অ	আ।
ইবর্ণ।	ই	ঈ।
উবর্ণ।	উ	ঊ।
ঋবর্ণ।	ঋ	ৠ।
৯বর্ণ।	৯	ৡ।

এই পঞ্চ বর্ণ সবর্ণ ইহা ভিন্ন সার্দ্ধ বি[illegible] কালোচ্চরিত বর্ণ হ্রস্বরূপে প্লুত স্বর নামে বিখ্যাত তাহার উচ্চারণ দূর হইতে আহ্বান গান ও রোদনাদিতে প্রসিদ্ধ কিন্তু ভাষায় তাহার প্লুত বলিয়া ব্যবহার নাই এতদর্থে তাহার কোন নির্দ্দেশ করা গেল না।

সকল বর্ণাপেক্ষা স্বরবর্ণই প্রধান কারণ স্বর সংযোগ ব্যতীত বর্ণান্তরের উচ্চারণ সম্ভবে না দৃষ্টান্ত যো

ক অ। ক। এবং র অ। র। ইহাতে কর উচ্চরিত হইয়া পদসিদ্ধ হয়। কিন্তু সমুদায় স্বরের মধ্যে ই উ ও এই তিন ব্যতিরিক্ত একাদশ স্বর। অ আ ঈ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ঔ। ইহারা পদের আদিতেই প্রায় নিবিষ্ট হয় কদাচিৎ পদের মধ্যে বা অন্তে স্বতন্ত্র নিবিষ্ট হয় এই হেতুক স্বর প্রধান বলা যায়। এবং পূর্ব্বোক্ত তিনস্বর যথাযোগ যুক্ত অর্থাৎ পদের আ-দি মধ্যান্তে সকল স্থানেই যুক্ত হয় বিশেষতঃ ক্রিয়া পদে। অতএব উহারা স্বরমধ্যে অপ্রধান স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

কিন্তু ঋ ঌ ৡ ইত্যাদির ভাষায় ব্যবহার নাই। প্রসিদ্ধি হেতুক লেখা গেল এবং ঐ কয় বর্ণ যুক্ত সংস্কৃত শব্দ সাধুভাষায় ব্যবহার করিতে হইলে প্রয়োজন হয় [illegible]

অবশিষ্ট অনুস্বার অর্থাৎ [illegible] বিন্দু ং এবং বিসর্গ অর্থাৎ দ্বিবিন্দুমাত্র [illegible] ইহারদিগকে স্বর ধর্ম্মিত্ব প্রযুক্ত স্বরমধ্যে নিবেশ করা গেল ইতি।

ব্যঞ্জন ভেদ।

উক্ত ব্যঞ্জনসকল দুইভাগে বিভক্ত বর্গ এবং অন্ত্যস্থ।

বর্গ।

বর্গ অর্থাৎ একধর্ম্মাক্রান্ত সমূহার্থবোধক। তত্র

ক অবধি ম পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি বর্ণ মাত্র। ইহার-দের প্রত্যেক বর্ণকে বর্গীয় অর্থাৎ বর্গসম্বন্ধীয় কহা যায়। ঐ বর্গীয়াক্ষর সমুদায় পঞ্চ পঞ্চ করিয়া পঞ্চ ভাগে বিভক্ত কিন্তু তাহারদের আদ্যাক্ষরে নাম নির্দ্দেশ করা গিয়াছে।

কবর্গ। ক খ গ ঘ ঙ। এই পঞ্চ বর্ণ।
চবর্গ। চ ছ জ ঝ ঞ। এই পঞ্চ বর্ণ।
টবর্গ। ট ঠ ড ঢ ণ। এই পঞ্চ বর্ণ।
তবর্গ। ত থ দ ধ ন। এই পঞ্চ বর্ণ।
পবর্গ। প ফ ব ভ ম। এই পঞ্চ বর্ণ।

অতএব সমুদায় বর্গীয়াক্ষর পঞ্চবর্গে পঞ্চ বিংশতি।

অনুনাসিক।

বর্গান্ত বর্ণদিগকে নাসিকা সহকারে উচ্চারণ হে-তুক পৃথক্ অনুনাসিক নামে কহা যায়। যথা।

ঙ ঞ ণ ন ম। এই পঞ্চ।

অন্ত্যস্থ।

অন্ত্যস্থ দুই প্রকার অন্ত্যস্থ এবং উষ্ম।

য আদি চারি বর্ণ অন্ত্যস্থ। যথা। য ব র ল।

উষ্ম।

উষ্ম অর্থাৎ শ আদি চারিবর্ণ। যথা। শ ষ স হ।

অবশিষ্ট ক্ষ যুক্তবর্ণ অর্থাৎ ক এবং ষ এই দুই বর্ণের যোগাধীন নিষ্পন্ন হয়।

ইহাতে ব্যঞ্জন বর্ণ সমুদায়ে চতুস্ত্রিংশৎ।

ইহারদিগের উচ্চারণ, স্বরানন্তর যোগ ব্যতীত অসম্ভব তদর্থে প্রথম স্বর অকারের যোগ দর্শিত হইয়াছে।

যথা। অং এবং অঃ।

বর্ণোচ্চারণ ক্রমনিরূপণ।

উক্ত বর্ণ পঞ্চাশৎ কণ্ঠ তালু মূর্দ্ধা দন্ত ওষ্ঠ এইপঞ্চ উৎপত্তি স্থান ভেদে পঞ্চ প্রকার বিভিন্ন হয়। অর্থাৎ উচ্চারণানুসারে কণ্ঠ্য তালব্য মূর্দ্ধন্য দন্ত্য ঔষ্ঠ্য বলা যায়।

তত্রকণ্ঠ্য।

কণ্ঠ্য অর্থা[illegible] হইতে উচ্চারিত। অ আ এ ঐ ও ঔ ক খ গ ঘ ঙ হ। এই দ্বাদশ বর্ণ।

তালব্য।

তালব্য অর্থাৎ তালু হইতে উচ্চারিত। ই ঈ এ ঐ চ ছ জ ঝ ঞ য শ। এই একাদশ বর্ণ।

মূর্দ্ধন্য।

মূর্দ্ধন্য অর্থাৎ মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত। ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ এই নয় বর্ণ।

দন্ত্য।

দন্ত্য অর্থাৎ দন্ত হইতে উচ্চারিত। ৯ ৯ ত থ দ ধ ন ল ব স। এই দশবর্ণ।

ঔষ্ঠ্য।

ঔষ্ঠ্য অর্থাৎ ওষ্ঠোচ্চারিত। উ ঊ ও ঔ প ফ ব ভ ম ব। এই দশ বর্ণ।

উভয়স্থানীয়।

তত্র কণ্ঠ্য তালব্য।

কণ্ঠ্য তালব্য অর্থাৎ উভয়স্থানীয়। এই দুই এ ঐ।

কণ্ঠৌষ্ঠ্য।

কণ্ঠৌষ্ঠ্য। ও ঔ। এই দুই।

এক স্থানোৎপন্ন হইয়া অন্য স্থানোৎপন্নবৎ উচ্চারিত যথা।

ঞ।

ঞ। চ ছ জ ঝ এই চারি বর্ণের পূর্ব্বে যুক্ত হইলে নকারের ন্যায় অর্থাৎ দন্ত্যবৎ উচ্চারিত হয়।

যথা।

সঞ্চয়। উঞ্ছবৃত্তি। পঞ্জর। ঝঞ্ঝা ইত্যাদি।

এবং ঐ ঞ জকারের উত্তর যুক্ত হইলে যকার যুক্ত সানুনাসিক গকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন জ্ঞ আজ্ঞা প্রজ্ঞা বিজ্ঞ ইত্যাদি।

এবং চকারের উত্তর যুক্তহইলে দীর্ঘ সানুনাসিক প্রায় উচ্চারিত হয়। যেমন যাচ্ঞা ইত্যাদি।

ড এবং ঢ।

ড এবং ঢ কোন শব্দের প্রথমে অথবা কোন ব্যঞ্জনের সহিত সংযোগে স্বীয়োচ্চারণ পরিত্যাগ করে না যেমন ডাল উড্ডীন প্রোড্ডীন ও ঢাল ঢক্কা দার্ঢ্য ইত্যাদি।

কিন্তু অন্যান্য স্থানে প্রায় গুরুতর রেফের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন উড়ন ক্রীড়া পড়ে ও দৃঢ় গাঢ় ইত্যাদি।

ণ এবং ন।

ণ এবং ন ইহারদের বঙ্গভাষামতে উচ্চারণ গত বৈলক্ষণ্য নাই। কিন্তু অর্থগত আছে। যেমন। আপন। আপণ ইত্যাদি।

ম।

ম কোন ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তে যুক্ত হইলে স্বীয়োচ্চারণ ত্যাগ করিয়া কেবল সানুনাসিক মাত্র উচ্চারিত হয়। যেমন আত্মা সূক্ষ্ম ভস্ম ভীষ্ম ইত্যাদি।

য।

অন্তস্থ য শব্দের আদিতে থাকিলে বর্গীয় জকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা যদু যদি যজ্ঞ ইত্যাদি।

এবং শব্দের মধ্যে অথবা অন্তে থাকিলে অকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন। বয়স্ শয়ন ভয় হয় ইত্যাদি। কিন্তু অন্যাক্ষরের সহিত যোগ হইলে পূর্ব্ববর্ণের দ্বিত্বপ্রায় উচ্চারণ হয়। যেমন। ত্যাগ সত্য তথ্য সৈন্য ইত্যাদি। এবং যকারের সহিত যোগে দীর্ঘোচ্চারণ হয়। যেমন। সূর্য্য বীর্য্য কার্য্য ধৈর্য্য ইত্যাদি।

ব।

অন্তস্থ বর্গীয় ভেদে বকার দুই প্রকার কিন্তু লেখনে এবং উচ্চারণে ভাষায় কোন বৈলক্ষণ্য নাই। সংস্কৃত ভাষায় অনেক বিশেষ আছে। তবে শাস্ত্র প্রসিদ্ধি হেতুক লেখা গেল।

ভাষায় ইহার যৎকিঞ্চিৎ যে ভেদ আছে সে অত্য-ল্প। যথা। র গ ম দ এই চারি বর্ণের অন্তে ঐ ব যুক্তহইলে ও কখনং দকারের যোগে ঔষ্ঠ্য অর্থাৎ স্বীয়োচ্চারণ ত্যাগ করেনা। যেমন। সর্ব্ব গর্ব্ব সুগ্ব অম্বা কদম্ব উদ্বিগ্ন ইত্যাদি।

অন্যত্র অনেক স্থানে অন্যবর্ণ যোগে স্বীয়োচ্চারণ ত্যাগ করিয়া অন্যবর্ণের দীর্ঘতা বোধ জন্মায়। কিন্তু দ ধ পরে যুক্তহইলে সেরূপাহয় না। যথা। স্বভাব

নিশ্বাস তত্ত্ব অন্বয় দ্বিত্ব গর্ত্ত ইত্যাদি । এবং শব্দ অব্দ স্তব্ধ ক্ষুব্ধ ইত্যাদি ।

হ ।

হকার ঋকারের সহিত যুক্তহইলে কঠিন ঋকারের ন্যায় উচ্চারিত হয় । যেমন । হৃদয় । হৃষ্ট ইত্যাদি ।

এবং নকারের যোগে সানুনাসিক হইয়া উচ্চারিত হয় । যেমন । বহ্নি ইত্যাদি ।

মকারের সহিত যোগে সানুনাসিক কঠিন ভকারের ন্যায় উচ্চারণ হয় । যেমন । ব্রহ্ম ইত্যাদি ।

যকারের যোগে যকারযুক্ত ঝকারের ন্যায় উচ্চারিত হয় । যেমন । [illegible] ক্রহ্য দুহ্য ইত্যাদি ।

রকারের যোগে কঠিন রকারের ন্যায় উচ্চারণ হয় । যেমন হ্রস্ব হ্রাস ইত্যাদি ।

লকারের যোগে মূর্দ্ধন্যবৎ উচ্চারণ হয় । যেমন । আহ্লাদ । প্রহ্লাদ ইত্যাদি ।

এবং বকারের যোগে দীর্ঘ ভকারের ন্যায় উচ্চারণ হয়, যেমন, জিহ্বা আহ্বান ইত্যাদি ।

শ ।

তালব্য শ ন ঋ এবং রকারের সহিত যোগে দন্ত্য বৎ উচ্চারিত হয়, যথা, প্রশ্ন শৃঙ্খল শ্রবণ শ্রম ইত্যাদি অন্যত্র তালব্য, যথা, শরণ শঙ্খ শর্ষপ ইত্যাদি ।

ষ।

মূর্দ্ধন্য ষ খকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, যেমন, ক ষ যোগাধীন ক্ষ হয় অর্থাৎ বৃক্ষ উচ্চারণে বৃকখ ইত্যাদি।

কিন্তু ভাষা প্রসিদ্ধোচ্চারণে তালব্য প্রায় উচ্চারিত হয়, যেমন, পুরুষ দোষ রোষ দ্বেষ ইত্যাদি।

স।

দন্ত্য স ছকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, যেমন, মুসল্মান, অর্থাৎ মুছলমান ইত্যাদি।

এবং ঋ ত থ ন র এই পঞ্চবর্ণের যোগে দন্ত্যো-চ্চারণ হয়, যেমন, সৃষ্টি স্ত সৃস্থ কৃৎস্ন স্রাব সহস্র ইত্যাদি।

অন্যত্র তালব্য প্রায় উচ্চারিত হয়, যেমন, সর্ব্ব সকল সহিত সমস্ত সাধ্ সভ্য সত্য ইত্যাদি।

এবং ত এবং পকারের অন্তে যুক্ত হইলে দন্ত্যবৎ হয়, যেমন, দিৎসা চিকিৎসা লিপ্সা ইত্যাদি।

বর্ণ সংযোগ।

উভয় স্থানীয় বর্ণদ্বয়ের সংযোগে এক কালীন উ-ভয়ের উচ্চারণ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে স্বরের অনেক বৈলক্ষণ্য হয়। এবং ব্যঞ্জন সংযোগে বৈল-ক্ষণ্য হইয়া থাকে।

তাহাতে অকার সংযোগে কোন চিহ্ন বিশেষ থাকে না, যেমন, ক অ, ক, কিন্তু ভাষায় অনেক স্থানে হলন্ত প্রায় উচ্চারিত হয়, যেমন, রাম্হরি রাম্ধন্ ইত্যাদি।

এবং উপান্তে ব্যঞ্জন সংযুক্ত হইলে অথবা যুক্তা-ক্ষর পরে থাকিলে এবং কতিপয় বিশেষ শব্দের অকারান্ত উচ্চারণ হয়, যেমন। ভদ্র পোষ্য দ্রব্য কৃষ্ণ স্পষ্ট ইত্যাদি। এবং গাঢ়, দৃঢ়, বড়, ছোট, ইত্যাদি।

বানান।

স্বর ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইলে রূপবৈলক্ষণ্য হয় এবং তাহাকে ভাষামতে বানান কহা যায়। যেমন।

ব্যঞ্জন।	স্বর।	যোগাধীন নিষ্পন্ন।
ক্	আ	কা
ক্	ই	কি
ক্	ঈ	কী
ক্	উ	কু
ক্	ঊ	কূ
ক্	এ	কে
ক্	ঐ	কৈ
ক্	ও	কো
ক্	ঔ	কৌ ইত্যাদি।

ফলা।

ব্যঞ্জন ব্যঞ্জনের মধ্যে য র ল ব ন ম ঋ ৯ র। এই নয়বর্ণ সহিত যুক্ত হইলে তাহাকে ফলা কহা যায় এবং তাহাতে যেরূপ বৈলক্ষণ্য হয় তাহার উদাহরণ।

ব্যঞ্জন।	অন্যবর্ণ।	যোগে নিষ্পন্ন।
ক	য	ক্য
ক	র	ক্র
ক	ল	ক্ল
ক	ব	ক্ব
ক	ন	ক্ন
ক	ম	ক্ম
ক	ঋ	কৃ
ক	৯	কৢ
র	ক	র্ক ইত্যাদি।

সানুনাসিক সংযোগ।

অনুনাসিক বর্ণ স্বস্ব বর্গীয়াক্ষরান্তে যুক্ত হইলে সানুনাসিক কহা যায়। ভাষায় তাহাকে ঙ্ক ইত্যাদি কহে। যেমন।

অনুনাসিক বর্ণ।	স্ববর্গীয় বর্ণ।	যোগে নিষ্পন্ন।
ঙ	ক	ঙ্ক
	খ	ঙ্খ

ঙ	গ	ঙ্গ
—	ঘ	ঙ্ঘ
—	ঙ	ঙ্‌ঙ
ঞ	চ	ঞ্চ
—	ছ	ঞ্ছ
—	জ	ঞ্জ
—	ঝ	ঞ্ঝ
—	ঞ	ঞ্ঞ
ণ	ট	ণ্ট
—	ঠ	ণ্ঠ
—	ড	ণ্ড
—	ঢ	ণ্ঢ
—	ণ	ণ্ণ
ন	ত	ন্ত
—	থ	ন্থ
—	দ	ন্দ
—	ধ	ন্ধ
—	ন	ন্ন

ম	প	ম্প
—	ফ	ম্ফ
—	ব	ম্ব
—	ভ	ম্ভ
—	ম	ম্ম

নিয়মাতিক্রান্ত সংযোগ।

যে সকল বর্ণেরা সংযোগে পূর্ব্বোক্ত প্রায় না হইয়া সংক্ষেপ লিপিরীত্যনুসারে সাঙ্কেতিক রূপান্তর প্রাপ্ত তাহারদিগকেই নিয়মাতিক্রান্ত সংযুক্ত কহা যায়। তন্মধ্যে প্রথমে স্বর সংযোগ যথা।

পূর্ব্বমত যোগ।	সাঙ্কেতিক যোগ।
কু	কু
গু	গু
তু	তু
মু	মু
ম্মু	রু
রু	রু
শু	শু
হু	হু
হৃ	হৃ ইত্যাদি।

এবং ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনযোগ ॥ যথা ।

পূর্ব্বমত	সাঙ্কেতিক ।
ঙ্‌ক	ঙ্ক
ঙ্‌গ	ঙ্গ
ঞ্‌চ	ঞ্চ
জ্‌ঞ	জ্ঞ
ক্‌ত	ক্ত
ক্‌র	ক্র
ত্‌র	ত্র
গ্‌ধ	গ্ধ
দ্‌ধ	দ্ধ
ট্‌ট	ট্ট
ণ্‌ট	ণ্ট
ণ্‌ঠ	ণ্ঠ
ণ্‌ড	ণ্ড
ণ্‌ঢ	ণ্ঢ
ত্‌ত	ত্ত
ত্‌ম	ত্ম
ন্‌ত	ন্ত
ন্‌থ	ন্থ
ন্‌ধ	ন্ধ

ত্য	ত্য
ত্র	ত্র
হ্ম	হ্ম
হ্ন	হ্ন
ষ্ণ	ষ্ণ
স্থ	স্থ
দ্ব	দ্ব
ব্দ	ব্দ
ভ্র	ভ্র
ক্ষ	ক্ষ ইত্যাদি *

স্বরযোগশূন্য ব্যঞ্জন যাহাকে হলন্ত কহাযায় ।

যথা ।

ত	ৎ	উৎপাত	ইত্যাদি
দ	দ্	পাদ্	ইত্যাদি
ন	ন্	জ্ঞানবান্	ইত্যাদি
অনুস্বার	ং	সং	ইত্যাদি
বিসর্গ	ঃ	অধঃ	ইত্যাদি

+ পূর্ব্বোক্ত তাবদ্বর্ণেরা কারান্তহইলে কেবল তম্মাত্র বর্ণকে বুঝায়। যথা । অকার। অ । ঈকার। ঈ । এবং ককার। ক। ইত্যাদি ।

চন্দ্রবিন্দু	তারাচাঁদ বাঁশ	} ইত্যাদি।

অতঃপর সন্ধিনিয়মানুসারে কিরূপে সংযোগ হয় তাহার বিশেষ সন্ধিপ্রকরণে লেখাযায়।

অথ সন্ধিপ্রকরণ।

অথ স্বরসন্ধিঃ

১ সূত্র।

অবর্ণাদি স্বরবর্ণেরা সমানবর্ণ পরে থাকিলে পর বর্ণের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘ হয়।

১ বৃত্তি।

অ	আ	। অ	আ	। পরে দীর্ঘে	। আ	। হয়।
ই	ঈ	। ই	ঈ	।	ঈ	

---

* অত্র দীর্ঘ ৠ ৡ এবং প্লুত স্বরের প্রয়োজনাভাব প্রযুক্ত লেখা গেল না। কারণ ভাষায় উক্ত স্বরাদি অথবা উক্ত স্বরান্ত শব্দ পাওয়া যায় না॥

সংস্কৃতমতে ঋ ঌ পরস্পর সমান এই হেতুক ঌ ঋ দীর্ঘে ৡ হয় এবং ঋ ঌ দীর্ঘে ৠ হয় তন্মতানুসারে উদাহরণ। যথা।

হোতৃ	ঌকার	।	হোতৄকার	।
শকৢ	ঋকার	।	শকৄকার	। ইত্যাদি
শকৢ	ঌদন্ত	।	শকৣদন্ত	। ইত্যাদি

উ ঊ। উ ঊ। ঊ

ঋ ৠ। ঋ ৠ। ৠ

১ উদাহরণ।

আদিবর্ণ	পরবর্ণসহ	দীর্ঘে নিষ্পন্ন।
স্বর	অন্ত	স্বরান্ত।
স্বর	আদি	স্বরাদি।
ক্রিয়া	অন্ত	ক্রিয়ান্ত।
ক্রিয়া	আদি	ক্রিয়াদি।
অতি	ইন্দ্রিয়	অতীন্দ্রিয়।
অতি	ঈশ্বর	অতীশ্বর।
গৌরী	ইচ্ছা	গৌরীচ্ছা।
পার্ব্বতী	ঈশ্বর	পার্ব্বতীশ্বর।
কটু	উক্তি	কটূক্তি।
শম্ভু	ঊহ	শম্ভূহ।
বধূ	উক্তি	বধূক্তি।
বধূ	ঊহ	বধূহ।
ধাতৃ	ঋদ্ধি	ধাতৄদ্ধি।

২ সূত্র

অবর্ণের পর ইবর্ণাদি স্বরবর্ণেরা পূর্ব্ববর্ণের সহিত গুণপ্রাপ্ত হয়। এবং একারাদি বর্ণেরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

২ বৃত্তি

পূর্ব্ববস্তু	পরবস্তু	গুণে নিষ্পন্ন।
অ আ ।	ই ঈ ।	এ ।
।	উ ঊ ।	ও ।
।	ঋ ৠ ।	অর ।
		বৃদ্ধিতে নিষ্পন্ন।
।	এ ঐ ।	ঐ ।
।	ও ঔ ।	ঔ ।

২ উদাহরণ

পূর্ব্ববস্তুসহ	পরবস্তু	গুণে নিষ্পন্ন।
গুণ	ইতর	গুণেতর
দুর্গা	ইচ্ছা	দুর্গেচ্ছা
বিশ্ব	ঈশ্বর	বিশ্বেশ্বর
রমা	ঈশ্বর	রমেশ্বর
নন্দ	উৎসব	নন্দোৎসব
দুর্গা	উৎসব	দুর্গোৎসব
হস্ত	ঊর্দ্ধ	হস্তোর্দ্ধ
গলা	ঊর্দ্ধ	গলোর্দ্ধ
সপ্ত	ঋষি	সপ্তর্ষি
রাজা	ঋষি	রাজর্ষি

পূর্ব্ববর্ণসহ	পরবস্তু	বৃদ্ধিতে নিষ্পন্ন

কৃষ্ণ	একচরণ	কৃষ্ণৈকচরণ
দুর্গা	একচরণ	দুর্গৈকচরণ
সর্ব্ব	ঐক্য	সর্ব্বৈক্য
দেবতা	ঐশ্বর্য্য	দেবতৈশ্বর্য্য
ভব	ওষধি	ভবৌষধি
বালা	ওষধি	বালৌষধি
ইন্দু	ঔদার্য্য	ইন্দৌদার্য্য
বালা	ঔষধ	বালৌষধ

৩ সূত্র

অবর্ণের পর তৃতীয়াতৎপুরুষসমাসে ঋতশব্দের ঋকারের বৃদ্ধি হয়॥

৩ বৃত্তি

অ আ । ঋ ।বৃদ্ধিতে । আর হয়

৩ উদাহরণ।

* শীত ঋত বৃদ্ধিতে নিষ্পন্ন। শীতার্ত্ত

ক্ষুধা ঋত । । ক্ষুধার্ত্ত

৪ সূত্র

পূর্ব্বপদান্তস্থিত ইবর্ণাদি স্বরেরস্থানে অবর্ণাদি স্বরপরে ক্রমে য ব র ল অয় আয় অব আব হয়

---

* শীত বা ক্ষুধা দ্বারা ঋত অর্থাৎ পীড়িত শীতার্ত্ত বা ক্ষুধার্ত্ত অত্র তৃতীয়াতৎপুরুষসমাস।

৪ বৃত্তি।

* ই উ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ। স্থানে। য ব র ল অয় আয় অব আব। হয়

৪ উদাহরণ

ত্রি	অম্বক	ত্র্যম্বক
দেবী	উক্তি	দেব্যুক্তি
তনু	আত্মা	তন্বাত্মা
শিশু	অবয়ব	শিশ্ববয়ব
বিষ্ণু	ঈশ	বিষ্ণ্বীশ
বধূ	ওষধি	বধ্বোষধি
বধূ	ঐক্য	বধ্বৈক্য
ধাতৃ	অচ্যুত	ধাত্রচ্যুত
ধাতৃ	আদি	ধাত্রাদি
ধাতৃ	ঈশ	ধাত্রীশ
ধাতৃ	উক্তি	ধাত্রুক্তি
পিতৃ	ঐক্য	পিত্রৈক্য
ভ্রাতৃ	ঔৎসাহ	ভ্রাত্রৌৎসাহ
ঌ	আকৃতি	লাকৃতি

* ই উ ঋ ঌ বর্ণেরা সমানবর্ণ পরে১ প্রথম লক্ষণ দ্বারা দীর্ঘ হয় একারণ ইহারদের অসমানবর্ণ পরে এলক্ষণ প্রাপ্তি।

শে	অন	শয়ন
নৈ	অক	নায়ক
ভো	অন	ভবন
* নৌ	ইক	নাবিক

৫ সূত্র।

পদান্তস্থিত এ ও বর্ণের পর অকার হইলে লুপ্ত হয়।

৫ উদাহরণ।

হরে	অব	হরেব
বিষ্ণো	অব	বিষ্ণোব

এই পঞ্চসূত্রে স্বরসন্ধি সমাপ্ত হইল অতঃপর ব্যঞ্জনসন্ধি

অথ ব্যঞ্জনসন্ধি

অর্থাৎ ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনযোগ।

১ সূত্র

+ সকার এবং তবর্গের স্থানে শকার বা চবর্গের যোগে শকার এবং চবর্গ হয়।এবং ষকার বা টবর্গের যোগে ষকার এবং টবর্গ হয়।

---

* ইহার শেষ সংস্কৃতে ব্যবহার আছে ॥ এবং গো অক্ষ। ইহাতে গবাক্ষ। এবং গো ইন্দ্র ইহাতে গবেন্দ্র প্রসিদ্ধ ব্যবহার আছে ॥ ইত্যাদি ॥

+ শকার এবং ট বর্গের পর অথবা ষকারের পূর্বে

১ বৃত্তি

স স্থানে। শ চবর্গযোগে। শ। এবং ষ টবর্গ যোগে।
ষ। হয়

ত।	। চ।	ট।
দ।	। জ।	ড
ন।	। ঞ।	ণ

১ উদাহরণ।

তৎ	চেষ্টা	।	তচ্চেষ্টা।
তৎ	ছাগ	।	তচ্ছাগ।
* তৎ	জাতি	।	তজ্জাতি।
বিদ্বান্	জন	।	বিদ্বাঞ্জন।
তৎ	টীকা	।	তট্টীকা।
তৎ	ঠাকুর	।	তঠ্ঠাকুর।
বিদ্বান্	ঠাকুর	।	বিদ্বাণ্ঠাকুর।

উক্তরূপ যোগ হইলে কোন বর্ত্তই হয় না। যথা।
প্রশ ন। প্রশ্ন। ষট্‌সাধু। তৎ ষষ্ঠীত্যাদি থ ধ স্থানে
ছ ঠ। নাই।

* অত্র আগামি ৩ সূত্রদ্বারা ত স্থানে দ। পরে
এ সূত্রের দ্বারা দ স্থানে জ হইল। অথবা অগ্রে এলক্ষ
ণের দ্বারা ত স্থানে চ। পরে ৩ সূত্র দ্বারা চ স্থানে জ
ইত্যাদি।

২সূত্র।

তবর্গের স্থানে লকারপরে লকার হয়।

২ বৃত্তি।

* ত ন স্থানে ল পরে ল হয়

২ উদাহরণ।

মহত্	লোচন	।	মহল্লোচন	।
বিদ্বান্	লোক	।	বিদ্বাঁল্লোক	।

৩সূত্র।

+পদান্ত স্থিত বর্গাদ্যবর্ণ স্থানে স্বরবর্ণ ও বর্গ তৃতীয় চতুর্থ বর্ণ এবং অন্ত্যস্থবর্ণ পরে বর্গতৃতীয় বর্ণ হয়। এবং অনুনাসিক বর্ণপরে অনুনাসিক বর্ণ হয়।

৩ বৃত্তি।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ
এ ঐ ও ঔ।
গ ঘ জ ঝ ড ঢ দ

---

* অত্র ভাষায় থ দ ধ স্থানে লকার সম্ভবে না।

+এলক্ষণে চটপ স্থানে যে বর্ণ হয় ভাষায় তাহার প্রয়োজন হয় না। এবং সংস্কৃত মতে অনুনাসিক বর্ণ পরে কখনং তৃতীয় বর্ণও হইয়া থাকে যথা। তত্ মুকুন্দ। ইহাতে তদ্মুকুন্দ। তন্মুকুন্দ ইত্যাদি।

ধ ব ভ য র ল ব
এবং ঙ ঞ ণ ন ম এই
সকল বস্তু পরে।

ক	চ	ট	ত	প	।	স্থানে।
গ	জ	ড	দ	ব	।	আদেশ হয়।
ঙ	ঞ	ণ	ন	ম	।	এবং হয়।

৩ উদাহরণ।

পৃথক্	অনুষ্ঠান	।	পৃথগনুষ্ঠান
বাক্	আত্মা	।	বাগাত্মা ।
বাক্	ইন্দ্রিয়	।	বাগিন্দ্রিয় ।
বাক্	ঈশ্বরী	।	বাগীশ্বরী ।
প্রাক্	উৎপত্তি	।	প্রাগুৎপত্তি ।
প্রাক্	এব	।	প্রাগেব ।
প্রাক্	ঐশ্বর্য্য	।	প্রাগৈশ্বর্য্য ।
প্রাক্	গতি	।	প্রাগ্গতি ।
পৃথক্	জাতি	।	পৃথগ্জাতি ।
পৃথক্	ঝঙ্কার	।	পৃথগ্ঝঙ্কার।
পৃথক্	ডিম্ব	।	পৃথগ্ডিম্ব ।
বাক্	দণ্ড	।	বাগ্দণ্ড ।
পৃথক্	ধ্বনি	।	পৃথগ্ধ্বনি ।
পৃথক	বায়ু	।	পৃথগ্বায়ু ।

পৃথক্	ভীতি	।	পৃথগ্ভীতি ।
বাক্	যন্ত্র	।	বাগ্যন্ত্র ।
বাক্	নিষ্পত্তি	।	বাঙ্নিষ্পত্তি ।
বাক্	মনঃ	।	বাঙ্মনঃ ।
মত্	অনুগ্রহ	।	মদনুগ্রহ ।
মত্	ইন্দ্রিয়	।	মদিন্দ্রিয় ।
মত্	ঈশ্বর	।	মদীশ্বর ।
তত্	উক্তি	।	তদুক্তি ।
ভবত্	ঋদ্ধি	।	ভবদৃদ্ধি ।
ত্বত্	এতত্	।	ত্বদেতত্ ।
তত্	ঐশ্বর্য্য	।	তদৈশ্বর্য্য ।
ত্বত্	ঔৎসাহ	।	ত্বদৌৎসাহ ।
উৎ	গতি	।	উদ্গতি ।
উৎ	ঘাত	।	উদ্ঘাত ।
তত্	জ্ঞান	।	তজ্জ্ঞান ।
তত্	দানব	।	তদ্দানব ।
তত্	ধাতু	।	তদ্ধাতু ।
তত্	বন্ধু	।	তদ্বন্ধু ।
তত্	ভীতি	।	তদ্ভীতি ।
উৎ	যোগ	।	উদ্যোগ ।
তত্	রোগ	।	তদ্রোগ ।

তত্	নিমিত্ত	।	তন্নিমিত্ত ।
তত্	মধ্যে	।	তন্মধ্যে ।

৪ সূত্র

পদান্ত স্থিত বর্গাদ্য বর্ণেরপর শকার স্থানে ছকার এবং হকারস্থানে বর্গ চতুর্থ বস্তু হয়।

৪ বৃত্তি।

ক পর	। শ ।	স্থানে ।	ছ ।	এবং	হ ।	স্থানে ।	ঘ ।
ত	।	।	।	।		।	। ধ ।

৪ উদাহরণ।

তত্	শরীর	।	তচ্ছরীর ।
বাক্	হস্ত	।	বাগ্ঘস্ত ।
তত্	হস্তী	।	তদ্ধস্তী ।

৫ সূত্র।

স্বরবর্ণোত্তরস্থিত ছকারের দ্বিত্ব হয়। এবং রকারের উত্তরভাগে ব্যঞ্জনযুক্ত হইলে বিকল্পে দ্বিত্বহয়।

৬ সূত্র।

বর্গ চতুর্থ বস্তুস্থানে বর্গ চতুর্থ বস্তু পরে তৃতীয় বর্ণ

* এলক্ষণেও চট প পর শ হ স্থানে যেং বস্তু হয়। এবং যেং বিকল্প বিধি তাহারো ভাষায় প্রয়োজন হয় না।

হয়। এবং ছকারস্থানে ছকার পরে চকার হয়।

৬বৃত্তি।

ঘ	স্থানে	ঘ	পরে	গ।
ঝ		ঝ		জ।
ঢ		ঢ		ড।
ধ		ধ		দ।
ভ		ভ		ব।
ছ		ছ		চ।

৬ উদাহরণ।

ইচ্ছা।

অর্ক।	অর্ক।	
সর্ব্ব।	সর্ব।	
মূর্চ্ছা।	মূর্ছা।	
দুর্গ্ঘট।	দুর্ঘট।	
গর্ব্ভ।	গর্ভ।	ইত্যাদি।

এইকয় সূত্রে ব্যঞ্জন সন্ধি সমাপ্ত হইল ইহার পর অনুস্বার সন্ধি।

অথানুস্বার সন্ধি।

১ সূত্র।

অনুস্বার স্থানে বর্গীয়াক্ষর পরে তত্তদ্বর্গীয়াক্ষর হয়।

১ বৃত্তি।

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	।	পরে ঙ	।
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	।	ঞ	।
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	।	ণ	।
ত	থ	দ	ধ	ন	।	ন	।
প	ফ	ব	ভ	ম	।	ম	।

১ উদাহরণ।

অহং	কার	।	অহঙ্কার	
সং	খ্যা	।	সঙ্খ্যা	।
সং	গতি	।	সঙ্গতি	।
সং	ঘাত	।	সঙ্ঘাত	।
সং	চার	।	সঞ্চার	।
সায়ং	ছবি	।	সায়ঞ্ছবি	।
সং	জীবন	।	সঞ্জীবন	।
সায়ং	ঝঞ্ঝা	।	সায়ঞ্ঝঞ্ঝা	।
ঘং	টা	।	ঘণ্টা	।
কং	ঠা	।	কণ্ঠা	।
ষং	ডা	।	ষণ্ডা	।
সং	তাপ	।	সন্তাপ	।
পং	থা	।	পন্থা	।
সং	দর্ভ	।	সন্দর্ভ	।

সং	ধান	।	সন্ধান	।
সং	নীতি	।	সন্নীতি	।
সং	পাত	।	সম্পাত	।
লং	ফ	।	লম্ফ	।
সং	বোধন	।	সম্বোধন	।
সং	ভোগ	।	সম্ভোগ	।
* সং	মুখ	।	সম্মুখ	।

ইতি অনুস্বার সন্ধি সমাপ্ত হইল।

অতঃ পর বিসর্গ সন্ধি।

অথ বিসর্গ সন্ধি।

১ সূত্র।

+ বিসর্গ স্থানে বর্গীয়াক্ষর হয় পরে স হয়। কিন্তু ক খ প ফ পরে বিকল্পে এবং ইবর্ণাদি বর্ণের উত্তর হইলে ক খ প ফ পরে যত্নহয় অর্থাৎ দন্ত্যস মূর্দ্ধন্য ষ হয়

১ বৃত্তি।

১ ক খ । ৪ ত থ । ৫প ফ পরে স হয়।

এই রীত্যনুসারে স্ববর্গীয়াক্ষরের সহিত স্ববর্গান্ত্যাক্ষরের যোগ হয় স্ববর্গ ভিন্ন অন্যবর্গের সহিত কদাচ যোগ হয় না। অর্থাৎ সন্‌চার। সঞ্‌খ্যা। ইত্যাদি হয় না।

+ স এবং র রূপান্তর হইয়া বিসর্গ অর্থাৎ ঃ দ্বিবিন্দু।

*২	চ	ছ ।	শ ।
৩	ট	ঠ ।	ষ ।

১ উদাহরণ।

পুরঃ	চরণ	।	পুরশ্চরণ ।
বক্ষঃ	ছেদ	।	বক্ষশ্ছেদ ।
ধনুঃ	টঙ্কার	।	ধনুষ্টঙ্কার ।
মনঃ	তাপ	।	মনস্তাপ ।
পুরঃ	কার	।	পুরস্কার ।
অন্তঃ	করণ	।	অন্তঃকরণ।
নিঃ	কর	।	নিষ্কর ।
মনঃ	খেদ	। মনস্খেদ ।	মনঃখেদ ।
দুঃ	খ	। দুষ্খ।	দুঃখ ।
অধঃ	পাতন	। অধস্পাতন ।	অধঃপাতন ।
দুঃ	পাপ	।	দুষ্পাপ।
উচ্চৈঃ	ফণা	। উচ্চৈষ্ফণা ।	ইত্যাদি ।

২ সূত্র।

+ অকারের পর নজাত বিসর্গ স্থানে অকার এবং

মাত্র হয। থ এবং ঠ পরে প্রায় ভাষায় বিসর্গ সম্ভবেনা ॥

* ব্যঞ্জন সন্ধির প্রথম লক্ষণদ্বারা স স্থানে চ ছ যোগে তালব্য শ এবং ট ঠ যোগে মূর্দ্ধন্য ষ হয় ॥

+ অত্র বিসর্গস্থানে উকার হইলে স্বরসন্ধির

বর্গ তৃতীয় চতুর্থবর্ণ অন্তস্থবর্ণ এবং ন ম হ এই অষ্টাদশ বর্ণপরে উকার হয়। এবং আকারাদি স্বরপরে বিসর্গের লোপ হয়॥

২ বৃত্তি।

অ গ ঘ জ ঝ ড ঢ দ ধ ন ব ভ ম য র ল ব হ পরে উ হয়। এবং আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ পরে লোপ হয়।

২ উদাহরণ॥

* মনঃ	অভিলাষ	।	মনোভিলাষ	।
অধঃ	গতি	।	অধোগতি	।
বক্ষঃ	ঘাত	।	বক্ষোঘাত	।
বয়ঃ	জ্যেষ্ঠ	।	বয়োজ্যেষ্ঠ	।
পুরঃ	ডাশ	।	পুরোডাশ	।
বয়ঃ	দশা	।	বয়োদশা	।

দ্বিতীয়সূত্রদ্বারা তাহার গুণ হয় অর্থাৎ ওকার হয়। এবং ওঞ্চণ ইহারদের যোগ সম্ভব হয় না। একারণ লেখা গেল না॥

* অত্র বিসর্গজাত উকারের গুণ ওকার হইলে উক্ত সন্ধির পঞ্চম সূত্রদ্বারা ঐ ওকারের উত্তর অকার লুপ্ত হইল॥

পুরঃ	ধাবক	।	পুরোধাবক ।
মনঃ	নীত	।	মনোনীত ।
মনঃ	বেগ	।	মনোবেগ ।
পুরঃ	ভাগ	।	পুরোভাগ ।
মনঃ	মধ্যে	।	মনোমধ্যে ।
মনঃ	যোগ	।	মনোযোগ ।
শিরঃ	বেদনা	।	শিরোবেদনা ।
অর্শঃ	রোগ	।	অর্শোরোগ ।
শিরঃ	লেপ	।	শিরোলেপ ।
পুরঃ	হিত	।	পুরোহিত ।
* অতঃ	আদি	।	অতআদি ।
অতঃ	ইতি	।	অতইতি ।
ততঃ	ঈশ্বর	।	ততঈশ্বর ।
মনঃ	উদ্বেগ	।	মনউদ্বেগ ।
অতঃ	ঊর্দ্ধ	।	অতঊর্দ্ধ ।
অতঃ	এব	।	অতএব ।

---

* বিসর্গের লোপ হইলে পুনঃসন্ধি নিষেধ হয় কারণ সন্ধিযোগ্য পদের কোন বর্ণের লোপ হইলে পুনরায় সন্ধি কার্য্য হয় না। অতএব সন্ধি সম্ভাবনা থাকিলেও সন্ধি না হইয়া উক্তরূপই ব্যবহার হইয়া থাকে ॥

মনঃ	ঐক্য	।	মনঐক্য ।
একান্ততঃ	উৎসাহ	।	একান্ততউৎসাহ।

৩ সূত্র।

* ইবর্ণাদিস্বরের পর যে বিসর্গ এবং অবর্ণের পর রেফজাত যে বিসর্গ তাহাদের স্থানে স্বরবর্ণ এবং পূর্ব্ব লক্ষণে উক্ত ব্যঞ্জন পরে রকার হয় কিন্তু রকার পরে বিসর্গস্থানীয় রকারের লোপ হয় এবং তাহাতে ঐ রকারের পূর্ব্বস্বরের দীর্ঘতা হয়॥

৩ বৃত্তি।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ এবং গ ঘ জ ঝ ড ঢ দ ধ ন ব ভ ম য র ল ব হ ॥ এই সকল বর্ণ পরে। র হয়॥

৩ উদাহরণ।

নিঃ	অবধি	।	নিরবধি ।
নিঃ	আকার	।	নিরাকার।
নিঃ	ইন্দ্রিয়	।	নিরিন্দ্রিয়।

---

* অত্র বিসর্গ স্থানীয় রকার পর বর্ণের সহিত যুক্ত হয়। এবং র ব্যঞ্জনের অগ্রে যুক্ত হইলে সর্ব্বদা রূপান্তর হইয়া এইরূপ বর্ণোপরি যুক্ত হয়। যথা। দুর্ভোগ দুর্ব্বল ইত্যাদি।

নিঃ	ঈক্ষণ	। নিরীক্ষণ ।
নিঃ	উত্তর	। নিরুত্তর ।
নিঃ	ঊহ্	। নিরূহ্ ।
নিঃ	ঐশ্বর্য্য	। নিরৈশ্বর্য্য ।
নিঃ	ওষধি	। নিরোষধি ।
নিঃ	ঔৎসাহ	। নিরৌৎসাহ ।
দুঃ	গন্ধ	। দুর্গন্ধ ।
দুঃ	ঘটনা	। দুর্ঘটনা ।
দুঃ	জন	। দুর্জ্জন ।
নিঃ	ঝর	। নির্ঝর ।
দুঃ	দিন	। দুর্দ্দিন ।
নিঃ	ধন	। নির্ধন ।
দুঃ	নাম	। দুর্নাম ।
দুঃ	বল	। দুর্বল ।
দুঃ	ভাগ্য	। দুর্ভাগ্য ।
দুঃ	মুখ	। দুর্মুখ ।
দুঃ	যোগ	। দুর্যোগ ।
নিঃ	রব	। নীরব ।
দুঃ	লভ	। দুর্লভ ।
দুঃ	বিনয়	। দুর্বিনয় ।
নিঃ	হর্ষ	। নির্হর্ষ । ইত্যাদি।

অন্তঃ	অঙ্গ ।	অন্তরঙ্গ ।
অন্তঃ	আত্মা ।	অন্তরাত্মা ।
অন্তঃ	ইচ্ছা ।	অন্তরিচ্ছা ।
অন্তঃ	ঈক্ষ ।	অন্তরীক্ষ ।
অন্তঃ	গত ।	অন্তর্গত ।
অন্তঃ	ধান ।	অন্তর্ধান ।
অন্তঃ	বাহ্য ।	অন্তর্বাহ্য ।
অন্তঃ	ভূত ।	অন্তর্ভূত ।
অন্তঃ	যামী ।	অন্তর্যামী । ইত্যাদি ।

৪ সূত্র ।

অকারাদির পর রকারান্ত বিসর্গের পর কবর্গাদ্যক্ষর দ্বয় পরে বিকল্পে র এবং স হয় কিন্তু অহন্ শব্দীয় বিসর্গ স্থানে র ক পরে র হয় না ॥

৪ উদাহরণ ।

অন্তঃ	পাক্ষ ।	অন্তর্পাক্ষ । অন্তস্পাক্ষ । এবং অন্তঃপাক্ষ ।
* অন্তঃ	করণ ।	অন্তর্করণ । অন্তস্করণ । এবং অন্তঃকরণ ।

---

* অত্র বিসর্গ যুক্ত যে পদ তাহাই সর্বত্র ব্যবহার হইয়া থাকে । কিন্তু সংস্কৃত মতে নানা প্রকার ব্যবহার আছে ॥

গীঃ পতি । গীর্পতি । গীষ্পতি ।
এবং গীঃপতি । ইত্যাদি ॥

অহন্ শব্দ ।

অহঃ রাত্র । অহোরাত্র
অহঃ কর । অহস্কর । ইত্যাদি ।

ইতি বিসর্গ সন্ধি প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

অতঃপর ণত্ব প্রকরণ ॥

অথ ণত্ব প্রকরণ ।

১ সূত্র

১ র ষ এবং ঋবর্ণের উত্তর ন স্থানে ণত্ব হয় অর্থাৎ দন্ত্য ন স্থানে মূর্দ্ধন্য ণ হয় । এবং স্বরবর্ণ কবর্গ পবর্গ এবং হ য ব এই সকল বর্ণের ব্যবধান সত্ত্বেও ণত্ব হয় ॥ ব্যবধান অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তিতা ॥

যেমন । কৃষ্ণ । কৃষাণ । বর্ণ । মরণ । তৃণ ইত্যাদি ব্যবধান সত্ত্বে । যেমন । ক্ষেপণ । ক্ষপণক । দর্পণ । দ্রবিণ । কার্ষাপণ । গ্রহণ । কৃপণ ইত্যাদি ॥

অন্যবর্ণ ব্যবধানে । অর্চনা । বর্জ্জন । বর্দ্ধন । ক্রীডন । দর্শন ইত্যাদি ॥

২ সূত্র

সমাসস্থপদে পূর্ব্বপদস্থ রষকারাদি কারণ সত্ত্বে উত্তর পদস্থ ন ণত্ব হয় ॥ কৃচিৎ হয় না ॥

যেমন। প্লক্ষবণ। প্রবীণ। অন্তর্বণ ইক্ষুবণ।
পরিত্রাণ। পরিণাম। পরায়ণ। নারায়ণ।
প্রণিপাত। ইত্যাদি॥
ক্বচিৎ নিষেধ। যেমন। দেবদারুবন। বিদারীবন।
হরিদ্রাবন। ইক্ষুবহন ইত্যাদি॥
এবং কোনং স্থলে বিকল্প বিধিও আছে॥
যেমন। হরিভাবিণী হরিভাবিনী ইত্যাদি।

৩ সূত্র।

টবর্গীয় বর্ণ অন্তে যুক্ত হইলে কারণাভাব সত্ত্বেও ণত্ব হয়॥ যেমন। কণ্টক। কণ্ঠ। পিণ্ড। লুণ্টি ইত্যাদি॥

৪ সূত্র।

গকারের পর কেবল স্বরব্যবধানে ন ণত্ব হয়॥
যেমন। গণ। গণিত। গুণ। ত্রিগুণ। গণনা। ইত্যাদি।
কিন্তু গগণ। ফাল্গুণ। ফেণ ইহারা বিকল্পে ণত্ব হয়। কোনং পণ্ডিত মহাশয়েরা ব্যবহার করেন॥ যে। গগন ফাল্গুন ফেন ইত্যাদি।

৫ সূত্র।

স্বাভাবিক অর্থাৎ কারণাভাবে ব্যবহারাধীন ণত্ব।
সংস্কৃতমতে আভিধানিক ণত্ব কহাযায়॥
যেমন। অণু। কণা। কণাদ। কাণ। পণ। কঙ্কণ।

কোণ । কিণ । চিক্কণ কুণি । কুণপ ।
কণ । কঙ্কণ । আপণ । বিপণি । পণ্যবী
থিকা । পাণি । মৎকুণ । অঙ্গণ । এণ ।
গোণী । ঘুণ । ফাণিত । কফোণি। পুণ্য ।
নিপুণ । ফণা । ফণী । ফেণা । ফোণা।
উল্বণ । লবণ । বেণী । স্থূণ । পণব ।
লাবণ্য। বেণু । কল্যাণ । তূণ । শাণ ।
শোণ । শোণিত। বাণ । বাণী । বণিক্।
মণি । শণ । ইত্যাদি ।

৬ সূত্র।

ভাষাক্রিয়াপদে অথবা দন্ত্যবর্ণ সহিত যোগে
কারণ সত্ত্বেও ন ণত্ব হয় না।

যেমন । হারান । করেন । করুন । পারেন ।
নির্ব্বন্ধ। নিরন্তর ইত্যাদি ॥

৭ সূত্র।

এতদ্ব্যতীত তাবৎ ন দন্ত্যব্যবহার হইয়া থাকে ।
যেমন । শপন । শয়ন । পবন । গমন । ইত্যাদি।

ইতি ণত্ব প্রকরণ সমাপ্ত হইল ইহার পরে শকার
ভেদ ॥

অথ শকারভেদ নির্ণয।

[library stamp]

১ সূত্র।

চ ছ সহিত যোগে তালব্য শযুক্ত হয়।

যেমন॥ নিশ্চয়। পশ্চাৎ। শিরশ্ছেদ। বক্ষশ্ছেদ ইত্যাদি।

২ সূত্র।

টবর্গযোগে মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যেমন। দৃষ্টা। স্পষ্টা। ভ্রষ্টা। নিষ্ঠা। বিষ্ঠা। বিষ্ণু। উষ্ণ ইত্যাদি॥

৩ সূত্র।

ক খ। ত থ ন। প ফ ম। ইত্যাদি বর্ণযোগে দন্ত্য স হয়। যেমন। বয়স্ক। স্খলিত। অস্ত। বস্ত। প্রস্থ। প্রস্থান। স্নান। বাস্প। স্ফটিক। ভস্ম। অস্মদীয় ইত্যাদি॥

৪ সূত্র।

ইবর্ণ উবর্ণের পর দন্ত্য স কখ প ফ ম ইত্যাদি বর্ণপরে ষত্ব হয়॥

যেমন নিষ্কর। পরিষ্কার। দুষ্কর। পুষ্কর। নিষ্খলন দুষ্খ। নিষ্পাপ। পুষ্প। নিষ্ফল। দুষ্ফল। উষ্ম। যুষ্মদীয়। ভীষ্ম। গ্রীষ্ম ইত্যাদি।

৫ সূত্র।

* উপসর্গের এবং ধাতুর ইবর্ণাদি বর্ণের উত্তর

---

* অত্র ধাতু অর্থাৎ সংস্কৃত প্রসিদ্ধ ধাতু॥

ধাতুসম্বন্ধীয় দন্ত্যস প্রায় ষত্ব হয়। অর্থাৎ ক্বচিৎ হয় না।

যেমন। নিষেধ। অভিষেক। অভিষঙ্গ। প্রতিষেধ। বিষাদ। বিষুব। বিষাণ। সুষুপ্তি। তোষ। রোষ। পোষ ইত্যাদি॥

নিষেধ যথা। বিস্মৃতি। বিস্বাদ। বিস্ময়। বিস্মরণ। বিসর্গ। বিস্তৃত ইত্যাদি॥

৬ সূত্র।

এতদ্ব্যতিরিক্ত স্বাভাবিক অথবা আভিধানিক অর্থাৎ ব্যবহারাধীন তালব্য শ ব্যবহার হয়। যেমন। শক্তি। শঙ্কা। শব। শর। শশী। শর্ম্মা। শরীর। শলা। শিখা। শিক্ষা। শোভা। ইত্যাদি।

৭ সূত্র।

উপসর্গের সং সু এই দুই দন্ত্যসযুক্ত শব্দ অনেক পদের আদিতে ব্যবহার হয়। ইহাতে অনায়াসে অনেক শব্দ বোধ হয়। তদ্ব্যতীত ব্যবহারাধীন দন্ত্য।

সং

যেমন। সংযোগ। সংলগ্ন। সংক্রান্ত। সম্বন্ধ। সম্বৎসর। সম্ভোগ। সংজ্ঞা। সংখ্যা ইত্যাদি।

সু।

সুধারা । সুনীতি । সুজন । সুগম । সুসাধ্য
সুদৃশ্য । সুকার্য্য । সুশীল ইত্যাদি ॥

স্বাভাবিক।

সার । সেবা । সূর্য্য । সূত্র । সূচনা ।
সূচী । সোম । সলিল। সখা । সভা ।
সেনা। সাহস । সর্ব্ব । বাস । সরস ।
সর্প । সব্য । সরোজ। সহায়। সহজ ।
সাধু । সহস্র । সোপান। ইত্যাদি

৮ সূত্র।

স্বাভাবিক মূর্দ্ধন্য ষ॥ যথা। ষট্‌পদ । ষট্‌ক। ষড়ানন। ষড়্‌বিধ। ষষ্ঠী। ষোড়শ। ষণ্ড ইত্যাদি

সকারভেদজ্ঞান অভিধানজ্ঞানাধীন তবে ব্যাকরণজ্ঞানদ্বারা যৎকিঞ্চিৎ বোধমাত্র ইতি।

শকারভেদ সমাপ্ত্যনন্তর শব্দ প্রকরণ নির্ণয়ে প্রবর্ত্ত হওয়া গেল।

অথ শব্দ প্রকরণ।

তত্র প্রকৃতি নির্ণয়।

১ পূর্ব্বোক্ত বর্ণেরা সংযোগ বিশেষ দ্বারা প্রকৃতি নাম প্রাপ্ত হয়। এবং ঐ প্রকৃতি অর্থ বিশেষবোধিকা হইয়া দ্বিধা বিভক্তা। শব্দ প্রকৃতি এবং ধাতুপ্রকৃতি॥

পদসংজ্ঞা।

২ ঐ প্রকৃতিদ্বয় প্রযোগযোগ্যকালে পদসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

শব্দ প্রকৃতির পদভেদ।

৩ শব্দ প্রকৃতির পদ অর্থের তাৎপর্য্যবিশেষ বোধকতাহেতুক নানাপ্রকার হয়। উপসর্গ অব্যয় এবং সংজ্ঞা সর্ব্বনাম বিশেষণ ইত্যাদি॥

তত্র উপসর্গ।

১ উপসর্গ অর্থাৎ যাহা ধাতুনিষ্পন্ন সংজ্ঞা অথবা বিশেষণশব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া তদর্থের বিশেষ বৈচিত্র্যবোধ করায়। তাহার সংখ্যা বিংশতি॥ যেমন॥

প্র পরা অপ সং নি অব অনু নির দুর্ বি অধি সু উৎ পরি প্রতি অভি অতি অপি উপ আ ইতি ২০॥

উপসর্গঘটিত শব্দ॥

যেমন॥	প্রস্থান।	পরামর্শ।	অপবাদ।
	সংস্থান।	নিনাদ।	অবস্থা।
	অনুষ্ঠান।	নির্ণয়।	দুর্ভাগ্য।
	বিশেষ।	অধিকার।	সুস্থ।
	উৎপাৎ।	পরিষ্কার।	প্রতিজ্ঞা।

অভিমান। অতিক্রম। অপিধান।
কেহ২ অকারের লোপ করে। পিধান। উপরোধ।
আক্রমণ ইত্যাদি ॥

অব্যয়শব্দ

১ অব্যয়শব্দ অর্থাৎ বাক্যান্তর্গত হইয়া বাক্যার্থের সাহিত্য বা পৃথকত্ব বোধ করায় ॥
যেমন। তিনি এবং আমি একত্র যাইব। ও যদি তুমি যাও তবে তাহাকে পাঠাইব কিন্তু তিনি তথায় থাকিবেন না ইত্যাদি

অব্যয়ভেদ।

২ অব্যয়শব্দ তাৎপর্য্যভেদে অনেক প্রকার হয় ॥
যোজক। পার্থক্যসূচক। সন্দেহসূচক। হেতুবোধক। ভাববোধক। এবং বিভক্তি ইত্যাদি ॥

তত্র যোজক।

১ যোজক অর্থাৎ যাহা পদগত হইয়া দ্রব্যকে তাহারদের পরস্পর সম্বন্ধ বোধ করায় ॥ এবং ও আর। যথা। যেমন ইত্যাদি
যেমন। তুমি এবং তিনি বুদ্ধিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ ইত্যাদি ॥

পার্থক্যসূচক।

২ পার্থক্যসূচক অর্থাৎ যাহা বাক্যান্তর্গত হইয়া

পার্থক্যরূপে তদর্থ সঙ্কোচ করে ॥ যেমন । কিম্বা অথবা বা ইত্যাদি যথা । তিনি কিম্বা আমি যাইব অথবা লিখিবন তু বা কোনলোককে পাঠাইব ইত্যাদি।

সন্দেহসূচক ।

৩ সন্দেহসূচক অর্থাৎ যাহা বাক্যগত হইয়া তদর্থের কিঞ্চিৎ আশংসাবোধ করায় যথা যদি যদ্যপি কিন্তু বরং তবে তথাপি তত্রাপি তল ইত্যাদি ॥

যেমন যদি তুমি যাইতে তবে কি এমন হইত ইত্যাদি।

হেতুবোধক

৪ হেতুবোধক অর্থাৎ যাহা পূর্ব্ববাক্যের বা পর বাক্যের বিশেষরূপ সপ্রমাণ অর্থবোধ করায় ॥ যথা । একারণ । এইহেতুক । তন্নিমিত্তে । যেহেতু । অতএব । কারণ । কেননা । এজন্য । ইত্যাদি ॥

যেমন তিনি সেখানে গিয়া তাহার অত্যন্ত অপকার করেন । তাহার কারণ এই যে তিনি নির্ব্বোধ । অতএব তুমি তাহাকে সাবধানে রাখিবা ইত্যাদি

ভাববোধক ।

৫ ভাববোধক অর্থাৎ যাহা অন্তর্গত নানাপ্রকার ভাব স্পষ্টরূপে বোধ করায় ॥ যথা হায়

উঃ আঃ ইঃ আহা হায়হায় হাঁ বটে হাঁহাঁ নানা ইত্যাদি ॥

যেমন। হাঁ তোমার যে অন্তঃকরণ তাহা কিক-হিব। হায়২ মহাশয় হাঁবটে সকলই জগদী-শ্বরের ইচ্ছা॥

বিভক্তি।

৬ বিভক্তি অর্থাৎ যাহা বিশেষ২ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া কারকসম্বন্ধাদি প্রতিপন্ন করায়॥ দ্বারা হইতে তে ইত্যাদি যেমন। তদ্দ্বারা আমার এইলাভ হইয়াছে ইত্যাদি।

বিভক্তিভেদ।

৭ বিভক্তি তাৎপর্য্যভেদে সপ্তপ্রকার হয় ॥ যেমন। প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী ইতি॥

বিভক্তিসংখ্যা।

	একত্ব	বহুত্ব	
প্রথমা	অ	রা	।
দ্বিতীয়া	কে	কে	।
তৃতীয়া	তে	তে	।
চতুর্থী	কে	কে	
পঞ্চমী	হইতে	হইতে	

ষষ্ঠী	র	র
সপ্তমী	তে	তে

১ তত্র প্রথম সূত্র।

১ প্রথমাবিভক্তির অকারের লোপহয়।।

যেমন। আমি করিলাম। হরি ছিলেন। তিনি কহেন ইত্যাদি।

২ সূত্র।

২ বিভক্তির রকারপরে শব্দের অন্ত্য অকার-স্থানে একার হয়। এবং ঐ একারের পর রাপ্রত্য-য়ের কখনং লোপও হয়। যথা। লোকেরা বলে অথবা লোকে কহে ইত্যাদি

৩ সূত্র।

৩ দ্বিতীয়াদি বিভক্তিপরে বহুবচনে দিগশব্দ প্রয়োগ হয়। এবং ঐ দিগশব্দ ও তৃতীয়া এবং পঞ্চম্যর্থ প্রত্যয়যোগে ও সহার্থ সাম্যার্থ নিমিত্তার্থ সামীপ্যাদ্যর্থ শব্দসংযোগে ষষ্ঠীবিভক্তি হইয়াথাকে তাহাতে পূর্ব্বপদ ষষ্ঠ্যন্ত হয়। এবং কখনং সমাসরূপে ঐ ষষ্ঠীর লোপহয়।

যেমন। বালকেরদিগকে অথবা বালকদিগকে তাহারদ্বারা তাহাহইতে ইত্যাদি

৪ সূত্র।

৪ তে প্রত্যয়পরে অন্ত্যঅকারস্থানে একার হয়। এবং ঐ একারেরপর তেপ্রত্যয়ের লোপও হয়। যেমন। তিনি ধনেতে কিম্বা ধনে সুখী হইয়াছেন। এবং গৃহেতে অথবা গৃহে বসিয়া থাকেন ইত্যাদি

৫ সূত্র।

৫ তৃতীয়ার্থে দ্বারা এবং কর্ত্তৃক প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় কিন্তু কর্ত্তৃক প্রত্যয় কেবল তৃতীয়ান্ত অনুক্ত কর্ত্তৃপদেই ব্যবহার হয় ॥ যথা ॥ তৎকর্ত্তৃক ধরা পড়িলাম কিন্তু কেবল অর্থদ্বারা রক্ষা পাইলাম ইত্যাদি

৬ সূত্র।

৬ চতুর্থীর কে প্রত্যয়ের স্থানে রেও আদেশ হয়। যথা। তাহাকে অথবা তাহারে দিলাম ॥

৭ সূত্র।

অপেক্ষাশব্দও পঞ্চমীপ্রত্যয়ার্থে কখন কখন ব্যবহার করা যায়॥ যথা ॥ তিনি তাহাহইতে অথবা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি ॥

৮ সূত্র।

৮ ষষ্ঠীর বহুবচনে দিগশব্দের স্থানে দ শব্দও

আদেশ হয়। যথা। তাহারদিগের ধন অথবা তাহা-
দের ধন ইত্যাদি

৯ সূত্র।

৯ আকারান্তশব্দের উত্তর সপ্তমীর তেপ্রত্যয় স্থানে
কখন২ য় আদেশ হয়॥

যেমন। আমাতে কিম্বা আমায় এই ঘটিল॥
কিন্তু বহুবচনে অকারান্তশব্দের ন্যায় দিগশব্দ
প্রয়োগ হয়। যেমন। আমাদিগে অথবা আমার-
দিগেতে তোমার শঙ্কা নাই ইত্যাদি॥

ইতি অব্যয়শব্দসমাপ্ত্যনন্তর সংজ্ঞানির্ণয়॥

অথ সংজ্ঞানিরূপণ।

১ সংজ্ঞা অর্থাৎ যাহা আমারদের চক্ষুর্গোচর
অথবা জ্ঞানমাত্রের বিষয় হইয়া বস্তুমাত্রকে প্রতি-
পন্ন করায়। যেমন। মনুষ্য। পশু। জ্ঞান। ধর্ম্ম।
কাশী। কাঞ্চীত্যাদি॥

সংজ্ঞাভেদ।

২ সংজ্ঞা প্রথমতঃ তিন প্রকার হয়।

যেমন। নামবাচক। ভাববাচক। এবং ক্রিয়া
বাচক॥

নামবাচক।

১ নামবাচক অর্থাৎ যাহা বস্তুর নামমাত্রকে প্রতি

৪ সূত্র।

৪ তে প্রত্যয়পরে অন্ত্যঅকারস্থানে একার হয়। এবং ঐ একারেরপর তেপ্রত্যয়ের লোপও হয়। যেমন। তিনি ধনেতে কিম্বা ধনে সুখী হইয়াছেন। এবং গৃহেতে অথবা গৃহে বসিয়া থাকেন ইত্যাদি

৫ সূত্র।

৫ তৃতীয়ার্থে দ্বারা এবং কর্ত্তৃক প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় কিন্তু কর্ত্তৃক প্রত্যয় কেবল তৃতীয়ান্ত অনুক্ত কর্ত্তৃপদেই ব্যবহার হয় ॥ যথা ॥ তৎকর্ত্তৃক ধরা পড়িলাম কিন্তু কেবল অর্থদ্বারা রক্ষা পাইলাম ইত্যাদি

৬ সূত্র।

৬ চতুর্থীর কে প্রত্যয়ের স্থানে রেও আদেশ হয়। যথা। তাহাকে অথবা তাহারে দিলাম ॥

৭ সূত্র।

অপেক্ষাশব্দও পঞ্চমীপ্রত্যয়ার্থে কখন কখন ব্যবহার করা যায়॥ যথা ॥ তিনি তাহাহইতে অথবা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি ॥

৮ সূত্র।

৮ ষষ্ঠীর বহুবচনে দিগশব্দের স্থানে দ শব্দও

আদেশ হয়। যথা। তাহারদিগের ধন অথবা তাহাদের ধন ইত্যাদি

৯ সূত্র।

৯ আকারান্তশব্দের উত্তর সপ্তমীর তেপ্রত্যয় স্থানে কখন২ য় আদেশ হয়॥

যেমন। আমাতে কিম্বা আমায় এই ঘটিল॥ কিন্তু বহুবচনে অকারান্তশব্দের ন্যায় দিগশব্দ প্রয়োগ হয়। যেমন। আমাদিগে অথবা আমারদিগেতে তোমার শঙ্কা নাই ইত্যাদি॥

ইতি অব্যয়শব্দসমাপ্ত্যনন্তর সংজ্ঞানির্ণয়॥

অথ সংজ্ঞানিরূপণ।

১ সংজ্ঞা অর্থাৎ যাহা আমারদের চক্ষুর্গোচর অথবা জ্ঞানমাত্রের বিষয় হইয়া বস্তুমাত্রকে প্রতিপন্ন করায়। যেমন। মনুষ্য। পশু। জ্ঞান। ধর্ম্ম। কাশী। কাঞ্চীত্যাদি॥

সংজ্ঞাভেদ।

২ সংজ্ঞা প্রথমতঃ তিন প্রকার হয়।

যেমন। নামবাচক। ভাববাচক। এবং ক্রিয়াবাচক॥

নামবাচক।

১ নামবাচক অর্থাৎ যাহা বস্তুর নামমাত্রকে প্রতি

পন্ন করায় । যেমন । নর । নারী । রাম । হরি । তরী । জরীত্যাদি

ভাববাচক ।

৩ ভাববাচক অর্থাৎ যাহা বস্তুর নামরূপভাব-বোধক হয় । যেমন । মনুষ্যত্ব । জ্ঞানিত্ব । ভদ্রত্ব ইত্যাদি

ক্রিয়াবাচক ।

৪ ক্রিয়াবাচক অর্থাৎ যাহা ভাববাচ্য প্রত্যয়ান্ত হইয়া ধাত্বর্থমাত্র বোধ করায় ।।

যেমন । করণ ।। করা । যাওন । যাওয়া ইত্যাদি

পুনর্ভেদ ।

৩ সংজ্ঞা সামান্যপ্রকৃতভেদে পুনর্দ্বিধা ।।

সামান্যসংজ্ঞা ।

১ সামান্যসংজ্ঞা অর্থাৎ যাহা সাধারণ নামের বোধক হইয়া একজাতীয়বহুত্বসূচক হয় ।

যেমন । ধর্ম্ম কর্ম্ম নর নারী ইত্যাদি

প্রকৃতসংজ্ঞা ।

২ প্রকৃতসংজ্ঞা অর্থাৎ যাহা বিশেষ নামের বোধ জন্মায় ।। যেমন । রামচন্দ্র । রামহরি । কাশী । কাঞ্চী । মথুরাপুরী ইত্যাদি ।

ইতিসংজ্ঞাস্বরূপনিরূপণানন্তর সর্ব্বনাম নিরূপণ ।।

অথ সর্ব্বনামনিরূপণ।

১ সর্ব্বনাম অর্থাৎ যাহাসংজ্ঞার প্রতিনিধিস্বরূপ বিশেষণ হইয়া অর্থবিশেষে ব্যক্তিবিশেষকে প্রতিপন্ন করাইবার নিমিত্তে নির্দ্ধারিত হয়।

যেমন। অস্মদ যুষ্মদ তদ যদ ইত্যাদি

সর্ব্বনামভেদ।

২ তাৎপর্য্যভেদে সর্ব্বনাম তিন প্রকার হয়। অস্মদাদিসর্ব্বনাম। বিশেষণসর্ব্বনাম। এবং সংখ্যাবাচক সর্ব্বনাম ইতি।

অস্মদাদি সর্ব্বনাম।

১ অস্মদাদি সর্ব্বনাম অর্থাৎ যাহাসংজ্ঞার প্রতিনিধিস্বরূপে কেবল ব্যবহৃত হয়। যেমন অস্মদ্ যুষ্মদ্ তদ্ যদ এতদ অদস কিম্ ইত্যাদি।

২ অস্মদাদিশব্দেরা বিভক্ত্যন্ত হইয়া রূপান্তর হয়। যেমন।

	প্রথমার একবচনে।			অন্যবিভক্তিতে
	পং	স্ত্রী	ক্লীবলিঙ্গে।	ত্রিলিঙ্গে।
অস্মদ্	আমি			আমা
যুষ্মদ্	তুমি			তোমাএবংতো
স্বয়ং	আপনি			আপনা
তদ্	তিনি	তাহা	তাহা	এবং তা

যদ্	যিনি	যাহা	যাহা এবং যা
এতদ্	ইদম্ ইনি	ইহা	ইহা এবং এ
অদস্	উনি	উহা	উহা এবং ও
কিম্	কে	কি	কাহা এবং কা

বিশেষণ সর্ব্বনাম।

২ বিশেষণসর্ব্বনাম, অর্থাৎ তদাদিশব্দেরা বিশেষণস্বরূপ হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইলেই তাহারদিগকে বিশেষণসর্ব্বনাম কহা যায়।

তদ্রূপরূপান্তর। যথা।

বিশেষণে।

ত্রিলিঙ্গে।

তদ	সে।
যদ্	যে।
এতদ্	এ।
অদস্	ঐ।
কিম	কোন।
উভয়	উভয়।
সর্ব্ব	সর্ব্ব। এবং সকল ইত্যাদি

সংখ্যাবাচক

সংখ্যাবাচক অর্থাৎ যাহা একত্বাদিসংখ্যার বোধক। যেমন। এক। দুই। তিন। চারি ইত্যাদি

ইতি সর্ব্বনামনিরূপণানন্তর বিশেষণস্বরূপ নি-
রূপণ।

অথবিশেষণ নিরূপণ।

* ১ বিশেষণ অর্থাৎ যদ্দ্বারা বস্তুর গুণ বা অবস্থা-
বিশেষ ব্যক্ত হয়। যেমন। সুন্দরী স্ত্রী। বৃদ্ধা স্ত্রী।
যুবাপুরুষ। ইত্যাদি

বিশেষণভেদ।

২ বিশেষণপদ ক্রমভেদে তিনপ্রকার বিভক্ত হয়।
যেমন। স্বরূপবিশেষণ। তরপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণ
ইত্যাদি

স্বরূপবিশেষণ।

১ স্বরূপবিশেষণ অর্থাৎ যদ্দ্বারা গুণের তারতম্য
ভেদবোধ না হইয়া কেবল স্বরূপার্থের বোধ হয়॥
যেমন। ভদ্রলোক। বিজ্ঞলোক ইত্যাদি।

---

* মূলধাতু কর্তৃবাচ্য এবং কর্ম্মণিবাচ্য প্রত্যয়ান্ত হইলে
বিশেষণ স্বরূপ হয়। যথা। সম্পাদক মান্য এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তি
ইত্যাদি এবং কর্ম্মণিবাচ্য প্রত্যয়ান্ত বিশেষণের অন্তে অন্য অক
র্ম্মক হও যাও ইত্যাদি ধাতুযুক্ত হইলে কর্ম্মণিবাচ্য ক্রিয়াব্যব
হার হয়।
যেমন। ইহা দৃষ্ট হইল। এবং ব্যক্ত হইল ইত্যাদি।

তর প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ।

২ তরপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণ অর্থাৎ যদ্দ্বারা উভয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষাপকর্ষ জ্ঞান পূর্ব্বক ইতর বিশেষ বোধ হয়॥

যেমন। তিনি ইহাহইতে ভদ্রতর। ইনি এব্যক্তি হইতে বিজ্ঞতর ইত্যাদি।

তমপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণ।

৩ তম প্রত্যয়ান্তবিশেষণ অর্থাৎ যাহাদ্দ্বারা অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষাপকর্ষ বিশেষ জ্ঞান হয়॥

যেমন। তিনি সকলব্যক্তি হইতে ভদ্রতম, বিজ্ঞতম অথবা অজ্ঞতম, মন্দতম ইত্যাদি॥

৩ উক্তবিশেষণপদসমুদায় বিশেষ্যলিঙ্গ অর্থাৎ বিশেষ্যনিষ্ঠ পুংস্ত্রাদি লিঙ্গপ্রাপ্ত ও বিশেষ্যব্যক্তিক অর্থাৎ বিশেষ্যগত প্রথমাদিব্যক্তিভেদ প্রাপ্ত হয় ও বিশেষ্যসংখ্যক অর্থাৎ বিশেষ্যনিষ্ঠ একত্বাদি সংখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং বিশেষ্যবিভক্তিক হয়। অর্থাৎ বিশেষ্যনিষ্ঠকর্ত্ত্বাদিবিহিত বিভক্তিগ্রহণ করে ইত্যাদি। যেমন। উত্তম পুরুষ, উত্তমাস্ত্রী উত্তমধন বা রত্ন ইত্যাদি॥

বিশেষণীয় বিশেষ্য।

*৪ যখন এই সকল বিশেষণ পদ বিধেয়তা অর্থাৎ প্রধানত্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তখন বিশেষ্যের স্বরূপ অর্থাৎ লিঙ্গসংখ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া বিশেষণীয় বিশেষ্য অর্থাৎ বিশেষণরূপ বিশেষ্য নির্দ্ধারিত হয়। যেমন। জ্ঞানিরা অর্থাৎ জ্ঞানিব্যক্তিরা এবং দুঃখিরা অর্থাৎ দুঃখিব্যক্তিরা কহিলেন ইত্যাদি ॥ অতঃপর পদার্থ নির্ণয়॥

অথ পদার্থ নির্ণয়।

১ পদার্থ অর্থাৎ যাহা সংজ্ঞাপদে প্রতীয়মান হইলে তদর্থের বিশেষ বিশেষরূপে ব্যক্তি হয়। এবং তাহাতে সংজ্ঞানুগত সর্ব্বনাম ও বিশেষণ পদে ও তদর্থাবগতি হয় ॥

তদ্ভেদ।

২ রূপভেদে তাহা চারি প্রকার বিভক্ত। যেমন। ব্যক্তি। সংখ্যা। লিঙ্গ এবং কারক ॥

---

* কোন২ স্থলে দুইতিন বিশেষ্যশব্দ, বিশেষ্য বিশেষণের ন্যায় স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহারা পরস্পর ভিন্নলিঙ্গ, ভিন্ন বিভক্তিক হইলেও স্বীয় স্বীয় লিঙ্গসংখ্যা ত্যাগকরে না। যথা বিবাহের ফল সন্তান, যবনেরা দুষ্টজাতি ইত্যাদি ॥

১ তত্র ব্যক্তি।

১ ব্যক্তি অর্থাৎ যাহা সংজ্ঞাদিপদের ভেদক হইয়া তন্নিরূপিতক্রিয়া পদেরও ভেদবোধ করায়॥

ব্যক্তিভেদ।

২ ব্যক্তি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়ভেদে তিনপ্রকার কহা যায়।

প্রথমব্যক্তি।

১ প্রথম অর্থাৎ অস্মদ্‌ব্যক্তি যাহার বক্তৃস্বরূপে ভান হয়।

যেমন। আমি। আমরা। আমাকে। আমার ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ব্যক্তি।

২ দ্বিতীয় অর্থাৎ যুষ্মদ্‌ব্যক্তি যাহার প্রতি বক্তার বাক্যোদ্দেশ বোধ হয়। যেমন। তুমি। তোমার। তোমাকে ইত্যাদি।

তৃতীয় ব্যক্তি।

৩ তৃতীয় অর্থাৎ নামরূপ ব্যক্তি যাহাকে অবলম্বন করিয়া বক্তার তাৎপর্য্যার্থের ভান হয়। যেমন। হরি জ্ঞান। রাম ইত্যাদি।

উদাহরণ।

আমি তোমার কথায় তাহাকে বদ্ধ করিয়াছিলাম ইত্যাদি।

২ সংখ্যাবিষয়।

১ সংখ্যা অর্থাৎ যাহা সংজ্ঞাদি পদের একত্বাদি বোধ করায়। তাহাতে সংস্কৃত ভাষামতে এক বচন দ্বিবচন বহুবচনভেদে তিনপ্রকার কিন্তু সাধুভাষায় তাহা দুইপ্রকার ব্যবহার হয়। এক বচন এবং বহু বচন॥

একবচন।

২ একবচন অর্থাৎ যদ্দ্বারা পদার্থের একত্ব মাত্র বোধ হয়। যেমন। আমি, তিনি, রাম, শ্যাম, ইত্যাদি

বহুবচন।

৩ বহুবচন অর্থাৎ যদ্দ্বারা পদের বহুত্ববোধ হয়। যেমন। আমরা। তাহারা। রামেরা ইত্যাদি।

৩ লিঙ্গবিষয়।

*১ লিঙ্গ অর্থাৎ যাহা সংজ্ঞাদিপদের পুংস্ত্বাদি ভেদবোধ করায়। তাহা পুংস্ত্বাদিভেদে তিন প্রকার পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ ইত্যাদি॥

---

* লিঙ্গজ্ঞান অভিধান জ্ঞানাধীন, ব্যাকরণদ্বারা সকলজ্ঞান হয়না যেমন পুংবৃক্ষ। স্ত্রী, লতা। ক্লী, ফুল ইত্যাদি ইহাতে পুংক্লীবলিঙ্গে বড় রূপবিশেষ অর্থাৎ আকারের ভিন্নতা নাই বৃক্ষ ফল ইত্যাদি॥

১ পুংলিঙ্গ

পুংলিঙ্গ অর্থাৎ পুরুষবোধক শব্দমাত্র। যেমন ৷ নর। ব্রাহ্মণ। সিংহ। ব্যাঘ্র। মৃগ ইত্যাদি।

২ স্ত্রীলিঙ্গ।

৩ স্ত্রীলিঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীবোধক শব্দমাত্র। যেমন। নারী। ব্রাহ্মণী। সিংহী। মৃগী ইত্যাদি

৩ ক্লীবলিঙ্গ।

৪ ক্লীবলিঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীপুম্বোধক শব্দভিন্ন শব্দ মাত্র।

যেমন। ধন। মান। জ্ঞান। গৃহ। জল। স্থল। ইত্যাদি।

পুংলিঙ্গের রূপবিশেষ।

যেং শব্দে পুংলিঙ্গে যেরূপ রূপান্তর হয় তাহার ভাষায় ব্যবহারযোগ্য বিশেষ নিশ্চয় করা যাই-তেছে॥

তত্র ঋকারান্ত।

ঋকারান্ত শব্দেরা পুংলিঙ্গে আকারান্ত হইয়া প্রয়োগযোগ্য হয়। অর্থাৎ ঋকারের স্থানে আকা-র হয়।

উদাহরণ।

পিতৃ এস্থলে পিতা প্রয়োগ হয়। জামাতৃ

জামাতা। হোতৃ হোতা। কর্তৃ কর্ত্তা। দাতৃ দাতা ইত্যাদি।

কারকবিশেষে ও তদ্রূপ।

যেমন। পিতা পিতারা পিতাকে পিতাদ্বারা ইত্যাদি।

মৎ এবং বত্ ভাগান্ত।

*২ মৎ এবং বৎ ভাগান্ত শব্দেরা পুংলিঙ্গে মান্ এবং বান ভাগান্ত হইয়া ব্যবহার হয় অর্থাৎ তকা-রের স্থানে নকার এবং ঐ নকার পরে অকার স্থানে আকার যুক্ত হয়।

যেমন। রূপবৎ ব্যবহারে রূপবান্ ধনবৎ ধনবান্। শ্রীমৎ শ্রীমান্। বুদ্ধিমৎ বুদ্ধিমান ইত্যাদি।

বিভক্তিভেদে ও তদ্বৎ।

যেমন। ধনবান্ ধনবানেরা ধনবানকে ইত্যাদি।

ইন্ ভাগান্ত।

৩ ইন্ ভাগান্ত শব্দেরা পুংলিঙ্গে কর্ত্তৃ পদের এক বচনে এবং বিধেযতারূপ বিশেষণে দীর্ঘ ঈকারান্ত

---

* অত্র। বতু এবং মতু প্রত্যয় উকারেৎ হইলে তদন্ত শব্দকে বৎ এবং মৎ ভাগান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করাগেল।

হইয়া ব্যবহার হয়, অর্থাৎ নকারের লোপও ইকা-রের দীর্ঘতা হয়।

যেমন। ধনিন্, ধনী। জ্ঞানিন্, জ্ঞানী ইত্যাদি এবং তিনি ধনী ও তাঁহারা ধনী ছিলেন ইত্যাদি

৪ অন্য বিভক্তিতে এবং বিশেষণে কেবল নকার লুপ্ত হয়, ইকার হ্রস্বই থাকে।

যেমন ॥ জ্ঞানিরা জ্ঞানিহইতে জ্ঞানিদের এবং জ্ঞানিমনুষ্য ইত্যাদি ॥

নান্ত।

৫ নান্তশব্দেরা ও পুংলিঙ্গে আকারান্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ নকার লুপ্ত হইলে অকারের দীর্ঘ আকার হয়।

যেমন। রাজন্, রাজা রাজারা রাজার ইত্যাদি।

৬ সংখ্যাবাচক নান্তের কেবল নকারের লোপ হয়।

যেমন। পঞ্চন্ পঞ্চ। দশন্, দশ। নবন্ নব ইত্যাদি।

উদাহরণ।

দশজনরাজারদের সঙ্গে পঞ্চজন সন্ন্যাসী ছিল। ইত্যাদি।

চান্তাদি।

৭ চান্ত এবং জান্তশব্দেরা কান্ত হইয়া প্রযুক্ত হয়। এবং কখন২ গান্ত হয় এবং শান্ত ও হান্তশব্দেরা ও কান্ত হয়। অর্থাৎ অন্ত্যচকারাদি স্থানে ক এবং গ হয় ইত্যাদি কিন্তু এস্থলে লিঙ্গের বিশেষ নাই, অর্থাৎ ত্রিলিঙ্গে একরূপ হইয়া থাকে।

যেমন।

সুযুজ্ ইহাতে সুযুক্, সুযুগ্। ও অবাচ্ অবাক্। ঈদৃশ্ ঈদৃক্। তাদৃশ্ তাদৃক্ ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গে।

ত্বচ্ ত্বক, স্রজ্ স্রক্, বাচ্ বাক্, দৃশ্ দৃক্ এবং উষ্ণিহ্ উষ্ণিক্ ইত্যাদি।

ক্লীবলিঙ্গে।

তির্য্যচ্ তির্য্যক্। অসৃজ্ অসৃক ইত্যাদি।

উদাহরণ।

তাহার সুহৃক বা সুহৃগ্ দেখিতেছি না, কিন্তু তিনি ইহাতে অবাক্ হইয়াছেন ॥ তাঁহার এক্ষণে তাদৃক্ ক্লেশ নাই, কিন্তু অদ্যাবধি মুখে বাক্ সরে নাই ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ প্রকরণ।

১ অকারান্ত শব্দেরা আকারান্ত হইয়া স্ত্রীলিঙ্গ

বোধক হয়, কিন্তু অকভাগান্তপদের ককারের পূর্ব্ব বর্ত্তি অকারের স্থানে ইকার হইয়াথাকে।।

উদাহরণ।

কেবল অকারান্ত।

উত্তম	উত্তমা
সর্ব্ব	সর্ব্বাইত্যাদি।

অকভাগান্ত।

* নায়ক	নায়িকা।
কারক	কারিকা। ইত্যাদি·

নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ।

২ কতিপয় শব্দ নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ অর্থাৎ যাহাদের লিঙ্গান্তর ভাব নাই, কেবল স্ত্রীলিঙ্গমাত্র, তাহাতে আকারান্ত এবং ইবর্ণান্ত সামান্যতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে।

যেমন গঙ্গা। লতা। অজা। ভার্য্যা। কন্যা ইত্যাদি

এবং বুদ্ধি। মতি। স্ত্রী। লক্ষ্মী। হ্রী ইত্যাদি।

---

* কতক অকভাগান্তের বিকল্পবিধি আছে। যথা চটকিকা চটককা। আর্য্যিকা, আর্য্যকাইত্যাদি॥

। ঈপ্ ।

* ৩ ষকারেৎ টকারেৎ উকারেৎ এবং ঋকারেৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ নান্ত ও ঋকারান্ত শব্দ এবং নদাদি অর্থাৎ নদ ইত্যাদি শব্দেরা ঈকারান্ত হইয়া স্ত্রীত্ব-বোধক হয়, অর্থাৎ অন্তে দীর্ঘ ঈকার যুক্ত হয়।

ষকারেৎপ্রত্যয়ান্ত।

বৈষ্ণব	বৈষ্ণবী।
দাক্ষায়ণ	দাক্ষায়ণী। ইত্যাদি।

---

* স্ত্রীলিঙ্গের দীর্ঘ ঈ প্রত্যয় পরে অন্ত্য অকারের ও অন ভাগান্তের অকারের লোপ হয়। এবং কোনং অৎ ভাগান্তের অকারের উত্তর নকার হয়, কিন্তু আৎ ভাগান্তের আকারের উত্তর সম্ভব হইলে বিকল্পে নকার হয় এবং শ্বন্ ও যবন্ শব্দের বকার স্থানে উকার হয়। যথা।

অকারান্ত। অৎভাগান্ত।

বৈষ্ণবী নদী ইত্যাদি। দীব্যন্তী ইত্যাদি

অন্ভাগান্ত। অৎভাগান্ত।

রাজ্ঞী পূষ্ণী ইত্যাদি। ভান্তী ভাতী ইত্যাদি।

শ্বন্ যুবন্

শুনী যূনা এবং যুবতীও

হয় ইতি।

	টকারেৎ।
একাদশ	একাদশী।
ভূষণ	ভূষণী। ইত্যাদি
	উকারেৎ।
শ্রীমৎ	শ্রীমতী।
রূপবৎ	রূপবতী। ইত্যাদি
	ঋকারেৎ।
দীব্যৎ	দীব্যন্তী।
পচৎ	পচন্তী।
ভাৎ	ভাতী। ভান্তী। ইত্যাদি
	নান্ত।
দণ্ডিন্	দণ্ডিনী।
মানিন্	মানিনী।
রাজন্	রাজ্ঞী।
শ্বন্	শুনী।
যুবন	যূনী। ইত্যাদি
	ঋকারান্ত।
কর্ত্তৃ	কর্ত্রী।
ধাতৃ	ধাত্রী। ইত্যাদি
	নদাদি।
নদ	নদী।

গৌর গৌরী।

মৎস্য মৎসী। ইত্যাদি।

৪ জাতিবাচক অকারান্ত গুণবাচক উকারান্ত এবং স্বাঙ্গবাচক ও তিকারভিন্ন হ্রস্বইকারান্ত শব্দেরা প্রায় দীর্ঘঈকারান্ত হয়। অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গে অন্তে দীর্ঘ ঈকার যুক্ত হয়।

জাতিবাচক।

মৃগ মৃগী।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। ইত্যাদি

গুণবাচক।

মৃদু মৃদ্বী।
লঘু লঘ্বী। ইত্যাদি

স্বাঙ্গবাচক।

* বিম্বোষ্ঠ বিম্বোষ্ঠী।
সুকেশ সুকেশী।
সুস্তন সুস্তনী। ইত্যাদি

---

* কখন২ ওষ্ঠ এবং ওতুশব্দ পরে পূর্বের অবর্ণের লোপও হয়। এবং স্বরসন্ধির দ্বিতীয় লক্ষণ দ্বারা বৃদ্ধিও হয়। যথা। বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ, স্থূলোতু স্থূলৌতু।

হ্রস্ব ইকারান্ত।

রাজি	রাজী এবং রাজি ইত্যাদি

তিকারান্ত।

গতি	গতি।
মতি	মতি। ইত্যাদি।

৫ পুংলিঙ্গ বোধকশব্দের অন্তে ভার্য্যার্থে দীর্ঘ ঈকার হয়। এবং ব্রহ্মরুদ্রাদিশব্দের অন্তে তদর্থে আনীযুক্ত হয়॥

ভার্য্যার্থে।

*গোপ	গোপী।
দেব	দেবী। ইত্যাদি

ব্রহ্মরুদ্রাদি।

ব্রহ্ম	ব্রহ্মাণী।
রুদ্র	রুদ্রাণী।
ভব	ভবানী।

মাতুল মাতুলী মাতুলানী মাতুলা ইত্যাদি।

৬ সংখ্যাবাচক শব্দ মনভাগান্ত শব্দ এবং স্বসৃ আদি ঋকারান্ত ও অজাদি অকারান্ত ইহারদের দীর্ঘ ঈকার সম্ভাবনা থাকিলেও অন্তে ঈকারযোগ হয় না।

---

* অত্র গোপী অর্থাৎ গোপভার্য্যা এবং দেবী দেবপত্নী ইত্যাদি।

সংখ্যাবাচক।

পঞ্চন্ পঞ্চ। ইত্যাদি।

মন্ভাগান্ত।

সীমন্ সীমা। ইত্যাদি।

স্বস্রাদি।

স্বসৃ স্বসা।

মাতৃ মাতা। ইত্যাদি

অজাদি।

অজ অজা।

বাল বালা। ইত্যাদি

ক্লীবলিঙ্গ প্রকরণ।

১ ক্লীবলিঙ্গে ঋকারান্ত এবং বৎ ও মৎ ভাগান্তশব্দের কোন রূপান্তর হয় না, এবং ইন্ভাগান্ত শব্দেরা হ্রস্ব ইকারান্তই সর্ব্বত্র হয়।

যেমন।

দাতৃ জ্ঞাতৃ ইত্যাদি এবং ধনবৎ গৃহবৎ
বিধিমৎ ইত্যাদি এবং মানি ধনি দণ্ডি ইত্যাদি

২ কিন্তু কেবল চান্তাদির কিছু বিশেষ হয়, তাহা পূর্ব্বে বলাগিয়াছে। যথা।

সুযুক্ তির্য্যক্ ইত্যাদি।

অথ কারক প্রকরণ।

১ ক্রিয়াসান্নিধ্য সম্বন্ধি পদসকলকে কারক কহা যায়।

কারকভেদ।

২ কারক ছয় প্রকার সর্ব্ব প্রসিদ্ধ। যথা।

কর্ত্তা কর্ম্ম করণ সম্প্রদান অপাদান অধিকরণ।

তত্র ক্রিয়াসম্বন্ধের উদাহরণ।।

কর্ত্তা। কর্ম্ম। করণ।
তিনি, করেন থাকেন। ধর্ম্ম কর। করদ্বারা, মারে
সম্প্রদান। অপাদান।
ব্রাহ্মণকে, দেও; প্রাণি হইতে, পাইলাম।
অধিকরণ।
রাজাধিকারে, থাকি। ইত্যাদি

৩ সম্বন্ধ এবং সম্বোধন পদের তদ্রূপ সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না, তদর্থে ইহারা কারক পদবাচ্য নহে।

সম্বন্ধ।

মানির, মান। ধার্ম্মিকের, ধর্ম্ম। রাজার, প্রজাই ধন হইয়াছে ইত্যাদি।

সম্বোধন।

হে মহারাজ তদ্রূপ ধনসঞ্চয়ে যত্নবান্ হউন ইত্যাদি।

তত্র কর্ত্তৃ নিরূপণ।

১ ক্রিয়াপদের প্রধান আশ্রয়কেই কর্ত্তা কহা যায়। কারণ কর্ত্তৃ ভিন্না ক্রিয়া প্রয়োগার্হা হয় না॥ যেমন। খান্ অর্থাৎ তিনি, এবং থাকেন, অর্থাৎ ইনি ইত্যাদি।

উক্তপদে প্রথমা এবং সম্বোধনে প্রথমা হয়। তাহাতে কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তা এবং কর্ম্মণিবাচ্যে কর্ম্ম উক্ত হয়। এই নিয়মানুসারে উক্ত কর্ত্তৃপদে এবং কর্ম্মপদে প্রথমা, ও অনুক্ত কর্ম্ম পদে দ্বিতীয়া এবং কর্ত্তৃপদে তৃতীয়া অথবা ষষ্ঠী ইত্যাদি, অতএব কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তৃপদে প্রথমা এবং কর্ম্মপদে দ্বিতীয়া, ও কর্ম্মণিবাচ্যে কর্ম্মপদে প্রথমা এবং কর্ত্তৃপদে তৃতীয়া অথবা ষষ্ঠীত্যাদি হয়।

যেমন।

কর্ত্তৃবাচ্যে। আমি তাহাকে দেখিলাম। অত্র উক্ত কর্ত্তৃপদ আমি এবং অনুক্ত কর্ম্ম তাহাকে ইত্যাদি।

কর্ম্মণিবাচ্যে। আমা কর্ত্তৃক অথবা আমাদের তাহা করা হইল। অত্র উক্ত কর্ম্ম তাহা এবং অনুক্ত কর্ত্তা আমাকর্ত্তৃক ইত্যাদি॥

কর্ত্তৃভেদ।

২ কর্ত্তা প্রযোজ্য প্রযোজকভেদে দ্বিধা

১ প্রযোজ্যকর্ত্তা।

৩ প্রযোজ্য অর্থাৎ সাধারণী ক্রিয়াশ্রয়।

যেমন। তিনি খান ইনি করেন্ ইত্যাদি।

২ প্রযোজক কর্ত্তা।

৪ প্রযোজক অর্থাৎ প্রেরণী ক্রিয়াশয়।

যেমন। ইনি খাওয়ান্ তিনি করান্ ইত্যাদি।
৫ প্রযোজ্যকর্ত্তা প্রেরণী ক্রিয়ার কর্ম্ম হয় এবং তাহাতে দ্বিতীয়া হয়। যেমন। তিনি অন্নখান্ ইনি তাহাকে অন্ন খাওয়ান্ ইত্যাদি।

কর্ম্মপদ।

২ ক্রিয়াব্যাপ্য কর্ম্ম অর্থাৎ যাহাকে ব্যাপিয়া সকর্ম্মক ক্রিয়ার অর্থ ঘটনা হয়, তাহাকেই সকলে কর্ম্ম কহেন। এবং তাহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। এবং কোন২ স্থানে ঐ বিভক্তির লোপ হয়।

যেমন তিনি দেখিলেন অর্থাৎ তাহাকে। এবং তিনি কহিলেন অর্থাৎ বাক্য এবং আমাকে ইত্যাদি॥

কর্ম্মভেদ।

৩ নির্ব্বর্ত্ত্য বিকার্য্য প্রাপ্যভেদে কর্ম্ম ত্রিবিধ।

১তত্র নির্ব্বর্ত্ত্য।

৪ নির্ব্বর্ত্ত্য অর্থাৎ উৎপাদ্য বর্ত্তমানাপ্রতীত বস্তুর উৎপত্তি দ্বারা প্রতীতি ইত্যর্থ

যেমন। তিনি ঘট নির্ম্মাণ করিলেন এবং পট প্রস্তুত করিলেন ইত্যাদি।

২বিকার্য্য।

৫ বিকার্য্য অর্থাৎ অবস্থান্তরপ্রাপ্ত। তাহা দ্বিধা।

১ প্রথম বিকার্য্য।

৬ প্রথম, প্রকৃতির উচ্ছেদ অর্থাৎ ধ্বংসদ্বারা রূপান্তর পরিণতি। যেমন। কাষ্ঠকে ভস্ম করিলেন ইত্যাদি।

২ দ্বিতীয় বিকার্য্য।

৭ দ্বিতীয়, অর্থাৎ প্রকৃতির ক্রিয়ান্তর দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা গুণান্তরোৎপত্তি।

যেমন। স্বর্ণকার সুবর্ণখণ্ডকে কুণ্ডল করিতেছে এবং কর্ম্মকার তাম্র বা পিত্তলময় পিণ্ডকে বহুগুণা করিতেছে ইত্যাদি।

৩ প্রাপ্য।

৮ প্রাপ্য অর্থাৎ নির্ব্বর্ত্ত্য বিকার্য্যভিন্ন। যেমন। চন্দ্রকে, দেখিলাম। জ্ঞানিকে, মানিলাম ইত্যাদি।

৯ কিন্তু দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার ব্যাপ্য উভয় মুখ্য এবং গৌণ।

১ মুখ্য।

১০ মুখ্য অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রধানব্যাপ্য। যেমন। ইহা, বলিলাম। তাহা, জিজ্ঞাসা করিলাম। ইত্যাদি।

২ গৌণ।

১১ গৌণ অর্থাৎ ক্রিয়ার অপ্রধানব্যাপ্য। যেমন। তাহাকে, বলিলাম, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইত্যাদি।

৩ করণ।

* ১ যদ্দ্বারা বা যদ্ধেতুক অর্থসাধন হয়, তাহাকেই করণ কহা যায় এবং তাহাতে এবং অনুক্তকর্ত্তৃপদে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

যেমন। অস্ত্রে, কাটিলাম। বস্ত্রে, ছাঁকিলাম। হাত দিয়া, মারিলেন। এবং পুণ্যেতে, সুখী, পাপেতে, দুঃখী ইত্যাদি।

এবং তৎকর্ত্তৃক মারা পড়িল এবং ধরা পড়িল ইত্যাদি।

---

* অত্র কেহ২ কহেন, যে দ্বারার্থে দিয়া এবং করিয়া হয়। যথা। হাতদিয়া কাটিলাম। নৌকা করিয়া আইলাম ইত্যাদি।

৪ সম্প্রদান।

১ যাহার প্রতি স্বীয়স্বত্ব ত্যাগ পূর্ব্বক বস্তু প্রদান বা প্রদানাভিপ্রায় করা যায়, তাহাকেই সম্প্রদান কহাযায় এবং তাহাতে চতুর্থী হয়।

যেমন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে একটী স্বর্ণাঙ্গুরী ও পরিধেয়োত্তরীয় বস্ত্র দেওয়াগেল এবং যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় দিলে ভাল হয়।

৫ অপাদান।

১ যাহা হইতে বস্তুর নিঃসরণ অর্থাৎ পতন গ্রহণ গমন ইত্যাদি অর্থ বুঝা যায় এবং যদপেক্ষা কোন বিশেষ তারতম্য বোধ হয়, তাহাকে সকলে অপাদান কহেন, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

যেমন বৃক্ষ হইতে পড়িলাম, তাহাহইতে পাইলাম, তদপেক্ষা সুখী ছিলেন, আমাহইতেবড়ছিলেন এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ হইয়াছে ইত্যাদি ॥

২ অংযুক্ত কর্ত্তৃপদে পঞ্চমীবিভক্তিও হইয়া থাকে, যথা। সেই বিজ্ঞ হইতে প্রতারিত হইব, অর্থাৎ বিজ্ঞ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইব ইত্যাদি ॥

৬ সম্বন্ধ।

১ যদ্দারা জন্য জনকাবয়বাবয়বীত্যাদ্যর্থবোধক

পদসমুদায়ের পরস্পর যোজনা হয়, তাহার নাম সম্বন্ধ, তাহাতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় এবং অনুক্ত কর্ত্তৃ পদে ও ষষ্ঠী হয়।

যেমন। তাহার পুত্র। আমার হস্ত। তোমার পিতা। তাহার দণ্ড। সূর্য্যের আলোক। রাজার দেওয়া ইত্যাদি।

২ সহার্থ সাম্যার্থ নিমিত্তার্থ সামীপ্যাদ্যর্থ শব্দ যোগে ও নির্দ্ধারণার্থে ষষ্ঠী হইয়া থাকে।

যেমন। তাহার সহিত। ইহার তুল্য। তাহার নিমিত্ত। ইহার নিকটে। আমার কাছে। সকলের অধম। তাহার বড়। ইহার অধিক ইত্যাদি।

৩ উভয় পদের মধ্যে পূর্ব্বপদই সম্বন্ধপদবাচ্য ও তাহাতেই ষষ্ঠী হয়, কারণ পরপদের যোজনা বিশেষ ব্যবহার হেতুক বিভক্ত্যন্তর ব্যবহার হয়। যেমন। হাতার পুত্র হইয়াছে, তাহার ঘরেথাকি। তাহার পুত্রের পুত্র জন্মিয়াছে ইত্যাদি।

৭ অধিকরণ।

১ কর্ত্তৃ কর্ম্ম ব্যবহিত ক্রিয়াশ্রয় অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয় কর্ত্তা ও কর্ম্ম সেই কর্ত্তৃকর্ম্মাশ্রয় অধিকরণ অর্থাৎ যদ্দ্বারা আধার রূপার্থ নিষ্পত্তি হয়, তাহাকেই অধিকরণ কহাযায় এবং তাহাতে সপ্তমী হয়।

যেমন। বনে যাই। প্রস্তরে খাই। গঙ্গায়পাই।
মুখে ছাই। ঘরে বসি। মাথায় ঘসি
বুকে হাত। পায় বাত ইত্যাদি।

২ কোনস্থানে কর্ম্ম পদেও সপ্তমী হয়।

যেমন। হাতে ধরিলাম তথাপি শুনিল না, তিনি তাহার পুত্রে অনুমতি দিয়াছেন ইত্যাদি

১ সম্বোধনপদ।

* ১ বিমুখাবস্থাবস্থিত সচেতন বস্তুর অভিমুখী করণকেই সম্বোধন কহাযায় এবং তাহাতে প্রথমা হয়॥

২ সম্বোধনে শব্দের অন্ত্য ইকার এবং উকার গুণ হইয়া একার এবং ওকার হয়, ঈকার হ্রস্বহয়, আকার একার হয় ইত্যাদি যেমন। মহাশয়, সদয় হউন। হরে, মুক্তিদেও। প্রভো, শিষ্টপালন অশিষ্টপ্রতি দমনকরা কর্ত্তব্য। সুন্দরি, প্রিয়বাক্যামৃত পানকর। হে কন্যে সজ্জন সঙ্গে বাসকর এবং দুর্জ্জন সঙ্গতি পরিহর ইত্যাদি॥

উক্তপদের নিরূপণ।

১ উক্ত অর্থাৎ প্রধানত্বরূপে নির্দ্দেশ্য পদ॥ তাহাতে কর্ত্তা প্রধান কর্ত্তৃবাচ্য তদর্থে কর্ত্তৃবাচ্য

---

* অত্র অচেতনেও উপচারাধীন সম্বোধন গ্রাহ্য। যেমন। হেবক্ষ হেলতে ইত্যাদি।

ক্রিয়া তন্নিয়মিত ব্যক্তি সংখ্যাগ্রহণ করে। যেমন। আমিকরিলাম, তুমি করিলা, তিনি করিলেন ইত্যাদি

২ কর্ম্ম প্রধানকর্ম্মণিবাচ্য তদর্থে কর্ম্মণিবাচ্য ক্রিয়া কর্ম্ম নিয়মিত ব্যক্তি সংখ্যা গ্রহণ করে। যেমন। আমি মারা পড়িলাম। তুমি মারা পড়িলা, তিনি মারা পড়িলেন। ইত্যাদি।

৩ অতএব দ্বিকর্ম্মকাদি স্থলে উভয়কর্ম্ম প্রধান হইবার অসম্ভাবনা হেতুক বিশেষ নির্দ্দেশ করাযাইতেছে, যে মুখ্যগৌণোভয় কর্ম্মস্থলে মুখ্যকর্ম্ম এবং প্রকৃতি বিকৃতি ভাব কর্ম্ম স্থলে বিকৃতি ভাবকর্ম্ম উক্ত হয়। যথা

তাহাকে (ইহা) বলা গেল এবং স্বর্ণপত্রকে (অঙ্গুরিকা) করা গেল ইত্যাদি॥

৪ সকর্ম্মক ক্রিয়ার প্রেরণার্থে উভয়কর্ম্ম হয়। তাহাতে সাধারণীর ব্যাপ্য এক কর্ম্ম এবং কর্ত্তা ইহাতে ভাষামতে কর্ম্মণি বাচ্যে সাধারণীর কর্ম্মই উক্ত হয়, এবং কর্ত্তা অনুক্ত কর্ম্ম হইয়া থাকে।

যেমন। তাহাকে (ইহা) খাওয়ান গেল এবং ইহাকে (একর্ম্ম) করান গেল ইত্যাদি।

৫ দ্বিকর্ম্মক স্থলে সাধারণীর গৌণকর্ম্মে প্রেরণে প্রতিশব্দের যোগ হয়॥

যেমন। তাঁহার প্রতি তাহাকে ইহা বলান গেল, এবং জিজ্ঞাসা করান গেল ইত্যাদি ॥

৬ অকর্ম্মকক্রিয়ার প্রেরণার্থে কেবল সাধারণীর কর্ত্তাই কর্ম্মমাত্র তাহাতে ভাষামতে তাহা উক্ত হয় না।। অতএব প্রেরণার্থে ধাতু কখন অকর্ম্মক হয় না। যেমন। তাহাকে শোওয়ান গেল এবং বসান গেল ইত্যাদি ॥

অথ ধাতুপ্রকৃতিক প্রকরণ।

ধাতু ॥

১ ক্রিয়ামূল প্রকৃতি ধাতুপ্রকৃতি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা তাহাতে সংস্কৃতানুযায়ি ধাতু। যাও, খাও; করি মারি, ইত্যাদি।

ক্রিয়া।

২ ধাত্বর্থমাত্রবোধক পদকে ক্রিয়া কহা যায় যেমন। যাওয়া খাওয়া করা মারা গমনকরা ইত্যাদি

ক্রিয়াপদ।

৩ ক্রিয়া প্রযোগার্হা অর্থাৎ কালাদ্যর্থ বোধক প্রত্যয় বিহিতা ও বাক্যার্থ সমাপনী হইলে ক্রিয়া-পদ বাচ্য হয়, অর্থাৎ তখন তাহাকে ক্রিয়াপদ কহা-যায়। যেমন। করিলাম। করাগেল ইত্যাদি।

৪ ক্রিয়া সকর্ত্তৃকা অর্থাৎ কর্ত্তৃ সম্বন্ধিনী ॥ যথা করিলাম অর্থাৎ আমি বা আমরা। করাগেল অর্থাৎ আমাকর্ত্তৃক ইত্যাদি ॥

ক্রিয়াভেদ।

৫ ক্রিয়া সাধারণী প্রেরণীভেদে দ্বিধা বিভক্তা।

১ সাধারণী।

৬ সাধারণী প্রয়োজ্যকর্ত্তৃ সম্বন্ধিনীতি প্রসিদ্ধা। যেমন। আমি খাই। তুমি কর। তিনি বসেন ইত্যাদি

২ প্রেরণী।

৭ প্রেরণী প্রয়োজক কর্ত্তৃ সম্বন্ধিনী। যেমন। আমি খাওয়াই। তুমি বসাও ইত্যাদি।

৮ অত্র সাধারণীর কর্ত্তা প্রেরণীর কর্ম্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যেমন। তুমি খাও এবং আমি তোমাকে খাও-য়াই ইত্যাদি ॥

পুনর্ভেদ।

৯ সমাপিকা অসমাপিকা ভেদে ক্রিয়া পুনর্দ্বিধা।

১ সমাপিকা।

১০ সমাপিকা ক্রিয়া ক্রিয়ান্তরাপেক্ষারহিতা বাক্যার্থ সমাপনীতি। যেমন। হইয়াছে করিয়াছে করিব ইত্যাদি

২ অসমাপিকা।

১১ অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রিয়ান্তরাপেক্ষিতার্থা অর্থাৎ সমাপিকাক্রিয়াসাপেক্ষা।

যেমন। করিতে করিয়া হইলে ইত্যাদি

পুনর্ভেদ।

১২ সকর্ম্মক অকর্ম্মক দ্বিকর্ম্মকভেদে পুনস্ত্রিধা।

১ সকর্ম্মকক্রিয়া।

১৩ সকর্ম্মকক্রিয়া কর্ম্মসংযোগিনী অর্থাৎ কর্ম্ম শাসন তৎপরা। যেমন। করিলেন অর্থাৎ কর্ম্ম। খাইলেন অর্থাৎ অন্ন ইত্যাদি॥

২ অকর্ম্মক ক্রিয়া।

* ১৪ অকর্ম্মক ক্রিয়া অপ্রতিপাদিতকর্ম্মা অর্থাৎ কর্ম্মশাসনাসমর্থা হয়।

যেমন। বসিলেন। হইল। আছেন। থাকেন ইত্যাদি

---

* অকর্ম্মকক্রিয়ার ধাতু যেই অর্থে হইয়াথাকে তাহার নিরূপণ। যথা। হওন, বাঁচন, দর্পকরণ, শয়ন, খেলন, বসন. ভয়করণ, শব্দকরণ, উড়ন, থাকন, জরা, লজ্জা, উদয়, মত্তহওন, পলায়ন, পতন, নাচন, ভ্রমণ, ধাবন, স্ফুরণ জাগরণ মজ্জন শুদ্ধ হওন, যুদ্ধকরণ, গমন, পতন, মরণ, উৎসাহকরণ,

৩ দ্বিকর্ম্মকক্রিয়া।

১৫ দ্বিকর্ম্মকক্রিয়া মুখ্যাতিরিক্তকর্ম্মসংযোগিনী অর্থাৎ মুখ্যগৌণোভয় কর্ম্মশাসনতত্পরা।

যেমন তোমাকে ইহা কহিলাম ইত্যাদি।

১ তত্র মুখ্য।

১৬ প্রধানত্বরূপে নির্দ্দেশ্য মুখ্য অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রধানব্যাপ্য। যথা। এই কথা কহিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম ইত্যাদি।

২ গৌণ।

১৭ গৌণ পশ্চাৎ প্রতীতক্রিয়াব্যাপ্য অর্থাৎ অপ্রধান কর্ম্ম। যথা। তোমাকে কহিলাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি ইত্যাদি

পুনর্ভেদ।

১৮ কর্ত্তৃবাচ্য কর্ম্মণিবাচ্য ভাববাচ্যভেদে তিন প্রকার।

রোদন, বর্দ্ধন, হর্ষণ, বমন যত্ন, উদ্বেগ, কম্পন, কম্পপাওন, থামন, উপবেশ, বাসকরণ, খ্যাতিকরণ, বিশ্রামকরণ, উপশমন, দীপ্তিপাওন।

ইত্যাদি অর্থে ধাতু সমুদায়, অকর্ম্মক বলিয়া বিখ্যাত ও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এতদ্ভিন্ন ধাতু সকর্ম্মক হয়॥

১ কর্তৃবাচ্য।

১৯ কর্ত্তৃবাচ্যক্রিয়া কর্ত্তৃবিহিতা অর্থাৎ কর্ত্তৃ নিষ্ঠসংখ্যাব্যক্ত্যনুসারে প্রযুজ্যমানা।

যেমন। আমি করিতেছি। তুমি করিতেছ ইত্যাদি

১ কর্ম্মণিবাচ্য।

২০ কর্ম্মণিবাচ্যক্রিয়া কর্ম্মবিহিতা অর্থাৎ কর্ম্ম নিষ্ঠসংখ্যাব্যক্ত্যনুসারে প্রযুজ্যমানা।

যেমন। আমি ধরা পড়িলাম। তুমি ধরা পড়িলা অর্থাৎ তত্কর্ত্তৃক ইত্যাদি

২১ কর্ম্মণিবাচ্যে কর্ম্মণিবাচ্যপ্রত্যয়ান্ত সকর্ম্মক ক্রিয়া নিষ্পন্নবিশেষণের অন্তে অকর্ম্মকক্রিয়া যুক্তা হয়। যেমন। করা এবং যায় ইহাতে করাযায় ধরাযায় ইত্যাদি।

৩ ভাববাচ্য।

২২ ধাত্বর্থমাত্রই ভাব অতএব কর্ম্মশূন্য কর্ম্মণি বাচ্যক্রিয়াসদৃশক্রিয়া ভাববাচ্যক্রিয়া অথাৎ কর্ত্তা ও কর্ম্মের ব্যক্তিসংখ্যাগ্রহণ করে না কেবল সামান্যত একত্বমাত্র সংখ্যা গ্রহণ করে।

যেমন। আমারদের বা তাহারদের শোওয়া হইল ইত্যাদি॥

২৩ ভাববাচ্যে ভাববাচ্য আ এবং যা প্রত্যয়ান্ত অকর্ম্মকক্রিয়াবাচক সংজ্ঞার অন্তে অন্য অকর্ম্মকক্রিয়া যুক্তা হয়। যথা। থাকা এবং যায় ইহাতে থাকাযায়। শোওয়াযায়। জাগাযায়। হওয়াগেল ইত্যাদি

অথ ক্রিয়াধিষ্ঠিতকালনিরূপণ।

১ পূর্ব্বোক্ত সমাপিকা ক্রিয়া কালিক প্রত্যয়ভেদে বহুধা হয়॥

তত্র কাল।

২ কাল অর্থাৎ ক্রিয়ার্থ সম্পাদক॥

কালভেদ।

৩ কাল অর্থের দ্যোতকতাহেতুক প্রথমতঃ ত্রিধা বিভক্ত। বর্ত্তমান অতীত ও ভবিষ্যত্ ইতি॥

১ বর্ত্তমান।

৪ বর্ত্তমান অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রয়োগাধিকরণকাল ইতি॥

বর্ত্তমানভেদ।

৫ বর্ত্তমান যোগ্য বিহিতভেদে দ্বিধা বিভক্ত হয়।

১ যোগ্যবর্ত্তমান।

৬ যোগ্যবর্ত্তমান অর্থাৎ করণযোগ্যার্থে প্রযুক্ত। যথা। আমি করি তুমি কর তিনি করেন ইত্যাদি

২ বিহিতবর্ত্তমান।

৭ বিহিতবর্ত্তমান অর্থাৎ ক্রিয়মাণার্থে প্রযুক্ত। যেমন। আমি করিতেছি তুমি করিতেছ ইত্যাদি।

অতীত কাল।

৮ অতীত অর্থাৎ ক্রিয়ার্থ সম্পন্নতাবোধক।।

অতীতভেদ।

৯ সাধুভাষারীত্যনুসারে অতীত কাল পঞ্চপ্রকার হয়। যথা। অপূর্ণ, বর্ত্তমানসামীপ্য, অদ্যতন, হ্যস্তন অনদ্যতন ইতি।

১ অপূর্ণ।

১০ অপূর্ণভূত অর্থাৎ ক্রিয়ার্থের সম্ভাবিত সম্পন্নতাবোধক। যেমন। আমি করিতাম তুমি করিতা ইত্যাদি।

২ বর্ত্তমান সামীপ্যভূত।

১১ বর্ত্তমানসামীপ্যভূত অর্থাৎ বর্ত্তমানবিহিত সম্পন্নতাবোধক কাল। যেমন। আমি করিতেছিলাম তুমি করিতেছিলা তিনি করিতে ছিলেন ইত্যাদি।

৩ অদ্যতনভূত।

১২ অদ্যতনভূত অর্থাৎ ক্রিয়াথসম্পন্নতামাত্র বোধক কাল। যেমন। আমি করিলাম তুমি করিলা তিনি করিলেন ইত্যাদি।

৪ হ্যস্তনভূত ।

১৩ হ্যস্তনভূত অর্থাৎ নিশ্চয়ত্বরূপে ক্রিয়ার্থতাৎ কালিকীসম্পন্নতা বোধক কাল । যেমন আমি করিয়াছি তুমি করিয়াছ তিনি করিয়াছেন ইত্যাদি ।

৫ অনদ্যতনভূত ।

১৪ অনদ্যতনভূত অর্থাৎ অনন্তরক্রিয়া পূর্ব্ববর্ত্তি ক্রিয়ার্থসম্পন্নতাবোধক কাল । যেমন । আমি করিয়াছিলাম তুমি করিয়াছিলা তিনিকরিয়াছিলেন ইত্যাদি ।

১ ভবিষ্যৎকাল ।

১৫ ক্রিয়াভাবিত্ববোধক কালকে ভবিষ্যত্কাল কহাযায় । যথা । আমি করিব তুমি করিবা তিনি করিবেন ইত্যাদি ।

আনন্তর্য্যক্রিয়া ।

১৬ আনন্তর্য্যার্থ বোধক কৃৎপ্রত্যয়নিরূপিতক্রিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া ॥

তদ্ভেদ ।

১৭ আনন্তর্য্যক্রিয়া প্রত্যয়ভেদে পঞ্চপ্রকার নির্দ্দিষ্টা হয় । যথা । শত্রর্থা চতুমর্থা চণমর্থা ক্ত্বার্থা ভাবক্তার্থা ইতি

১ শত্রর্থা ।

১৮ শত্রর্থা অর্থাৎ ক্রিয়ান্তরের সমকালীনতা

বোধক কৃৎপ্রত্যয়প্রযুক্তা । যথা । করত হওত যাওত লওত ইত্যাদি।

২ চতুমর্থা।।

১৯ চতুমর্থা অর্থাৎ নিমিত্তার্থ কৃৎপ্রত্যয়প্রযুক্তা যথা। করিতে খাইতে যাইতে লইতে ইত্যাদি।

৩ চণমর্থা।।

২০ চণমর্থা অর্থাৎ বর্ত্তমানবিহিতকৃৎপ্রত্যয় প্রযুক্তা। যথা। করিতে২ খাইতে২ লইতে২ যাইতে২ ইত্যাদি।

৪ ক্ত্বার্থা।

২১ ক্ত্বার্থা অর্থাৎ সম্পন্নতার্থ কৃৎপ্রত্যয়প্রযুক্তা। যথা। করিয়া যাইয়া লইয়া খাইয়া ইত্যাদি।

৫ ভাবক্তার্থা।

২২ ভাবক্তার্থা অর্থাৎ সম্ভাবিতার্থকৃৎপ্রত্যয় প্রযুক্তা। যথা। করিলে খাইলে যাইলে লইলে ইত্যাদি।

ইতি সমাপিকা অসমাপিকা ক্রিয়ানিরূপণানন্তর ধাতুবিভক্তি নিরূপণ করা যাইতেছে।।

অথ ধাতুবিভক্তি নিরূপণ।

ভাষামতে ধাতুবিভক্তির সংখ্যা বিশেষে বিশেষ নাই। কেবল কাল এবং ব্যক্তিবিশেষে বিশেষমাত্র

তত্র একত্ববহুত্বসংখ্যায়।

বর্ত্তমানে।

	প্রথমব্যক্তি।	দ্বিতীয়ব্যক্তি।	তৃতীয়ব্যক্তি।
১ যোগ্যে।	ই,	আ। অহ	এ, এন।
২ বিহিতে।	তেছি।	তেছ	তেছে, তেছেন।

অতীতকালে।

	প্র।	দ্বি।	তৃ।
১ অপূর্ণে।	তাম।	তা, তে।	ত, তেন।
২ বর্ত্তমানসামীপ্যে।	তেছিলাম।	লা, লে।	ল, লেন।
৩ অদ্যতনে।	লাম।	লা, লে।	ল, লেন।
৪ হ্যস্তনে।	য়াছি।	য়াছ।	য়াছে, য়াছেন।
৫ অনদ্যতনে।	য়াছিলাম।	লা, লে।	ল। লেন।

ভবিষ্যত্কালে।

	প্র।	দ্বি।	তৃ।
১ ভবিষ্যত্কালে।	ব।	বা, বে।	বে, বেক, বেন।
২ বিধিবিশেষার্থে।		উন, ও। উক,।	উন।

কৃৎপ্রত্যয়।

শত্রর্থে।	চতুমর্থে।	ণমর্থে।	ক্তার্থে।	ভাবক্তার্থে।
প্রত্যয়। ত।	তে।	তে।	য়া।	লে হয়।

চণমর্থেতে প্রত্যয়ান্তপদের দ্বির্ভাব হয়।

যথা। করিতে২ যাইতে২ লইতে২ ইত্যাদি।

বিভক্তিনিরূপণানন্তর পদসাধনার্থ লক্ষণনির্দ্দেশ॥

পদসাধনার্থলক্ষণ।

১ সূত্র।

১ ধাতুবিভক্তিপরে ধাতুর অন্ত্য ওকার ইকার হয়। এবং ধাতুর অন্ত্য ওকারের পূর্ব্ববর্ত্তি ও এবং এ থাকিলে তৎস্থানে উ এবং ই হয়। তাহাতে উকারপরে উকারের লোপ হয় এবং স্বরপরে অন্ত্যইকারের লোপ হয়। কেবল ওকারপরে লোপ-হয় না।

১ উদাহরণ।

ধাতু	বিভক্তি	সিদ্ধপদ	
লও	ই	লই	ইত্যাদি
লও	লাম	লইলাম	ইত্যাদি
করি	ই	করি	ইত্যাদি
করি	অ অহ	কর করহ	ইত্যাদি
করি	এ এন	করে করেন	ইত্যাদি
করি	উন উক	করুন করুক	ইত্যাদি
করি	ও	করিও	ইত্যাদি
লও	ও	লইও	ইত্যাদি

২ সূত্র।

২ ওকারের পর অকারের এবং একারের লোপ

হয়। ওকারস্থানে একারপরে য় হয়। এবং উকার পরে লোপ হয়।

২ উদাহরণ।

ধাতু	বিভক্তি	সিদ্ধপদ	
লও	অ	লও	ইত্যাদি
লও	এ	লয়	ইত্যাদি
লও	উন	লউন	ইত্যাদি
লও	উক	লউক	ইত্যাদি

৩সূত্র।

৩ এন পরে ওকারস্থানে য় এবং ওকারের লোপ হয়। পরে ওকার লুপ্ত হইলে একারের ও লোপ হয়।

৩ উদাহরণ।

ধাতু	বিভক্তি	সিদ্ধপদ	
লও	এন	নয়েন লন।	ইত্যাদি
দেও	ই	দিই অথবা দেই	ইত্যাদি
শোও	ই	শুই	ইত্যাদি
দেও	এ, এন	দেয়, দেন	ইত্যাদি
শোও	এ, এন	শোয়, শোয়েন, শোন	ইত্যাদি
দেও	উন, উক	দিউন, দিউক	ইত্যাদি
শোও	উন, উক	শুন, শুক	ইত্যাদি

৪ সূত্র।

৪ কৃৎপ্রত্যয়ের শত্রর্থের তকারপরে ধাতুর অন্ত্য ইকারস্থানে অকার হয় এবং ওকারস্থানে অকার হয় না।

৪ উদাহরণ।

ধাতু	বিভক্তি	সিদ্ধপদ	
করি	ত	করত	ইত্যাদি
লও	ত	লওত	ইত্যাদি

৫ সূত্র।

৫ ধাতুর অন্ত্য ইকারের স্থানে আকার এবং ওকারের উত্তর য়া যুক্ত হইলে ভাববাচ্যে ক্রিয়াবাচক সংজ্ঞা এবং কর্ম্মণিবাচ্যে বিশেষণ হয়।

৫ উদাহরণ।

ধাতু	প্রত্যয়	পদ	
করি	আ	করা	ইত্যাদি
যাও	য়া	যাওয়া	ইত্যাদি
লও	য়া	লওয়া	ইত্যাদি

৬ সূত্র।

৬ সাধারণীক্রিয়াবাচক সংজ্ঞার উত্তর ওকার যুক্ত হইলে প্রেরণার্থক ধাতু কহাযায়।

৬ উদাহরণ।

সংজ্ঞা	প্রত্যয়	প্রেরণীধাতু	
করা	ও	করাও	ইত্যাদি
দেওয়া	ও	দেওয়াও	ইত্যাদি

এবং পূর্ব্ববৎপদসিদ্ধ।

যথা।

প্রেরণার্থধাতু	বিভক্তি	সিদ্ধপদ	
করাও	ই	করাই	ইত্যাদি
দেওয়াও	লাম	দেওয়াইলাম	ইত্যাদি
শোওয়াও	তেছি	শোওয়াইতেছি	ইত্যাদি

৭ সূত্র।

৭ প্রেরণার্থধাতুর অন্ত্য ওকারস্থানে নকার হইলে কর্ম্মণিবাচ্যেবিশেষণ এবং ভাববাচ্যেসংজ্ঞা হয়।

৭ উদাহরণ।

প্রেরণার্থ ধাতু	প্রত্যয়	সিদ্ধপদ	
করাও	ন	করান	ইত্যাদি
খাওয়াও	ন	খাওয়ান	ইত্যাদি

৮ সূত্র।

৮ কর্ম্মণিবাচ্যপ্রত্যয়ান্তবিশেষণের উত্তরঅকর্ম্মক যাও হও ইত্যাদিধাতু যুক্ত হইলে কর্ম্মণিবাচ্যের

ধাতু হয়। এবং ভাববাচ্য আ এবং যা প্রত্যয়ান্ত সংজ্ঞার উত্তর উক্তরূপ ধাতুযুক্ত হইলে ভাববাচ্য ধাতু হয়।

৮ উদাহরণ।

বিশেষণ।	অকর্ম্মকধাতু।	কর্ম্মণিবাচ্যধাতু।	
করা	হও	করা হও	ইত্যাদি
ধৃত	হও	ধৃত হও	ইত্যাদি
যাওয়া	যাও	যাওয়া যাও	ইত্যাদি
করান	যাও	করান যাও	ইত্যাদি
খাওয়ান	যাও	খাওয়ান যাও	ইত্যাদি
স্থাপিত	হও	স্থাপিত হও	ইত্যাদি

পূর্ব্ববৎ পদসিদ্ধি।

ধাতু	বিভক্তি।	সিদ্ধপদ।	
করাহও	এ	করা হয়	ইত্যাদি
যাওয়াযাও	ল	যাওয়াগেল	ইত্যাদি
করানযাও	এ	করানযায়	ইত্যাদি
স্থাপিতহও	এ	স্থাপিতহয়	ইত্যাদি

অথ ধাতুরূপব্যবস্থা।

তত্র।

কর্ত্তৃবাচ্যে।

সাধারণী সকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া

করি।

যোগ্যবর্ত্তমানে প্রয়োগ।

	একবচন ।	বহুবচন ।
প্রথমব্যক্তিতে ।	আমি করি ।	আমরা করি ।
দ্বিতীয়ব্যক্তিতে ।	তুমি কর ।	তোমরা কর ।
তৃতীয়ব্যক্তিতে ।	তিনি করেন।	তাঁহারা করেন।
	সে করে ।	তাহারা করে ।

বিহিতবর্ত্তমানে।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
প্রথম ।	আমি করিতেছি ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি করিতেছ ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনি করিতেছেন ।	তাঁহারা ।
	সে করিতেছে ।	তাহারা ।

অপূর্ণ ভূতে।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
প্রথম ।	আমি করিতাম ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি করিতা বা করিতে ।	তোমরা ।
তৃতীয়।	তিনি করিতেন	তাঁহারা ।
	সে করিত ।	তাহারা ।

বর্ত্তমানসামীপ্যভূতে।

	একত্বে	বহুত্বে
প্রথম	আমি করিতেছিলাম	আমরা
দ্বিতীয়	তুমি করিতেছিলা বা করিতেছিলে	তোমরা
তৃতীয়	তিনি করিতেছিলেন	তাঁহারা
	সে করিতেছিল	তাহারা

অদ্যতনভূতে।

	একত্বে	বহুত্বে
প্রথম	আমি করিলাম	আমরা
দ্বিতীয়	তুমি করিলা বা করিলে	তোমরা
তৃতীয়	তিনি করিলেন	তাঁহারা
	সে করিল	তাহারা।

হ্যস্তনভূতে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম	আমি করিয়াছি।	আমরা।
দ্বিতীয়	তুমি করিয়াছ	তোমরা।
তৃতীয়	তিনি করিয়াছেন।	তাহারা।
	সে করিয়াছে	তাহারা।

অনদ্যতনভূতে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করিয়াছিলাম।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করিয়াছিলা বা।	
	করিয়াছিলে।	তোমারা।
তৃতীয়।	তিনি করিয়াছিলেন।	তাঁহারা।
	সে করিয়াছিল।	তাহারা।

ভবিষ্যৎকালে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করিব।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করিবা বা।	তোমরা।
	করিবে।	
তৃতীয়।	তিনি করিবেন।	তাঁহারা।
	সে করিবে, করিবেক।	তাহারা।

বিশেষবিধ্যর্থে।

বিধিবর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করি।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি কর।	তোমরা।
	মহাশয় করুন।	মহাশয়েরা।
তৃতীয়।	তিনি করুন।	তাঁহারা।

	একত্বে ।	বহুত্বে।
তৃতীয়।	সে করুক।	তাহারা।

বিধিভবিষ্যৎ।

	একত্বে ।	বহুত্বে।
প্রথম ।	আমি করিব ।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করিও।	তোমরা।
তৃতীয় ।	তিনি করিবেন।	তাঁহারা।
	সে করিবেক বা করিবে।	তাহারা।

অপূর্ণাসম্ভাবনার্থে।

যোগ্য বর্ত্তমানে।

	একত্বে ।	বহুত্বে।
প্রথম ।	যদি আমি করি।	যদি আমরা।
দ্বিতীয়।	যদি তুমি কর।	যদি তোমরা।
তৃতীয়।	যদি তিনি করেন।	যদি তাঁহারা।
	যদি সে করে।	যদি তাহারা।

অর্থাৎ তবে এরূপ হইবে।

অপূর্ণভূতে।

	একত্বে ।	বহুত্বে।
প্রথম ।	যদি আমি করিতাম।	যদি আমরা।
দ্বিতীয়।	যদি তুমি করিতা বা। করিতে।	যদি তোমরা।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
তৃতীয় ।	যদি তিনি করিতেন ।	যদি তাঁহারা।
	সে করিত ।	তাহারা ।

অর্থাৎ তবে এরূপ হইত ।

ধৃর্থাসম্ভাবনার্থে বর্ত্তমানাপূর্ণ ভূতে যদি শব্দপ্রয়োগ হয় এবং তদাকাঙ্ক্ষানিবৃত্ত্যর্থে তবে শব্দও ব্যবহার করাযায়।

১ উদাহরণ।

যদি আমি মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করি অথবা করিতাম। তবে আমার পক্ষে মঙ্গল হইবে অথবা হই-ত ইত্যাদি ।

অসমাপিকা।

শত্রর্থা ।	চতুমর্থা।	চণমর্থা ।	ক্ত্বার্থা ।	ভাবক্তার্থা ।
করত ।	করিতে ।	করিতে২ ।	করিয়া ।	করিলে ।

সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া।

হও।

যোগ্য বর্ত্তমানে ।

	একত্বে ।	বহুত্বে।
প্রথম ।	আমি হই ।	আমরা।
দ্বিতীয় ।	তুমি হও ।	তোমরা।
তৃতীয় ।	তিনি হয়েন বা হন।	তাঁহারা।

	একত্বে ।	বহুত্বে।
তৃতীয়।	সে হয় ।	তাহারা।

বিহিত বর্ত্তমানে ।

	একত্বে।	বহুত্বে ।
প্রথম ।	আমি হইতেছি।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি হইতেছ ।	তোমরা।
তৃতীয় ।	তিনি হইতেছেন।	তাঁহারা।
	সে হইতেছে।	তাহারা।

অপূর্ণ ভূতে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম ।	আমি হইতাম ।	আমরা।
দ্বিতীয় ।	তুমি হইতা বা হইতে।	তোমরা।
তৃতীয় ।	তিনি হইতেন ।	তাঁহারা।
	সে হইত ।	তাহারা।

বর্ত্তমান সামীপ্য ভূতে।

	একত্বে ।	বহুত্বে।
প্রথম ।	আমি হইতেছিলাম।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি হইতেছিলা বা। হইতেছিলে।	তোমরা।
তৃতীয় ।	তিনি হইতেছিলেন ।	তাঁহারা।
	সে হইতেছিল।	তাহারা।

অদ্যতনে

	একত্বে।	বহুত্বে
প্রথম।	আমি হইলাম।	আমরা
দ্বিতীয়।	তুমি হইলা বা হইলে।	তোমরা
তৃতীয়।	তিনি হইলেন।	তাঁহারা
	সে হইল।	তাহারা

হ্যস্তনে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি হইয়াছি।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি হইয়াছ।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি হইয়াছেন।	তাঁহারা।
	সে হইয়াছে।	তাহারা।

অনদ্যতনে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি হইয়াছিলাম	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি হইয়াছিলা বা হইয়াছিলে।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি হইয়াছিলেন।	তাঁহারা।
	সে হইয়াছিল।	তাহারা।

ভবিষ্যৎ।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম	আমি হইব।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি হইবে বা।	তোমরা।
	হইবা।	
তৃতীয়।	তিনি হইবেন।	তাঁহারা।
	সে হইবে।	তাহারা।

বিশেষবিধ্যে।

বিধিবর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি হই।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি হও।	তোমরা।
	মহাশয় হউন।	মহাশয়েরা।
তৃতীয়।	তিনি হউন।	তাঁহারা।
	সে হউক।	তাহারা।

বিধিভবিষ্যৎ।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি হইব।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি হইও।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি হইবেন।	তাঁহারা।
	সে হইবেক বা হইবে।	তাহারা

স্বর্থাসম্ভাবনার্থে।

বর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	যদি আমি হই।	যদি আমরা।
দ্বিতীয়।	যদি তুমি হও।	যদি তোমরা।
তৃতীয়।	যদি তিনি হয়েন বা হন। সে হয়।	যদি তাঁহারা। তাহারা।

অপূর্ণভূতে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	যদি আমি হইতাম।	যদি আমরা।
দ্বিতীয়।	যদি তুমি হইতা বা। হইতে।	যদি তোমরা।
তৃতীয়।	যদি তিনি হইতেন বা। সে হইত।	যদি তাঁহারা। তাহারা।

অসমাপিকা।

শত্রর্থা।	চতুমর্থা।	চণমথা।	ক্ত্বার্থা।	ভাবক্তার্থা।
হওত।	হইতে।	হইতেং।	হইয়া।	হইলে।

প্রেরণীসকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া।

করাও।

যোগ্যবর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করাই।	আমরা।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
দ্বিতীয় ।	তুমি করাও ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনি করান ।	তাঁহারা ।
	সে করায় ।	তাহারা ।

বিহিত বর্ত্তমানে ।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
প্রথম ।	আমি করাইতেছি ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি করাইতেছ ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনিকরাইতেছেন	তাঁহারা ।
	সে করাইতেছে ।	তাহারা ।

অপূর্ণ ভূতে ।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
প্রথম ।	আমি করাইতাম ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি করাইতা বা করাইতে ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনি করাইতেন ।	তাঁহারা ।
	সেকরাইত ।	তাহারা ।

বর্ত্তমান সামীপ্য ভূতে ।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
প্রথম ।	আমি করাইতেছিলাম ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি করাইতেছিলা বা । করাইতেছিলে ।	তোমরা ।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
তৃতীয় ।	তিনি করাইতেছিলেন ।	তাঁহারা ।
	সে করাইতেছিল ।	তাহারা ।

অদ্যতনে ।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
প্রথম ।	আমি করাইলাম ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি করাইলা বা করাইলে ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনি করাইলেন ।	তাঁহারা ।
	সে করাইল ।	তাহারা ।

[illegible]ভূতে ।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
প্রথম ।	আমি করাইয়াছি ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি করাইয়াছ ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনি করাইয়াছেন ।	তাঁহারা ।
	সে করাইয়াছে ।	তাহারা ।

অনদ্যতনে ।

	একত্বে ।	বহুত্বে ।
প্রথম ।	আমি করাইয়াছিলাম ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি করাইয়াছিলা বা । করাইয়াছিলে ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনি করাইয়াছিলেন ।	তাঁহারা ।
	সে করাইয়াছিল ।	তাহারা ।

ভবিষ্যৎ।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করাইব।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করাইবা বা করাইবে।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি করাইবেন।	তাঁহারা।
	সে করাইবে।	তাহারা।

বিশেষবিধ্যর্থে।

বিধিবর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করাই।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করাও।	তোমরা।
	মহাশয় করাউন।	মহাশয়েরা।
তৃতীয়।	তিনি করাউন।	তাঁহারা।
	সে করাউক।	তাহারা।

বিধিভবিষ্যৎ।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি করাইব।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি করাইও।	তোমরা।
	মহাশয় করাইবেন।	মহাশয়েরা।
তৃতীয়।	তিনি করাইবেন।	তাঁহারা।
	সে করাইবে বা করাইবেক।	তাহারা।

ধৃর্থাসম্ভাবনার্থে।

যোগ্য বর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	যদি আমি করাই।	যদি আমরা।
দ্বিতীয়।	যদি তুমি করাও।	যদি তোমরা।
তৃতীয়।	যদি তিনি করান।	যদি তাঁহারা।
	সে করায়।	তাহারা।

অপূর্ণ ভূতে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	যদি আমি করাইতাম।	যদি আমরা।
দ্বিতীয়।	যদি তুমি করাইতা বা করাইতে।	যদি তোমরা।
তৃতীয়।	যদি তিনি করাইতেন।	যদি তাঁহারা।
	সে করাইত।	তাহারা।

অসমাপিকা।

শত্রর্থা।	চতুনর্থা।	চণমর্থা।	ক্তার্থা।	ভাবক্তার্থা।
করাওতা।	করাইতে।	করাইতে২।	করাইয়া।	করাইলে।

সাধারণী অকর্ম্মকক্রিয়ার প্রেরণার্থে।

সকর্ম্মক সমাপিকা।

শোওয়াও।

যোগ্য বর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি শোওয়াই।	আমরা।

	একত্বে।	বহুত্বে।
দ্বিতীয়।	তুমি শোওয়াও।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি শোওয়ান্।	তাঁহারা।
	সে শোওয়ায়।	তাহারা।
		ইত্যাদি।

ইহার শেষ পূর্ব্ববৎ।

কর্ম্মণিবাচ্যে।

সাধারণী সকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া।

ধৃতহও।

যোগ্য বর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি ধৃতহই।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি ধৃতহও।	তোমরা।
তৃতীয়।	তিনি ধৃত হয়েন বা হন।	তাঁহারা।
	সে ধৃতহয়।	তাহারা।
		ইত্যাদি

ইহার শেষ পূর্ব্বোক্ত অকর্ম্মক ক্রিয়াবৎ।

প্রেরণী সকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া।

ধরান হও।

যোগ্য বর্ত্তমানে।

	একত্বে।	বহুত্বে।
প্রথম।	আমি ধরান হই।	আমরা।
দ্বিতীয়।	তুমি ধরান হও।	তোমরা।

	একত্বে।	বহুত্বে।
তৃতীয়।	তিনি ধরান হয়েন বা হন।	তাঁহারা।
	সে ধরান হয়।	তাহারা।
		ইত্যাদি।

ইহার শেষ পূর্ব্ববৎ।

ভাববাচ্যে।

অকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া।

যাওয়াযায়।

বর্ত্তমানে।

যোগ্য বর্ত্তমানে।	বিহিতবর্ত্তমানে।
যাওয়াযায়।	যাওয়াযাইতেছে ইত্যাদি।

অতীতকালে।

১	২	৩
অপূর্ণভূতে।	বর্ত্তমানসামীপ্যে।	অদ্যতনে।
যাওয়াযাইতেছে।	যাওয়াযাইতেছিল।	যাওয়াগেল।

৪	৫
হ্যস্তনে।	অনদ্যতনে।
যাওয়াগিয়াছে।	যাওয়াগিয়াছিল ইত্যাদি।

ভবিষ্যৎ।

যাওয়াযাইবে। ইত্যাদি।

অত্র ভাববাচ্যক্রিয়া কেবল ধাত্বর্থনিষ্ঠামাত্র তদর্থে কেবল সর্ব্বদাই তৃতীয় ব্যক্তির একবচন গ্রহণ করে। কারণ ইহা কখন কর্ত্তৃ এবং কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ও সংখ্যা কিছুই গ্রহণ করে না।

নঞর্থ ক্রিয়া।

১ নিষেধার্থ না শব্দ হওনার্থ ক্রিয়ার পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইলে উভয়েরই রূপ বৈলক্ষণ্য হয় তাহাতে তাহাকে নঞর্থ ক্রিয়া কহাযায়।

২ কিন্তু তাহার সকল বিভক্তিতে রূপান্তর ব্যবহার হয়না, অর্থাৎ প্রায় যোগ্যবর্ত্তমান কালেই তদ্রূপ হয়॥

রূপান্তরের আদেশ।

নঞ।	ধাতু।	সিদ্ধপদ।		
না।	হই।	নই।।	নাই।	নহি।
না।	হও।	নও।	নহ।	
না।	হয়।	নয়।	নাই।	
না।	হয়েন।	নহেন।	নাই।	
না।	হন।	নন।		
না।	হইবেন।	নহিবেন।		ইত্যাদি।

নঞর্থ ক্রিয়ারূপ।

প্রথম।	আমি নই।	বা।	নাই।	বা।	নহি।	
দ্বিতীয়।	তুমি নও।	বা।	নহ।			
তৃতীয়।	তিনি নহেন।	বা।	নন।			
	সে। নয়।	বা।	নাই।	ইত্যাদি।		

অথ ক্রিয়াবিশেষণ পদনিরূপণ।

১ ক্রিয়াবিশেষণপদ অর্থাৎ যদ্দ্বারা ক্রিয়াপদের ও বিশেষণ পদের অথবা অন্য ক্রিয়া বিশেষণের অবস্থাদির বিশেষ ব্যক্ত হয়।

যেমন। তিনি শীঘ্র যাইতেন এবং অত্যন্ত ব্যগ্র ছিলেন কিন্তু অতিশীঘ্র চলিতেন ইত্যাদি।

তাহার ভেদ।

২ দৈশিক। কালিক। আবস্থিক। নিষেধার্থক। প্রশ্নার্থক ইত্যাদি প্রকার হয়।

ইহার মধ্যে অনেক পদ অধিকরণ স্বরূপ চিহ্ন গ্রহণ করিয়া থাকে।

যেমন। পরে, পর। নিকট, নিকটে। দূর, দূরে ইত্যাদি।

৩ এবং অনেক শব্দের অন্তে রূপ প্রকার পূর্ব্বক প্রযুক্ত ইত্যাদি শব্দযুক্ত হইলে ক্রিয়া বিশেষণ হয়। যেমন। তদ্রূপ। সেইপ্রকারে। জ্ঞানপূর্ব্বক। অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ইত্যাদি।

১ তত্র দৈশিক।

৪ দৈশিক অর্থাৎ যাহা স্থানবিষয়ে বিশেষ জানায় যেমন। এখানে ওখানে সেখানে যথা যথায় তথা তথায় দূরে নিকটে অগ্রে সম্মুখে সাক্ষাতে পশ্চাৎ পার্শ্বে পাশে মধ্যে মাঝে ইত্যাদি।

২ কালিক।

৫ কালিক অর্থাৎ যাহা কালের বিশেষকে প্রতিপন্ন করায়। যেমন। এখন যখন তখন আজি কালি কল্য পরশ্ব পরে পূর্ব্বে প্রভাতে প্রাতে প্রত্যূষে সকালে বিকালে রাত্রিতে সদা সর্ব্বদা তৎক্ষণাৎ যাবৎ তাবৎ প্রত্যহ প্রতিমাস প্রতিদিন প্রতিক্ষণ প্রতিসপ্তাহ এবং অবধি ও পর্য্যন্ত শব্দ যাহার অন্তে যুক্ত থাকে। যেমন তৎপর্য্যন্ত তদবধি ইত্যাদি।

৩ আবস্থিক।

৬ আবস্থিক অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ার অথবা গুণবাচকের অবস্থা বিশেষকে ব্যক্ত করে।

যেমন। ভাল অতিভাল মন্দ অতিমন্দ শীঘ্র অতিশীঘ্র অতিবাদ্ধ অতিশয় অত্যন্ত অতিত্বরায় বেগে ধীরে ধীরে২ ক্রমে২ অল্পে২ মধ্যে২ আস্তে২ মন্দ২ বার২ পুনঃ২ পুনর্ব্বার একবার একবারে অকস্মাৎ হঠাৎ পূর্ব্বাপর কিছু২ অধিক যথেষ্ট এরূপে এপ্রকারে জ্ঞানপূর্ব্বক বাহুল্যরূপে আধিক্যরূপে কাতরতাপূর্ব্বক কাতরতাপ্রযুক্ত ইত্যাদি।

৪ নিষেধার্থক।

৭ নিষেধার্থক অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ার নিষিদ্ধরূপ অর্থবোধ করায়।

যেমন। না। নাই। নহে। ইত্যাদি।

৫ প্রশ্নার্থক।

৮ প্রশ্নার্থক অর্থাৎ যাহার দ্বারা জিজ্ঞাসার প্রতীতি হয়।যেমন। কবে কোথা কোথায় কখন কোন দিন কিরূপে কিপ্রকারে কিরূপপ্রকারে কিসে কিজন্যে কিহেতুক কিনিমিত্তে কেন ইত্যাদি।

অথ ধাতুমালা।

ধাতুমালা ধাতুশ্রেণী অর্থাৎ ভাষামত প্রসিদ্ধ প্রচলিত কতিপয় ধাতু সংগ্রহ করাগেল এই রীত্যনুসারে অন্যান্য অবশিষ্ট ধাতু সকলও সকলে বিবেচনা করিয়া লইবেন ঐ ধাতু সকল ই প্রকারে চলিত হইতেছে এক হ্রস্ব ইকারান্ত এবং অন্য কেবল ওকারস্বরান্ত।

হ্রস্বইকারান্ত।

করি। বলি। শুনি। থাকি। পড়ি। ইত্যাদি।

কেবলওকারস্বরান্ত।

খাও। লও। দেও।পাও। শোও। হও। যাও। ইত্যাদি এবং প্রেরণার্থঅনেক ধাতু প্রায় তদ্বৎ ওকারান্ত হয়।

যেমন।করাও।খাওয়াও। শুনাও। লওয়াও। শোওয়াও। হওয়াও। ইত্যাদি।

তত্র অকর্ম্মক ধাতু।

সাধারণী।		প্রেরণী।	
ধাতু	অর্থ	ধাতু	অর্থ
যাও	গমনার্থে	পাঠাও	প্রেরণার্থে
শোও	শয়নার্থে	শোওয়াও	তৎপ্রেরণে
থাকি	স্থিত্যর্থে	থাকাও	স্থাপনার্থে
হও	ভবনার্থে	হওয়াও	তৎপ্রেরণে
আসি	আগমনার্থে	আসাও	
পড়ি	পতনার্থে	পড়াও	
মরি	মরণার্থে	মারি	
লাগি	লগ্নার্থে	লাগাও	
জন্মি	জননার্থে	জন্মাও	
চলি	চলনার্থে	চলাও বা চালাও	
বসি	উপবেশনার্থে	বসাও	
নাচি	নর্ত্তনে	নাচাও	
বাড়ি	বর্দ্ধনে	বাড়াও	
জাগি	জাগরণে	জাগাও	

সাধারণী।		প্রেরণী।	
ধাতু	অর্থ	ধাতু	অর্থ
বাঁচি	জীবনে	বাঁচাও	তৎপ্রেরণে
উঠি	উত্থানে	উঠাও	
নাবি	অধোগমনে	নাবাও	

সাধারণী।		প্রেরণী।	
ধাতু।	অর্থ।	ধাতু।	অর্থ।
উড়ি।	উর্দ্ধগমনে।	উড়াও।	
ঠেকি।	বাধনে।	ঠেকাও।	
খেলি।	খেলনে।	খেলাও।	
ভাবি।	চিন্তনে।	ভাবাও।	

ইত্যাদি অকর্ম্মক ধাতু এতদ্রূপে অবশিষ্টও অবগত হইবে ইতি।

সকর্ম্মক ধাতুমালা।

সাধারণী।		প্রেরণী।	
ধাতু।	অর্থ।	ধাতু।	অর্থ।
করি।	করণে।	করাও।	তৎপ্রেরণার্থে
খাও।	খাদনে।	খাওয়াও।	
লও।	গ্রহণে।	লওয়াও।	
পাও।	প্রাপ্ত্যর্থে।	পাওয়াও।	
শুনি।	শ্রবণে।	শুনাও।	
দেও।	দানে।	দেওয়াও।	
ধরি।	ধরণে।	ধরাও।	
বুঝি।	বোধার্থে।	বুঝাও।	
পূজি।	পূজনার্থে।	পূজাকরাও।	
চাহি।	প্রার্থনে।	চাহাও।	
মাগি।	যাচঞার্থে।	মাগাও।	

সকর্ম্মক ধাতুমালা।

সাধারণী।		প্রেরণা।	
ধাতু ।	অর্থ ।	ধাতু ।	অর্থ ।
দেখি	। দর্শনে	। দেখাও	। তৎপ্রেরণে
লিখি	। লেখনে	। লেখাও	।
ধারি	। ধারণে	। ধারাও	।
ব্যাপি	। ব্যাপনে	। ব্যাপাও	।
জানি	। জ্ঞানে	। জানাও	।
মানি	। মানন্যার্থে	। মানাও	।
পরি	। পরিধানে	। পরাও	।
সরি	। ব্যবহারে চলনে	। সরাও	।
সাধি	। সাধনে	। সাধাও	।
আনি	। আনয়নে	। আনাও	।
চিনি	। পরিচয়ে	। চেনাও	।
রাখি	। অর্পণে	। রাখাও	।
হরি	। হরণে	। হরাও	।
কহি	। কথনে	। কহাও	।
বলি	। বলনে	। বলাও	।
জিজ্ঞাসি	। প্রশ্নার্থে	। জিজ্ঞাসাকরাও	। ইত্যাদি

এতদ্ভিন্ন করি ধাতু সংযোগে অনেক ধাতু হইয়া থাকে। যেমন। গমন। করি। যোগে। গমন করি। ভোজন। করি। যোগে। ভোজন করি ইত্যাদি।

উদাহরণ ।

ভোজনকরি ।

ছেদনকরি ।

গমনকরি ।

শয়নকরি ।

অর্পণকরি ।

বোধকরি ।

শ্রবণকরি ।

গ্রহণকরি ।

লাভকরি ।

ইত্যাদি এই রীত্যনুসারে জানিবে।

ইতি ধাতু সংগ্রহ সমাপ্ত হইল।

অথ সমাস প্রকরণ।

১ সমাস অর্থাৎ দ্বিপদবহু পদের একপদত্ব মাত্র কিন্তু সমাসের সম্পাদক সমস্তপদে পরস্পর সম্বন্ধ। অতএব পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত লিঙ্গ সমুদায়ই সমাস ইত্যর্থ।

সমাসভেদ।

২ উক্ত সমাস। দ্বন্দ্ব। বহুব্রীহি। কর্ম্মধারয়। তৎপুরুষ। দ্বিগু। এবং অব্যয়ীভাব। এই ভেদে ছয় প্রকার হয় ইহা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ॥

১ তত্র দ্বন্দ্ব।

৩ পরস্পর ভিন্নার্থ পদেরএকীভাবই দ্বন্দ্ব অর্থাৎ এক পদের ন্যায় ব্যবহার্য্য হয় তদর্থের পরস্পর সাহিত্যরূপে সম্বন্ধ। এবং সমাসঘটক প্রত্যেক পদার্থের সহিত উত্তরপদের বিভক্ত্যর্থে অন্বয় থাকে।

যেমন। আম্রপনস গুবাকনারীকেলদিগকে রক্ষা করিয়া লোধ্রমদনশোভাঞ্জনদিগকে ছেদন করে ইত্যাদি।

১ সূত্র।

৪ দ্বন্দ্ব সমাসে পুত্রও সমান গোত্র এবং সমান বিদ্যাবিশিষ্ট বাচকঋকারান্ত শব্দ পরে ঋকারান্ত-শব্দের ঋকারস্থানে আকার হয়।

১ উদাহরণ।

পিতৃ	পুত্র	।	পিতাপুত্র	।
মাতৃ	পুত্র	।	মাতাপুত্র	।
মাতৃ	পিতৃ	।	মাতাপিতা	।
হোতৃ	পোতৃ	।	হোতাপোতা	।ইত্যাদি।

অন্যত্র।

বক্তৃ শ্রোতৃ । বক্তৃশ্রোতা ।

ভ্রাতৃ জামাতৃ । ভ্রাতৃজামাতা । ইত্যাদি।

২ বহুব্রীহি।

সমস্যমান পদার্থাতিরিক্ত প্রথমান্তাদিপদার্থ বোধক বহুব্রীহি অর্থাৎ সমাসযোগ্যপদের অর্থ ভিন্ন অন্যপ্রথমান্তাদিপদার্থের বোধক ইত্যর্থ।

উদাহরণ।

প্রথমান্ত।

সমাতৃক। অর্থাৎ মাতার সহিত বর্ত্তমান যিনি দক্ষিণপূর্ব্বা অর্থাৎ দক্ষিণ এবং পূর্ব্বদিগের মধ্য বর্ত্তিনী যে দিক্ ইত্যর্থ।

দ্বিতীয়ান্ত।

আরূঢবানর। অর্থাৎ যাহাকে বানর আশ্রয় করিয়াছে। ইত্যর্থ। অর্থাৎ বৃক্ষ।

তৃতীয়ান্ত।

জিতকাম। অর্থাৎ যৎকর্ত্তৃক কামদেব পরাভূত ইত্যর্থ।

চতুর্থ্যন্ত।

দত্তধন। অর্থাৎ যাহাকে ধন দেওয়াগিয়াছে। ব্রাহ্মণ ইত্যর্থ।

পঞ্চম্যন্ত।

চ্যুতফল। অথাৎ যাহাহইতে ফল পতিত হইয়াছে। বৃক্ষ ইত্যর্থ।

ষষ্ঠ্যন্ত।

চতুর্ম্মুখ। অর্থাৎ যাহার চারিটামুখ। ব্রহ্মা ইত্যর্থ।

সপ্তম্যন্ত।

বহুজলা। যাহাতে অনেক জল অর্থাৎ নদী।

বহুব্রীহিভেদ।

২ বহুব্রীহি সমাস প্রথমত দুই প্রকার ব্যধিকরণ এবং সমানাধিকরণ।

ব্যধিকরণ।

৩ ব্যধিকরণ। অথাৎ বিশেষ্যবিশেষণতাশূন্যার্থ বোধক পদের সমাস।

উদাহরণ।

শূলপাণি। যাহার হস্তে শূল। শিব ইত্যথ।
চক্রপাণি। যাহার হস্তে চক্র। বিষ্ণু ইত্যথ।
ধনুষ্পাণি। শঙ্খপাণি। পদ্মনাভ। ইত্যাদি।

২ সমানাধিকরণ।

৪ সমানাধিকরণ অর্থাৎ তুল্যাধিকরণ। বিশেষ্য বিশেষণতাপন্নার্থ বোধক পদের সমাস।

উদাহরণ।

চিত্রগু । অর্থাৎ চিত্রিতা গরু যাহার ইত্যর্থ ।

সমানাধিকরণভেদ ।

৫ সমানাধিকরণ দ্বিধা বিভক্ত । তদ্‌গুণসম্বি-জ্ঞান এবং অতদ্‌গুণ সম্বিজ্ঞান ইতি ।

১ তদ্‌গুণসম্বিজ্ঞান ।

৬ তদ্‌গুণ সম্বিজ্ঞান অর্থাৎ সমাস যোগ্য পদার্থ সহিত অতিরিক্ত পদার্থ বোধক ।

উদাহরণ।

ব্রাহ্মণাদি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আদি প্রধান যাহার-দের ইত্যথ ।

২ অতদ্‌গুণ সম্বিজ্ঞান ।

৭ অতদ্‌গুণ সম্বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণা যুক্ত সমস্যমান পদার্থাতিরিক্ত পদার্থ মাত্র বোধক ইত্যর্থ ।

উদাহরণ।

স্থিরলক্ষ্মীক । অর্থাৎ যাহার স্থিরা লক্ষ্মী ।

মহাবল । অর্থাৎ মহৎ বল যাহার ।

ধৃতধনুঃ । কৃতকার্য্য । কৃতপুণ্য । কৃতকর্ম্মা । ইত্যাদি

১ সূত্র।

৮ বহুব্রীহিসমাসের অর্থে পদের অন্তে ক ব্যব-হার হয় ।

১ উদাহরণ।

সমাতৃক। প্রাপ্তনৌক। পীতপয়স্ক। অধিকবয়স্ক ইত্যাদি।

২ সূত্র।

বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বস্থিত স্ত্রীলিঙ্গশব্দ প্রায় পুম্বৎ অর্থাৎ পুংলিঙ্গ সদৃশ ব্যবহারহয় অর্থাৎ আ ঈ হ্রস্ব ইত্যাদি হয়. কিন্তু উকারান্ত এবং অকভাগান্ত ও অনেক তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ পদে হয় না।

৩ সূত্র।

* ১০ বহুব্রীহিসমাসে অন্যপদের অন্তেস্থিত স্ত্রীলিঙ্গবোধক আ ঊ এবং গো শব্দের ওকার ইহারা হ্রস্ব অর্থাৎ অ উ হইয়া ব্যবহার হয়।

৩ উদাহরণ।

শীতা গো যাহার ইত্যর্থে। শীতগু।

ধৃতা মালা যাহার ইত্যর্থে। ধৃতমাল। ক্ষুদ্রকায়। কৃতনিশ্চয় ইত্যাদি। কালীতনু কৃষ্ণবর্ণ শরীর যাহার ইত্যর্থে। কালতনু। সুন্দর তনু। ক্ষুদ্রতনু ইত্যাদি।

---

* বহুব্রীহি সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ দীর্ঘ ঈকারান্ত শব্দের হ্রস্ব হয়না কিন্তু গৌণার্থে দ্বিগু সমাসে ব্যবহার হয়।

পুম্বদ্ভাবনিষেধ।

বামোরু ভার্য্যা যার ইত্যর্থে। বামোরুভার্য্য ইত্যাদি। রসিকা ভার্য্যা যার ইত্যর্থে। রসিকা ভার্য্য ইত্যাদি। ষষ্ঠী জায়া যার ইত্যর্থে। ষষ্ঠীজায় ইত্যাদি। মৈথিলী ভার্য্যা যার ইত্যর্থে। মৈথিলীভার্য্য ইত্যাদি।

৩ কর্ম্মধারয়।

১ তুল্যাধিকরণপদ ঘটিত সমাস অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণ বাচক পদদ্বয়ের অথবা বিশেষ্য রূপ বিশেষণ বাচক পদদ্বয়ের সমাসই কর্ম্মধারয় উক্ত হয়।

১ উদাহরণ।

মদ্পদ। আত্মীয়ব্যক্তি। রাজকীয়কর্ম্ম। ইত্যাদি। দষ্টধনী। উত্তমপণ্ডিত। এতদ্দেশীয়জ্ঞানী। ইত্যাদি।

২ সংজ্ঞাঘটক সঙ্খ্যাবাচক পূর্ব্বপদ হইলেও কর্ম্মধারয় হয়।

২ উদাহরণ।

সপ্তর্ষি। সপ্তজন। সপ্তকূল। ইত্যাদি।

যথা। পঞ্চখারী পরিমাণ যার ইত্যর্থে পঞ্চখারি। পঞ্চগোণি ইত্যাদি॥

৩ কর্ম্মধারয় মধ্য পদলোপী এবং অন্ত্যপদ লোপী হইয়া আর দুই প্রকার হয়।

৩ উদাহরণ।

১ মধ্য পদলোপী।

শঙ্খ তুল্য ধবল ইত্যর্থে। শঙ্খধবল।
মৃগীতুল্য চপলা ইত্যর্থে। মৃগচপলা।
কাকীতুল্যবন্ধ্যা ইত্যর্থে। কাকবন্ধ্যা ইত্যাদি।

২ অন্ত্যপদলোপী।

মুখ চন্দ্র তুল্য ইত্যর্থে। মুখচন্দ্র।
করপদ্মতুল্য ইত্যর্থে। করপদ্ম। ইত্যাদি।

১ সূত্র।

৪ কর্ম্মধারয়সমাসে অনেক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পুম্বৎ অর্থাৎ পুংলিঙ্গের সদৃশ হয়। কিন্তু অন্তেস্থিতশব্দের হয় না।

১ উদাহরণ।

পাচিকা স্ত্রী ইত্যর্থে। পাচকস্ত্রী।
পঞ্চমী ভার্য্যা ইত্যর্থে। পঞ্চমভার্য্যা। ইত্যাদি।

২ সূত্র।

২ সখা অহ রাজা এইতিন শব্দ কর্ম্মধারয়সমাসের অন্তস্থিত হইলে ইহাদের অন্ত্যস্বর স্থানে অ হয়।

২ উদাহরণ।

প্রিয় সখা । ইত্যর্থে । প্রিয়সখ । ইত্যাদি।
পরম অহ । ইত্যর্থে । পরমাহ । ইত্যাদি।
মহা রাজা । ইত্যর্থে । মহারাজ। ইত্যাদি।

৪ তৎপুরুষ।

১ দ্বিতীয়াদ্যন্ত পূর্ব্বপদক ক্বচিৎ প্রথমান্ত পূর্ব্ব পদক অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বপদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তির অন্যতম কোন বিভক্তি অথবা প্রথমা বিভক্তি থাকে তাহাকে তৎপুরুষ সমাস কহা যায়।

২ ইহাতে প্রথমান্ত পূর্ব্বপদক অর্থাৎ নঞতৎ-পুরুষ কহা যায়, ইহা অর্থভেদে ছয় প্রকার হয়। সাদৃশ্যার্থ । অভাবার্থ । অল্পার্থ । অপ্রশস্তার্থ । ভিন্নার্থ। এবং বিরোধিতার্থ। ইতি।

১ সূত্র।

৩ নিষেধার্থক নকারস্থানে ব্যঞ্জন বর্ণ পরে অকার এবং স্বরবর্ণ পরে অন্ আদেশ হয়।

১ উদাহরণ।

ন ব্রাহ্মণ ইত্যর্থে । অব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণসদৃশ ।
ন পাপ ইত্যর্থে । অপাপ । পাপশূন্য ।
ন কেশী ইত্যর্থে । অকেশী । অল্পকেশী ।
ন কাল ইত্যর্থে । অকাল । অপ্রশস্তকাল।

ন ঘট ইত্যর্থে । অঘট । ঘট ভিন্ন অর্থাৎপট ।
ন সুর ইত্যর্থে । অসুর । সুরবিরোধী ।

এবং

ন ঈশ ইত্যর্থে । অনীশ । কর্তৃহীন ।
ন ইচ্ছা ইত্যর্থে । অনিচ্ছা । ইচ্ছাশূন্য ।

দ্বিতীয়ান্ত ।

দুঃখকে আপন্ন ইত্যর্থে । দুঃখাপন্ন ।
সুখকে প্রাপ্ত ইত্যর্থে । সুখপ্রাপ্ত ইত্যাদি ।

তৃতীয়ান্ত ।

ধনদ্বারা ক্রীত ইত্যর্থে । ধনক্রীত । ইত্যাদি
অশ্বদ্বারা আগত ইত্যর্থে । অশ্বাগত । ইত্যাদি

চতুর্থ্যন্ত ।

দেবকে দত্ত ইত্যর্থে । দেবদত্ত । ইত্যাদি ।

পঞ্চম্যন্ত ।

গৃহ হইতে আগত ইত্যর্থে । গৃহাগত । ইত্যাদি

ষষ্ঠ্যন্ত ।

ক্ষিতির ঈশ্বর ইত্যর্থে । ক্ষিতীশ্বর । ইত্যাদি

সপ্তম্যন্ত ।

ধর্ম্মে রত ইত্যর্থে । ধর্ম্মরত । ইত্যাদি

৫ দ্বিগু ।

১ তুল্যাধিকরণ সঙ্খ্যা বাচক পূর্ব্ব পদক অর্থাং

বিশেষ্য বিশেষণবাচক পদদ্বয়ের পূর্ব্বপদ যদি সঙ্খ্যা বাচক হয় তবে দ্বিগু কহাযায়।

দ্বিগু ভেদ।

২ শাস্ত্র প্রসিদ্ধ দ্বিগু তিন প্রকার। সমাহারদ্বিগু। তদ্ধিতার্থ দ্বিগু, এবং উত্তরপদ দ্বিগু ইতি।

১ সমাহারদ্বিগু।

৩ সমাহার অর্থাৎ যাহাতে সমস্ত পদের পরস্পারার্থের ঐক্য ভাব বোধ হয়।

১ উদাহরণ।

স্বর্গাদি ত্রিলোকের ঐক্য ইত্যর্থে। ত্রিলোকী। ত্রি তিন ভুবনের ঐক্য ইত্যর্থে। ত্রিভুবন। ইত্যাদি

২ তদ্ধিতার্থ।

৪ তদ্ধিতার্থ অর্থাৎ যাহাতে অপত্যার্থ ষ্ণি প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় ভিন্ন অন্য তদ্ধিত প্রত্যয়ার্থ বোধহয়।

২ উদাহরণ।

পঞ্চ গো গরুদ্বারা ক্রীত ইত্যর্থে। পঞ্চগু। পঞ্চগোণি। ইত্যাদি।

দ্বি দুই অঙ্গুলি পরিমাণ যার ইত্যর্থে। দ্ব্যঙ্গুল। দ্ব্যঙ্গুলি। ত্র্যঙ্গুল। ইত্যাদি।

৩ উত্তরপদ।

৫ উত্তরপদ অর্থাৎ যাহাতে সমাসবিধ্যুক্তপদের উত্তর অন্য কোন পদ প্রযুক্ত হয়।

৩ উদাহরণ।

পঞ্চ গো গরুই ধন যার ইত্যর্থে। পঞ্চগবধন। ইত্যাদি।

অত্র মধ্যের গোশব্দের ওকার অব হইল, ইহার উত্তর পদ ধন ইতি।

ত্রিখারী পরিমাণধন যার ইত্যর্থে। ত্রিখারধন। ইত্যাদি।

৬ অব্যয়ীভাব।

১ ব্যধিকরণ পদ ঘটিত অব্যয় পূর্ব্বপদের সমাসই অব্যয়ীভাব উক্ত হয়।

১ উদাহরণ।

স্থানের বাহঃ ইত্যর্থে। বহিঃ স্থান ইত্যাদি।

*২ এবং সাদৃশ্য সামীপ্য বীপ্সা সাকল্য যোগ্যতা পশ্চাদর্থ অনতিক্রম অভাবার্থ ইত্যাদ্যর্থে বিশেষ্য বিশেষণতাশূন্য অব্যয় পূর্ব্বপদের সমাস ইত্যর্থ।

---

* অব্যয়ীভাবসমাসে অন্তেস্থিত অব্যয় শব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। এবং সহ শব্দের স্থানে স আদেশ হয়।

২ উদাহরণ।

হরির সদৃশ ইত্যর্থে। সহরি। ইত্যাদি
বনের সমীপ ইত্যর্থে। উপবন। ইত্যাদি
দিন২ প্রতি ইত্যর্থে। প্রতিদিন। ইত্যাদি
তৃণের সহিত সকল ইত্যর্থে। সতৃণ। ইত্যাদি
রূপের যোগ্য ইত্যর্থে। অনুরূপ। ইত্যাদি
শিবের পশ্চাৎ ইত্যর্থে। অনুশিব। ইত্যাদি
শক্তির অনতিক্রম ইত্যর্থে। যথাশক্তি। ইত্যাদি
পাপের অভাব ইত্যর্থে। অপাপ। ইত্যাদি
অক্ষির সমীপ ইত্যর্থে। সমক্ষ, প্রত্যক্ষ। ইত্যাদি

এই সমাসে সমুদায় পদই ক্লীবলিঙ্গ হয়, এবং অনেক পদও ক্রিয়াবিশেষণ হইয়া ব্যবহার হয়।

যেমন। আমি প্রতিদিন প্রত্যক্ষে আপনার কর্ম্ম যথাশক্তি নির্ব্বাহ করিতেছি ইত্যাদি।

অথ তদ্ধিত প্রকরণ।

তদ্ধিত।

১ তদ্ধিত অর্থাৎ যাহাতে বিশেষ২ প্রয়োজনানুসারে বিশেষ২ প্রত্যয়দ্বারা শব্দের বিশেষ২ অর্থ প্রতিপন্ন করায়।

১ তত্র প্রথম সূত্র।

২ প্রয়োজনানুসারে শব্দের উত্তর অপত্যার্থে। ষ্ণি। ষ্ণেয়। ষ্ণ্য। ষ্ণায়ন। ষ্ণিক। ষ্ণ। এবং ণীয়। এই সকল প্রত্যয় ব্যবহার হয়।

* ৩ যাহাতে বংশের পতন না হয় তাহাকেই অপত্য কহাযায় অর্থাৎ কন্যা পুত্র পৌত্রাদি তদর্থে অপত্যার্থ ইত্যর্থ। এবং ঐ সকল প্রত্যয়ের ষ এবং ণ ইৎ হয় অর্থাৎ থাকেন। তদ্ভিন্ন বর্ণই প্রত্যয় রূপে ব্যবহার হয়।

যেমন। ফিঞ। ঢেয়। ষ্য। ষ্ণায়ন। ষ্ণিক। ষ্ণ। ণীয়।
ই। এয়। য়। আয়ন। ইক। অ। ঈয়।

২ সূত্র।

৪ ণকারেৎ প্রত্যয় পরে শব্দের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয়, এবং আদ্য ই উ স্বর স্থানে জাত য ব বর্ণদ্বয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে ই এবং উ হয় অর্থাৎ যকারের পূর্ব্বে ই এবং বকারের পূর্ব্বে উ হয়।

৩ সূত্র।

৫ তদ্ধিত প্রত্যয়ের য এবং স্বর পরে অন্ত্য অবর্ণ ইবর্ণ এবং নকারের লোপ হয়, এবং উবর্ণ স্থানে ওকার হয়।

---

* অত্র তদ্ধিত প্রত্যয়ের ষকারেৎ হইলে স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার যোগ হয়, এবং বহুব্রীহি সমাসে সেই ঈকারের পুম্ভাব হয় না॥ যথা॥ মৈথিলী ভার্য্যা যার ইত্যর্থে। মৈথিলীভার্য্য। ইত্যাদি॥

এবং ণকারেৎ দ্বারা আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয় মাত্র॥ যথা। বিষ্ণু। ষ্ণ। বৈষ্ণব। ইত্যাদি॥

৪ সূত্র ।

৬ ও এবং ঔকারের পর প্রত্যয়ের যকার স্বর সদৃশ কার্য্যকর হয় অর্থাৎ স্বর সন্ধি নিয়মানুসারে তদ্ধিতের যকার পরে ওকার স্থানে অব্ এবং ঔকারের স্থানে আব্ আদেশ হয়।

উদাহরণ।

পূর্ব্বশব্দ ।	প্রত্যয়।	সিদ্ধপদ।	তদর্থ।
অগ্নিশর্ম্মন্।	ষিঃ	আগ্নিশর্ম্মি।	অগ্নিশর্ম্মারপুত্র
অত্রি।	ষ্ণেয়	আত্রেয়।	অত্রিপুত্র।
বভ্রু।	ষ্ণ্য।	বাভ্রব্য।	বভ্রু সন্তান।
দক্ষ।	ষ্ণায়ন।	দাক্ষায়ণী।	দক্ষপুত্রী।
রেবতী।	ষ্ণিক।	রৈবতিক।	রেবতীপুত্র।
যদু।	ষ্ণ।	যাদব।	যদুকুলসন্তান।
মাতৃস্বসৃ।	ণীয়।	মাতৃস্বস্রীয়।	মাতৃস্বসৃপুত্র।

৫ সূত্র।

৭ কারকার্থ পদের উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যের এবং কর্ম্মণিবাচ্যের অর্থে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যয় সকল এবং ষ্ণীক কণ। ণীন। ইয়। ইত্যাদি প্রত্যয় হয়।

প্রত্যয় রূপান্তর।

ষ্ণীক। কণ। ণীন। ইয় । এবং ষ্ণিষ্ণেয়াদি

ঈক। ক । ঈন । ইয়।

এই লক্ষণে ণকারেৎ কার্য্য অর্থাৎ পূর্ব্বস্বরের বৃদ্ধি ইচ্ছামতে হয় অর্থাৎ সর্ব্বত্র হয় না ।

উদাহরণ।

পূর্ব্বশব্দ।	প্রত্যয়।	সিদ্ধপদ।	তদর্থ।
তর্ক	ষ্ণিক	তার্কিক	যে তর্ক জানে।
ব্যাকরণ	ষ্ণ	বৈয়াকরণ	যে ব্যাকরণ জানে। বা পাঠকরে।
শক্তি	ষ্ণীক	শাক্তীক	যে শক্তিদ্বারা যুদ্ধকরে
গ্রাম	ণীন	গ্রামীন	যে গ্রামে জন্মে।
যজ্ঞ	ইয়	যাজ্ঞিয়	যে যজ্ঞের হিতকারি।
ইহ	ষ্ণিক	ঐহিক	ইহকালে সঞ্চিত।
পরত্র	ষ্ণিক	পারত্রিক।	পরকালে জাত।
নগর	ষ্ণ	নাগর	নগরে জাত।
অহন্	ষ্ণিক	আহ্নিক	দিবাকৃত্য।
মথুরা	ষ্ণ	মাথুর	মথুরা হইতে আগত।

ইত্যাদি।

৬ সূত্র।

৮ বিকারার্থ সমূহার্থ সম্বন্ধার্থ স্বার্থ ইত্যাদ্যর্থে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যয় সকল হয়।

অর্থাৎ। ষ্ণি। ষ্ণেয়। ষ্ণ্য। ষ্ণায়ন। ষ্ণিক। ণীয় ষ্ণীক ষ্ণ। কণ। ণীন। ইয়। এই সকল প্রত্যয় সর্ব্বত্র হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

পূর্ব্বশব্দ।	প্রত্যয়।	সিদ্ধপদ।	তদর্থ।
হেমন্।	ষ্ণি।	হৈমি।	স্বর্ণবিকৃতদ্রব্য।
অগ্নি।	ষ্ণেয়।	আগ্নেয়।	অগ্নিবিকৃত।
রাজন্।	ষ্ণ্য।	রাজন্য।	রাজসমূহ।
দেশ।	ষ্ণিক।	দৈশিক।	দেশসম্বন্ধী।
গুরু।	ষ্ণ।	গৌরব।	গুরুত্ব।
দেশ।	ণীয়।	দেশীয়।	দেশসম্বন্ধীয়।
রাজন্।	ক।	রাজক।	রাজসমূহ।
ত্রিলোকী।	ষ্ণ্য।	ত্রৈলোক্য।	ত্রিলোকী।
শিব।	ষ্ণ।	শৈব।	শিব দেবতা যার।
শক্তি।	ষ্ণেয়।	শাক্তেয়।	শক্তি দেবতা যার।

৭ সূত্র।

* ৯ ভাবার্থে ত্ব এবং তা হয়।

উদাহরণ।

ভদ্র।	ত্ব।	ভদ্রত্ব।	ভদ্রের ভাব।
সাধু।	তা।	সাধুতা।	সাধুর ভাব।

---

* ত্ব প্রত্যয়ান্ত ক্লীব লিঙ্গ এবং তাপ্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

৮ সূত্র।

১০ বিশিষ্টার্থে মতু হয়। এবং উকার লোপে মৎ ভাগ থাকে।

উদাহরণ।

শ্রী	মৎ	শ্রীমান্	শ্রীবিশিষ্ট।
বুদ্ধি	মৎ	বুদ্ধিমান্	বুদ্ধিবিশিষ্ট।

৯ সূত্র।

১১ মকারান্ত অবন্তান্ত এবং বর্গাদ্য চতুষ্টয় বন্তান্ত শব্দের উত্তর এবং যে শব্দের অন্ত্যাক্ষরের পূর্ব্বে মকার অথবা অবস্ত থাকে তাহার উত্তর বিশিষ্টার্থে বতু হয়, তাহার উকার লোপে বৎ ভাগ থাকে।

উদাহরণ।

পূর্ব্বশব্দ	প্রত্যয়	সিদ্ধপদ	তদর্থ।
কিং	বৎ	কিম্বান্	কিম্বিশিষ্ট।
জ্ঞান	বৎ	জ্ঞানবান্	জ্ঞানবিশিষ্ট।
বিদ্যা	বৎ	বিদ্যাবান্	বিদ্যাবিশিষ্ট।
বিদ্যুৎ	বৎ	বিদ্যুত্বান্	বিদ্যুদ্বিশিষ্ট।
লক্ষ্মী	বৎ	লক্ষ্মীবান্	লক্ষ্মীবিশিষ্ট।
যশস্	বৎ	যশস্বান্	যশোবিশিষ্ট।
ভাস্	বৎ	ভাস্বান্	ভাস্যুক্ত।

১০ সূত্র।

১২ স্রজ্ মেধা মায়া এবং অস্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর বিশিষ্টার্থে বিকল্পে বিন্ হয়। কিন্তু ইন্ভাগান্ত শ-ব্দের ন্যায় পুংলিঙ্গাদিভেদে ব্যবহার হয়।

উদাহরণ।

স্রজ্	বিন্	স্রগ্বী	মালাবিশিষ্ট।
মেধা	বিন্	মেধাবী	মেধাবিশিষ্ট।
মায়া	বিন্	মায়াবী	মায়াবিশিষ্ট।
তেজস্	বিন্	তেজস্বী	তেজোবিশিষ্ট।

এবং বিকল্পে যথা।

স্রজ্	বৎ	স্রগ্বান্।
মেধা	বৎ	মেধাবান্।

১১ সূত্র।

১৩ দ্বি বহু স্বর যুক্ত অবন্তান্ত শব্দের উত্তর বিশি-ষ্টার্থে ইন্ প্রত্যয় হয়।

উদাহরণ।

জ্ঞান	ইন্	জ্ঞানী	জ্ঞানবিশিষ্ট।
শিখা	ইন্	শিখী	শিখাবিশিষ্ট।

১২ সূত্র।

১৪ সংখ্যাবাচক শব্দের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণেরস্থানে পূরণার্থে অট হয় কিন্তু টকারলোপে অকারমাত্র যুক্ত হয়।

উদাহরণ।

একাদশন্‌	অ	একাদশ	
দ্বাদশন্‌	অ	দ্বাদশ	ইত্যাদি।

১২ সূত্র।

১৪ অন্য সঙ্খ্যাবাচক পূর্ব্বে না থাকে এমত নান্ত সঙ্খ্যাবাচক শব্দের উত্তর পূরণার্থে মট এবং ষষ্ট্যা-দি শব্দের উত্তর তমট হয়। টকার লোপে ম এবং তম ভাগ থাকে।

উদাহরণ।

* পঞ্চন্‌	ম	পঞ্চম	
সপ্তন্‌	ম	সপ্তম	
অষ্টন্‌	ম	অষ্টম	ইত্যাদি।
ষষ্টি	তম	ষষ্টিতম	
সপ্ততি	তম	সপ্ততিতম	ইত্যাদি।

অন্যত্র।

একষষ্টি	অ	একষষ্ট	
দ্বাষষ্টি	অ	দ্বাষষ্ট	ইত্যাদি।

১৩ সূত্র।

১৫ চতুর্‌ এবং ষষ্‌ শব্দের উত্তর পূরণার্থে থট হয়, টকার লোপে থ থাকে।

---

* অত্র ম পরে নকার লোপ হইল।

উদাহরণ।

চতুর্ । থ । চতুর্থ ।
ষষ্ । থ । ষষ্ঠ । ইত্যাদি।

১৪ সূত্র।

১৬ সঙ্খ্যাবাচক শব্দের উত্তর প্রকারার্থে ধা হয়। এবং অবয়বার্থে তয়ট এবং দ্বি ও ত্রি শব্দের ইকার স্থানে অয় হয়। টকারলোপে তয় থাকে।

উদাহরণ।

দ্বি । ধা । দ্বিধা । দ্বিপ্রকার ইত্যর্থ।
ত্রি । ধা । ত্রিধা । ত্রিপ্রকার ইত্যর্থ।
ত্রি । তয় । ত্রিতয় । ত্র্যবয়ব ইত্যর্থ।
চতুর। তয় । চতুষ্টয় । চতুরবয়ব ইত্যর্থ।
দ্বি । অয় । দ্বয় । দ্ব্যবয়ব ইত্যর্থ।
ত্রি । অয় । ত্রয় । ত্র্যবয়ব ইত্যর্থ।

১৫ সূত্র।

১৭ বিশেষণবাচক পদের উত্তর উভয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষার্থে তর প্রত্যয় হয় এবং অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষার্থে তম প্রত্যয় হয়।

উদাহরণ।

শুভ্র । তর । শুভ্রতর ।
শুভ্র । তম । শুভ্রতম ।

১৬ সূত্র।

১৮ গুণবাচক পদের উত্তর পূর্ব্বার্থে ইষ্ঠ এবং ঈয়সু এবং ভাবার্থে ইমন্ প্রত্যয় হয়, এবং ইহাতে পদের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয় ও ঈয়সুর উকার লোপে ঈয়স্ ভাগ থাকে।

উদাহরণ।

লঘু।	ইষ্ঠ।	লঘিষ্ঠ।	
* লঘু।	ঈয়সু।	লঘীয়ান্।	
+ লঘু।	ইমন্	লঘিমা।	
মৃদু।	ইমন্।	মৃদিমা।	ইত্যাদি।

১৭ সূত্র।

১৯ অল্পার্থে এবং বহ্বর্থে শস্ হয়।

ভূরি।	শস্।	ভূরিশঃ।	
অল্প।	শস্।	অল্পশঃ।	
ক্রম।	শস্।	ক্রমশঃ।	
স্তোক।	শস্।	স্তোকশঃ।	ইত্যাদি।

---

* অত্র অন্ত্য সস্থানে ন এবং নকার পরে অকারস্থানে আকার হইল। কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে লঘীয়সী ইত্যাদি।

+ অত্র নকার লুপ্ত হইল ও অকারের বৃদ্ধি আকার হইল।

১৮ সূত্র।

২০ তাদাত্ম্যার্থে ময়ট্। টকারেৎ হয়।

উদাহরণ।

বিষ্ণু। ময়। বিষ্ণুময়। বিষ্ণ্বাত্মক ইত্যর্থ।

বাক্। ময়। বাঙ্ময়। বাক্যাত্মক ইত্যর্থ।

১৯ সূত্র।

২১ পদের উত্তর বিভক্তিস্থানে তস্ প্রত্যয় হয়।

উদাহরণ।

সর্ব্ব। তস্। সর্ব্বতঃ।
উভয়। তস্। উভয়তঃ।
স্ব। তস্। স্বতঃ।
পর। তস্। পরতঃ। ইত্যাদি।

২০সূত্র।

২২ সাম্যার্থে অব্যয় বৎ শব্দ যুক্ত হয়।

উদাহরণ।

পূর্ব্ব। বৎ। পূর্ব্ববৎ।
তদ্। বৎ। তদ্বৎ তত্তুল্য ইত্যর্থ ইত্যাদি

২১ সূত্র।

২৩ উৎপন্নার্থে শব্দের অন্ত্য অকারস্থানে ইত প্রত্যয় হয়।

উদাহরণ।

ফল। ইত। ফলিত। ফল যার জন্মিয়াছে।

২২ সূত্র।

২৪ অনেক সর্ব্ব নাম শব্দের উত্তর এবং বহু শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তিস্থানে ত্র হয় এবং প্রকারার্থে থা হয়।

উদাহরণ।

সর্ব্ব । ত্র । সর্ব্বত্র ।
সর্ব্ব । থা । সর্ব্বথা । সর্ব্বপ্রকার ইত্যর্থ ।
অন্য । ত্র । অন্যত্র ।
অন্য । থা । অন্যথা । অন্য প্রকার ইত্যর্থ ।
উভয় । থা । উভয়থা।
বহু । ত্র । বহুত্র । ইত্যাদি।
তদ্ । ত্র । তত্র ।
যদ্ । ত্র । যত্র ।

২৩ সূত্র।

২৫ কতকগুলি শব্দ পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে প্রত্যয়গত না হইয়া ব্যবহারাধীন নিষ্পন্ন হয় ।

উদাহরণ।

পূর্ব্বশব্দ। সিদ্ধপদ। তদর্থ ।
কিম্ । কুতঃ । কোথা হইতে ইত্যর্থ ।
কিম্ । কু । কুত্র। কোথায় ইত্যর্থ।
ইদম্ । ইতঃ । ইহা হইতে ইত্যর্থ।

ইদম্।	ইহ।	এখানে ইহাতে ইত্যর্থ।
এতদ্।	অতঃ।	ইহাহইতে ইত্যর্থ।
।	অত্র।	ইহাতে ইত্যর্থ।
ইদম্।	ইদানীং।	এক্ষণে ইত্যর্থ।
সর্ব্ব।	সর্ব্বদা।	সদা। সর্ব্বকালে ইত্যর্থ।
যদ্।	যদা।	যেকালে ইত্যর্থ।
তদ্।	তদা।	তদানীং৷ তৎকালেইত্যর্থ
পুর।	পুরস্তাৎ।	পুরঃ। অগ্রে ইত্যর্থ।
অধঃ।	অধস্তাৎ।	অধঃ। নীচে ইত্যর্থ।
পর।	পরস্তাৎ।	পরে ইত্যর্থ।
ইদম্।	অদ্য।	আজি ইত্যর্থ।
সমান।	সদ্যঃ।	সমদিনে ইত্যর্থ।
কিম্।	কদা।	কদাচিৎ। কদাচ ইত্যর্থ।

২৪ ত্র।

২৬ অদ্যাদি দক্ষিণাদি আদ্যাদি শব্দের উত্তর ভবাদ্যর্থে। তন। ত্য। ম। এই প্রত্যয় সকল ক্রমে হয়, ভব উৎপত্তি ইত্যর্থ।

উত্তর ক্রমে।

অর্থাৎ অদ্যাদি। তন।

দক্ষিণাদি। ত্য।

আদ্যাদি। ম।

অত্র ত্য প্রত্যয় পরে আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয়।

উদাহরণ।

অদ্যাদি।

অদ্য ।	তন ।	অদ্যতন ।	আজিভব ইত্যর্থ।
হ্যস্ ।	তন ।	হ্যস্তন ।	
সদা ।	তন ।	সদাতন ।	
সনা ।	তন ।	সনাতন ।	ইত্যাদি।

দক্ষিণাদি।

দক্ষিণ ।	ত্য ।	দাক্ষিণাত্য ।	দক্ষিণেভব ইত্যর্থ।
*পশ্চাৎ ।	ত্য ।	পাশ্চাত্ত্য ।	ইত্যাদি।

আদ্যাদি।

আদি ।	ম ।	আদিম ।	আদিভব ইত্যর্থ।
মধ্য ।	ম ।	মধ্যম ।	
চর ।	ম ।	চরম ।	
*অন্ত ।	ম ।	অন্তিম ।	ইত্যাদি।

২৫ সূত্র।

২৭ ইষ্ঠ ঈয়সু প্রত্যয় পরে মতু। বতু। বিন্। তৃ ইত্যাদি প্রত্যয়ের লোপ হয়।

---

* অন্তিম অগ্রিম পশ্চিম ইহাদের অন্ত্য অ আ স্থানে (ই) হয় পশ্চাৎ শব্দের তকারের লোপ হয়।

উদাহরণ।

মতিমৎ।	ইষ্ঠ।	মতিষ্ঠ।
মেধাবিন্।	ইষ্ঠ।	মেধিষ্ঠ।
কর্তৃ।	ইষ্ঠ।	করিষ্ঠ। ইত্যাদি।

ইতি তদ্ধিত প্রকরণ সমাপ্ত হইল।

অথ কৃদন্ত প্রকরণ।

১ কৃৎ প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্ত্যস্বর এবং অন্ত্য ব-র্ণের পূর্ব্বস্থিত হ্রস্ব স্বরের গুণ হয়, ও ণকারেৎ এবং ঞকারেৎ প্রত্যয় পরে ধাতুর কেবল অন্ত্যস্বরের বৃদ্ধি হয়। ও ঘকারেৎ প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্ত্য চ, জ, স্থা-নে ক,গ, হয়, এবং পকারেৎপ্রত্যয় পরে ধাতুর অন্ত্য হ্রস্ব স্বরের উত্তর তকার আদেশ হয়।

২ সংস্কৃত প্রসিদ্ধ জ্ঞ, ভূ, শী, প্রভৃতি ধাতুর উত্তর কর্ম্মণিবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে ভবিষ্যদর্থে তব্য। অনী য়। য। ঘ্যণ। ক্যপ। প্রত্যয় হয়।

৩ কর্ত্তরিবাচ্যে যোগ্যবর্ত্তমানার্থে তৃ,ণক, ণিন্,প্র ত্যয় হইয়া থাকে।

৪ কর্ত্তৃভিন্ন কারকবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে ঘঞ। আ অনট। প্রত্যয় হয়।

কৃদন্ত প্রকরণ।

৫ এবং ভাববাচ্যে তি, ও কর্ম্মণি বাচ্যে ভাববাচ্যে ত প্রত্যয় হয়। এই দুই প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্ত্য নকারাদি বর্ণের লোপ হয়। এবং গুণ বৃদ্ধি হয় না।

৬ বর্ত্তমানার্থে কর্ত্তরিবাচ্যে অতৃ, এবং কর্ত্তৃ বাচ্যে ও কর্ম্মণিবাচ্যে আন, প্রত্যয় হয় আনপরে ধাতুর উত্তর কর্ত্তরিবাচ্যে, ম, এবং কর্ম্মণিবাচ্যে ম, এবং ম পরে য আদেশ হয়।

৭ এই সকল প্রত্যয়ের। ঘ। ক। প। ণ। ঞ। ট। শ্ব। ইৎ যায় অর্থাৎ এই সকল বর্ণ থাকেনা। তাহাতে ঘ ইৎ গিয়া চ। জ। স্থানে ক। গ। হয়। কইৎ গিয়া গুণ। বৃদ্ধি হয় না। পইৎ গিয়া। ত আদেশ হয়। ণ। ঞ। ইৎ গিয়া বৃদ্ধি হয়। ট। শ্ব। ইৎ গিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঈকার যোগ হয়।

উদাহরণ।

ধাতু।	প্রত্যয় ।	সিদ্ধপদ ।	
	। তব্য ।	কর্ত্তব্য ।	ইত্যাদি
কৃ	। অনীয় ।	করণীয় ।	
ভূ	। য ।	ভব্য ।	
কৃ	। ঘ্যণ ।	কার্য্য ।	
কৃ	। ক্যপ ।	কৃত্য ।	

এই সকল কর্ম্মণিবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে হয়।

কৃদন্ত প্রকরণ।

কর্ত্তরিবাচ্যে।

ধাতু	প্রত্যয়	সিদ্ধপদ	
কৃ	তৃ	কর্ত্তা	ইত্যাদি।
কৃ	ণক	কারক	
কৃ	ণিন্	কারী	ইত্যাদি।

ভাববাচ্যে।

কৃ	ঘঞ	কার	
কৃ	অ	কর	
কৃ	অনট	করণ	

ভাববাচ্যে।

কৃ	তি	কৃতি	

কর্ম্মণিবাচ্যে

কৃ	ত	কৃত	

কর্ত্তরিবাচ্যে।

পচ	অতৃ	পচৎ	
পচ	আন	পচমান	

কর্ম্মণিবাচ্যে।

কৃ	আন	ক্রিয়মাণ	ইত্যাদি।

ঘকারেৎ যথা।

বচ	ঘ্যণ	বাক্য	বাচ্য

কৃদন্ত প্রকরণ।

পচ	ঘঞ	পাক	
ভুজ	ঐ	ভোগ	
ভুজ	ঘ্যণ	ভোগ্য	ইত্যাদি।

পকারেৎ যথা।

কৃ	ক্যপ	কৃত্য	
নৃত	ঐ	নৃত্য	ইত্যাদি।

ট ঋকারেৎ যথা।

স্ত্রীলিঙ্গে।

ভূষ	অনট	ভূষণী	
পচ	অতৃ	পচন্তী	ইত্যাদি।

নকারাদির লোপ যথা।

মন	ত	মত	
গম	ত	গত	
মন	ক্তি	মতি	
গম	ক্তি	গতি	ইত্যাদি।

৮ এবং তব্য, তৃ, ত, এই তিন প্রত্যয় পরে কোন২ ধাতুর উত্তর ইকার আদেশ হয়। এবং কোন ধাতুর উত্তর কোন২ স্থানে হয় না। ও কোন২ স্থানে হয়, এবং ঐ ইকার পরে পূর্ব্বে গুণও হয়।

কৃদন্তপ্রকরণ।

উদাহরণ। যথা।

ভূ ।	তব্য ।	ভবিতব্য ।
ভূ ।	তৃ ।	ভবিতা ।

ইকার হয়না যথা।

ভূ ।	ত ।	ভূত ।	
পূজ ।	তব্য ;	পূজিতব্য ।	
পূজ ।	তৃ ।	পূজিতা ।	
পূজ ।	ত ।	পূজিত ।	ইত্যাদি।

ঘ্যণ । ক্যপ । য । ণিন্ । প্রত্যয় সকল সকলধাতুর উত্তর হয় না, অর্থাৎ কোন২ স্থানে হয়,এবং কোন২ স্থানে হয় না।

রচনা প্রকরণ।

রচনা অর্থাৎ পদসমূহের অথবা বাক্যসমূহের বিন্যাস বিশেষ মাত্র।

তত্র পদনির্দ্দেশ।

১ বস্তু সমূহ সংযোগবিশেষে বিশেষার্থ প্রতিপাদকতাহেতুক প্রয়োগার্হ হইয়া পদসংজ্ঞা প্রাপ্তহয়।

বাক্যনির্দ্দেশ।

২ পরস্পরার্থান্বিত পদ সমুদায় তাৎপর্য্য বোধক হইলে তাহাকে বাক্য কহা যায়।

রচনা প্রকরণ।

৩ ঐ বাক্য ন্যূনসংখ্যায় কর্ত্তা ও ক্রিয়াপদ ব্যতীত সংলগ্নার্থ হয় না অতএব ইহাতে এই উভয় পদের অপেক্ষা অবশ্যই থাকিবে তবে তাৎপর্য্য বিশেষে যত পদ অধিক হউক।

বাক্যভেদ।

৪ বাক্য গদ্য পদ্য ভেদে দুই প্রকার নির্দ্ধারিত হয়।

গদ্যনির্দ্দেশ।

১ ঐ বাক্য সমুদায় অর্থানুসারে ছন্দো বিহিত নিয়মব্যতীত রচনার নিয়মানুসারে ব্যবহৃত হইলে গদ্য কহা যায়।

গদ্য রচনার রীতি।

১ গদ্য রচনাতে প্রথমতঃ কর্ত্তাপদ, এবং সর্ব্বান্তে সমাপিকা ক্রিয়াপদ নিবিষ্ট হয় এবং বিশেষণপদ সংজ্ঞা পদের পূর্ব্বে ও কর্ম্মপদ সকর্ম্মক ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে ও অসমাপিকাক্রিয়াপদ সমাপিকাক্রিয়াপদের পূর্ব্বে এবং ষষ্ঠ্যন্তপদ অন্যসম্বন্ধিপদ অথবা নির্দ্ধারণার্থাদিপদের পূর্ব্বে থাকে। কিন্তু যদি বিশেষণপদ বিধেয়তারূপে নির্দ্দেশ্য হয় তবে বিশেষ্য পদের পরে প্রযুক্ত হয় এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সকল পদ অর্থ বিশেষে বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে কর্ত্তৃপদের

এবং সমাপিকা ক্রিয়াপদের মধ্যস্থানে যথা সংলগ্ন নিবিষ্ট হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

তত্র কেবল কর্ত্তা এবং ক্রিয়া।

রামহরি জাগিয়াছেন, এবং হলধর শুইলেন ইত্যাদি।

কর্ত্তা ও কর্ম্মযুক্ত ক্রিয়া।

হরিহর আমারদিগকে কহিলেন এবং সদুপদেশ দিলেন ইত্যাদি।

বিশেষণযুক্তকর্ত্তা ও কর্ম্মযুক্তক্রিয়া।

এক সভ্যব্যক্তি আমাকে সদুপদেশ সবিশেষ কহিতেছিলেন কিন্তু অন্য এক ব্যক্তি তাঁহাকে নিষেধ করিলেন ইত্যাদি।

অসমাপিকাযুক্ত সমাপিকা।

তিনি তাবদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অনেক মঙ্গলচেষ্টা করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ্যন্তপদযুক্ত কর্তৃক্রিয়াদি।

তিনি আমার পুত্রের বিবাহের পর স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব তাঁহার নিকটে আপনি তাবদ্বৃত্তান্ত অবগত হইবেন ইত্যাদি।

রচনাপ্রকরণ।

বিধেয়তারূপ বিশেষণ।

বর্ত্তমান রাজ্যাধিকারী অতি বিজ্ঞ ও প্রজাপ্রতি-পালক ও সদসদ্বিবেচক অতএব এক্ষণে দেশের মঙ্গল সম্ভাবনা।

নানাপদের সঙ্কলন।

তিনি আপন ভদ্রতা প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় চেষ্টাদ্বারা বাটী হইতে তাঁহাকে তত্র আনাইয়া শিক্ষালয়ে শিক্ষা প্রদানার্থে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তত্রস্থ মহাশয়েরাও তাহার প্রতি কৃপা করিয়া তদুপদেশ দানে এবং পুরস্কার প্রদানে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রকারান্তর।

এক্ষণকার শ্রীযুক্ত অধ্যক্ষ মহাশয়, এক্ষণে সতত বিজ্ঞ স্বজনজনাবৃত সদালাপরত নিন্দিতকর্ম্ম বিরত হইয়া যাদৃশ বিশিষ্ট শিষ্ট মধ্যে গণ্য হইয়াছেন পূর্ব্বে কিন্তু তদ্রূপছিলেন না, তাহা পূর্ব্বকৃত কার্য্যানুসন্ধান দ্বারাই অনুভব সিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইত্যাদি।

পদ্য প্রকরণ।

পদ্য নির্দ্দেশ।

২ বাক্য ছন্দোরীত্যনুসারে ছন্দোযুক্ত হইলে তা-

পদ্য প্রকরণ।

যাকে পদ্য কহা যায়। এবং ঐ পদ্য প্রকার ভেদে পয়ার ত্রিপদী চৌপদী তোটক প্রভৃতি অনেক প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু কর্ত্রাদি কোন পদের নির্দ্ধারিত স্থান নিয়মিত হয় না কেবল ছন্দোনুরোধে যেকোন স্থানে নিবেশ মাত্র হয় ইতি।

পদ্যরচনারীতি।

ছন্দোবিহিত বাক্য সমুদায় দুই প্রধান২ অংশে মিলিত হইলে এক প্রধান পদ্য হয়। ঐ অংশদ্বয়পদ বা পাদ অথবা চরণ বলিয়া বিখ্যাত। তাহাতেপদ্য বিশেষে ঐপদদ্বয় মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপেও কতিপয় পদ ব্যবহারকরাযায়। কিন্তু প্রত্যেকপদে অথবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গপদে অন্ত্যাক্ষরে ঐক্য বা মিলন অর্থাৎএকজাতীয়স্বর অথবা স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয়। ঐ পদ্য সমুদায়কতিপয় প্রধান প্রচলিত নামে চলিত হইয়া আসিতেছেএবং তাহাতে যেরূপ বর্ণাবলীযুক্ত পদাবলী। তাহাদের স্বর সুর সম্বলিত প্রয়োগহেতুক স্থানেং প্রভেদ প্রকাশ পায়, তাহাতে সন্দেহ করিয়া ভেদ স্বীকার করা যায় না।

প্রচলিত পদ্য সমুদায়ের নাম।

পয়ার, ত্রিপদী, ভঙ্গত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, চতুষ্পদী,

পদ্যপ্রকরণ।

তোটক, একাবলী, মালঝাঁপ, চামরছন্দঃ, পঞ্চচামরছন্দঃ, ভুজঙ্গপ্রয়াত, ইত্যাদি।

এই সকল ছন্দের যেরূপ নিয়ম ছন্দোগ্রন্থরীত্যনুসারে তত্তন্নিয়ম সম্বলিত তত্তচ্ছন্দে তত্তচ্ছন্দের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা গেল। মনোযোগপূর্ব্বক বিশেষাবধারণকরিলে ইহার বিশেষ বিশেষাবগতি হইবে।

তত্র প্রথমতঃ পয়ারছন্দে পয়ারলক্ষণ।

পয়ারে কেবল দুই পদ ব্যবহার। প্রতিপদে বর্ণচতুর্দ্দশ মাত্রতার॥ হলন্তাদি শব্দভেদে হইলে ব্যত্যয়। স্বরভেদে সেই ভেদ তাহে নাহি ভয়॥

ইহার উদাহরণ।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাঁর নামে হয়।
তাঁরে আমি দেখিব কেমনে মনে লয়॥

যমক পয়ার লক্ষণ।

কহি যমক পয়ার২। আদি পদে অষ্ট২ স্পষ্টরূপযার॥

উদাহরণ।

শুনি চমকিত লোক২।
কহিছে ভারত তার গোটাকত শ্লোক॥

পদ্য প্রকরণ।

অন্ত্যযমক পয়ার লক্ষণ।

অন্তিম যমক যদি কর কোন ঠাঁই। করিবে সমান পদ অন্ত্য পদ ঠাঁই ॥

উদাহরণ।

জিজ্ঞাসিলে বলে আমি কর্ত্তাহই হই।
এইরূপে মর্ত্ত্যে লোক করে হই হই ॥

লঘুত্রিপদী লক্ষণ।

বর্ণ ছয় ছয়, দুই অঙ্গে হয়, অষ্ট বর্ণ যদি শেষ।
প্রতি পদে যায়, এই ব্যবহার, নাম ত্রিপদে বিশেষ॥
কোথাও ললিত, খর্ব্ব কদাচিত, লঘু নাম কেহ বলে।
স্বরভেদে ভেদ, কোথাও অভেদ, ভ্রমে ভুলনা সকলে॥

উদাহরণ।

এ সুখ যামিনী, এনব কামিনী, আমি এ নব যুবক।
এ রস ছাড়িয়া, পূজায়ে বসিয়া, ধ্যানে রব যেন বক॥

হ্রস্ব ভঙ্গ ত্রিপদী লক্ষণ॥

হ্রস্ব ভঙ্গ ত্রিপদীর, ভেদ কহে যত ধীর। বর্ণ আট২ আট, দুই খণ্ডে পাঠ, প্রথম চরণে স্থির ॥

উদাহরণ।

কোটাল কহে এ নয়, দোঁহারে থাকিতে হয়।
রাজারনিকটে, যাহারে যা ঘটে, ভারত উচিতকয়॥

দীর্ঘ ত্রিপদী লক্ষণ ॥

দুইভাগে বস্তু অষ্ট, শেষ ভাগে দশস্পষ্ট, ত্রিপদে ত্রিপদী দীর্ঘ কয়। স্বরভেদে যদি হয়, বস্তুসখ্যা বিপর্য্যয়, তাহাতে জানিহ নাহি ভয় ॥

উদাহরণ।

হইয়া বিরস মন, লয়ে গুহ গজানন, হিমালয়ে চলিলা অভয়া। ভারত বিনয়েকয়,এমত উচিত নয়, নিষেধ করিয়া কহে জয়া ॥

দীর্ঘ ভঙ্গ ত্রিপদী লক্ষণ॥

আদি পদে দুই পদহয়, বস্তুভেদে কিছু নাহি ভয়। দশ দশ কুড়ি বস্তু, আদি পদে কর পূস্তু, অন্তে... ত্রিপদী সমুদয় ॥ ভঙ্গ দীর্ঘত্রিপদীতোকয়, যাহা... প্রথমে ভঙ্গ হয়। স্বরে সুরে উচ্চারণ, করি বুঝ ... জন, আদি পদে ত্রিপদী ব্যত্যয় ॥

উদাহরণ।

প্রভু মোর গুণের সাগর, রসময় রূপের নাগর রসিকের শিরোমণি, বিলাস ধনের ধনী, নৃত্য গীত বাদ্যের আকর ॥

চতুষ্পদী লক্ষণ॥

চৌপদী চৌপদে, প্রতি পদে পদে, বস্তু ছয় বা... করিয়া যতন। ত্রিভাগে তাহার, বস্তু একাকার, ...ইত

ইহার, মিলের ধরণ ॥ অন্ত্য পদে হয়, বস্তু পাঁচ ছয়, স্বরভেদে রয়, প্রভেদ ইহার। এই রীতি মত, চৌপদী চলিত, নাহি তাহে ভীত, হইবে কাহার ॥

উদাহরণ।

হেমলয়চিতে, রতিবিপরীতে, সাধিতেপাড়িতে, ভরনাসহে। সুজনেমিলিত, সুজনেরচিত,এইসে উচিত, ভারতকহে॥

মধ্য চতুষ্পদী লক্ষণ ॥

চারিপদে চতুষ্পদী, তিন পদে হয় যদি, অষ্টং বস্তু বিধি, শেষ পদে দশ বস্তু হয়। এই পদ্য বিধি ধরি, অন্তে২ মিল করি, করিলে হইবে তারি, মধ্য চতুষ্পা-দী যারে কয় ॥

উদাহরণ।

নৃত্যময়ীযন্ত্রযোগে, সম্মিলিতা ষড়রাগে, আন-ন্দিতগলভাগে, অমর অদৃশ্য রত্নহার। রত্নময় সঙ্গগুলে, অপরূপ শ্রুতিমূলে, মগাঙ্ককলঙ্ক ছ-লে, লুকাইল অঙ্গ আপনার ॥

দীর্ঘ চতুষ্পদী লক্ষণ।

যদি গো অক্ষর অধিক থাকে, কহিবে চৌপদী দীর্ঘ তাহাকে, দশ২ দশ ত্রিভাগে রাখে, কোথাওএগারো

করিয়া। কাহার অষ্ট শেষেতেরয়, কাহার শেষেহইবে নয়, কবিতা চৌপদী নাহিক ভয়, রীতি মত বস্তু রাখিয়া ॥

উদাহরণ।

বান্ধুলী পিয়লী মালতী জাতী, কুন্দ কৃষ্ণকেলী দনারপাতি, গোলাব সেউতী দেশী বিলাতী- আচিঙ্গর চির ঝালিকা। ধুতূরা অতসী অপরা- জিতা, চন্দ্র সূর্য্যমুখী অতি শোভিতা, ভারত রচিত ফুলকবিতা, কবিতা রসে রসালিকা ॥

তোটক ছন্দো লক্ষণ॥

চরণে, দ্ব্যধিকাক্ষর পংক্তি দশ। গুরুবস্তু, তৃতী, য়পরে, ক্রমশঃ॥ করিবে, সকলে, ধরিয়া, নিয়ম। হইবে, সব তোটক ছন্দ সম॥

উদাহরণ।

রতি রঙ্গ রণে মাতিলা দুজনে।
দ্বিজ ভারত তোটকছন্দ ভণে॥

একাবলী লক্ষণ॥

একাদশাক্ষর যে পদে থাকে। একাবলী নাম দ্বিবে তাহাকে॥

উদাহরণ।

বিনয়বাক্যেতেকরিলবশ। অন্তগতরোষউদয়রস॥

মালঝাপ অথবা ললিতঝাপ লক্ষণ।

চারিচারি বস্তুসারি মিলকরি থাকে। কহিশেষ সবিশেষ দুইশেষ রাখে। চৌদ্দযার বস্তুহার তার ভার কিসে। এইমত শতশত করেকত দেশে॥ মালে কিম্বা ললিতেবা ঝাঁপদিবা অন্তে। এইনাম পরিণাম কহিলাম জান্তে॥

উদাহরণ।

ভারতের গোবিন্দের চরণের আশ।
পরিণাম হরিনাম আরকাম পাশ॥

চামরছন্দোলক্ষণ॥

চামরাখ্য ছন্দবন্ধ নাম তার রাখিবে। সপ্তযুগ্মে সপ্ত হ্রস্ব অষ্ট দীর্ঘ বন্তিবে॥ সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টসপ্ত বস্তু সঙ্খ্যা জানিবে। যত্র যত্র রীতি ভিন্ন নাম ভিন্ন দেখিবে॥

উদাহরণ।

ভট্টকো কহে মহীপ চিত্তমোদ নায়কে।
লাওনে চলে মশান ভারতী বনায়কে॥

পঞ্চচামরছন্দঃ।

দ্বিতীয় দীর্ঘ বর্ণিবে যুগে যুগাক্ষরাক্ষরে। নিতান্ত ষোড়শাক্ষরে মিলিত পঞ্চচামরে॥

উদাহরণ।

বিলোললোচনাঞ্চলেন শান্তরক্তপারদে।
প্রসীদ ভারতস্য চঞ্চচন্দ্রভক্তিসম্পদে ॥

ভুজঙ্গপ্রয়াতছন্দঃ।

চতুঃসপ্তবস্তে দশাদ্যে বিহারি ভূজঙ্গ প্রয়াতে হবে হ্রস্ব চারি। ভুজঙ্গপ্রয়াতে করে বার বস্তু। বিশেষে তদন্তে দিয়া দীর্ঘ পূস্তু ॥

উদাহরণ।

ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতীদে।
সতীদে সতীদে সতীদে সতীদে ॥

তৃণকছন্দোলক্ষণ।

চারিচারি বর্ণ সারি সপ্তশেষ রাখিবে। যুগ্মহ্রস্ব যুগ্মহ্রস্ব সপ্তহ্রস্ব থাকিবে ॥ অষ্টসপ্ত বর্ণ কৢপ্ত সর্ব্ব শুদ্ধ পাইবে। যুগ্মবন্ধ এইছন্দ তূণকাখ্য জানিবে ॥

উদাহরণ।

মৈলদক্ষ ভূতযক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্দবন্ধ বাড়িছে ॥
ইতি পদ্য প্রকরণে পদ্য রচনা রীতি সমাপ্তঃ ॥

রচনারীত্যনুসারে বিভক্ত্যাদি পরিবর্ত্তন।

১ অনুক্ত কর্ত্তৃপদে তৃতীয়া এবং ষষ্ঠী হয়।

এই নিয়ম কহা গিয়াছে কিন্তু তাহাতে কখন ২ পঞ্চমীও হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

সেই বিজ্ঞ হইতে প্রতারিত হইব, অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃক ইত্যাদি।

২ কর্ত্তৃবাচ্যে উক্ত পদে প্রথমা হয় কিন্তু ভাষামতে তৃতীয়াও সপ্তমীও হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

ধনেতে তাহাকে মত্ত করিয়া রাখিয়াছে, এবং পাপেতে ভোগাইতেছে মূর্খে বকে পণ্ডিতে সহ্যকরে। ইত্যাদি।

৩ পূর্ব্ববাক্যস্থ কর্ত্তা বাক্যান্তর ব্যবধান সত্ত্বেও পর বাক্যের ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয়।

উদাহরণ।

এক পণ্ডিত যাত্রা করিয়া রাজ সভাতে উপস্থিত হইয়া শুবণ করিলেন যে রাজ মন্ত্রী কোন বিজ্ঞ বিচক্ষণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া স্বীয়াপমানে সভা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। ইহা শুবণে অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক মহারাজকে সম্বোধন করিয়া স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ইত্যাদি।

৪ কোনস্থানে ক্রিয়াপদের নির্দ্দেশ থাকেনা কিন্তু উদ্দেশ মাত্র থাকে, অর্থাৎ অধ্যাহার কহিতে হয়।

উদাহরণ।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য প্রতাপে আদিত্য তুল্য বিক্রমাদিত্য সভাস্থ নবরত্ন সদৃশ পণ্ডিত রত্ন তুল্য ইত্যাদি।

৫ যখন চতুর্থ্যর্থা অসমাপিকা ক্রিয়ার উত্তর হওনার্থ ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়, তখন তাহাতে কর্ত্তৃবাচ্যের কর্ত্তৃপদে দ্বিতীয়া অথবা ষষ্ঠী হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

তাহার আমাকে কহিতে হইবে, এবং আমাকে অপেক্ষা করিতে হইল। প্রতিদিন তাহাকে বিদ্যালয়ে যাইতে হয়। ইত্যাদি।

৬ কোন স্থানে কর্ম্মপদে এবং সম্প্রদান পদে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

উদাহরণ।

তাহার হাতে ধরিলাম। তথাপি কিছু হইল না। ককেকাক পণ্ডিত শ্রীহর্ষে হর্ষযুক্ত করিয়া গহ গমনার্থ অনুমতি দিলেন। ইত্যাদি।

এবং আমার সর্ব্বস্ব তোমায় দিলাম। তোমারও যাহা আছে আমায় দেহ ইত্যাদি।

৭ কখনং একবাক্য অন্য বাক্যান্তর্গত সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

উদাহরণ।

আমি কহিতেছি তোমরা দীন ক্ষীণ সাহস হীন সকলের প্রতি সদয় হইবে ইত্যাদি।

৮ পূর্ব্ববাক্যে পর বাক্যস্থ সর্ব্ব নাম দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তি সংজ্ঞাপদের স্বরূপ হয়। এবং তাহাতে নানাবিভক্তির সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

দেশান্তর গমন করিলে বিবিধ মনোহর দ্রব্য দেখিতে পায় ও নানা প্রকার উপভোগ ভোগ করে। ইহা শ্রবণে তাহার দেশান্তরে গমনোৎসাহ জন্মিল। ইত্যাদি।

এক ব্যক্তি তাহার পুত্রের প্রতি কহিলেন যে নানা দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিলে সর্ব্বত্র মান্য হয় তাহাতে তাহার বিদ্যাভ্যাসের যত্ন হইল ইত্যাদি।

অনবরত তত্ত্বজ্ঞানান্বেষণ করিলে ক্রমশঃ মানস উল্লসিত হইবে। ইহাতে তিনি মনোভিনিবেশ করিলেন ইত্যাদি।

৯ সকর্ম্মক ক্রিয়াপদ কর্ম্ম শূন্য হইলে সর্ব্বদাই তাহার পরে যে শব্দের প্রয়োগ হয়, এবং কোন ক্রিয়াপদের বিশেষ তাৎপর্য্য পরে ব্যক্ত হইলেও ঐ শব্দের ব্যবহার হয়।

উদাহরণ।

তিনি কহিলেন- (যে) তোমরা বিদ্যাভ্যাসে যত্ন কর। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি তাবৎ অভ্যাস করিয়াছ, ইত্যাদি।

এবং তদ্বিষয়ে তিনি এমত উৎসাহী ছিলেন যে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে উদ্যত।

তাহাকে এই যথেষ্ট কহিলাম, যে উত্তরকালে এ-রূপ করিলে তোমার একপ ভাব থাকিবে না, ই-ত্যাদি।

১০ সর্ব্বনাম যদ্ শব্দ এবং তদ্‌শব্দ পরস্পর সা-কাঙ্ক্ষত্ব প্রযুক্ত সর্ব্বদাই পরস্পারের অপেক্ষা করে। তাহাতে কেবল তাহাদের বিভক্তির নানা প্রকার ভেদ হইয়া থাকে, কিন্তু লিঙ্গ সঙ্খ্যাদির নিয়তানুগম অন্যথা হয় না অর্থাৎ একলিঙ্গ এক সঙ্খ্যক ইত্যাদি হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

যিনি সর্ব্বদা পরাপকারে এবং অনিষ্ট বিষয়ে রত

হইয়া মৌখিক মধুরবচন দ্বারা আত্মীয়তা প্রকাশ করেন তাহাকেই প্রবঞ্চক বা প্রতারক কহা যায়।

তিনি ঐ বসিয়াছেন যিনি পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন। যদ্দ্বারা তোমার এরূপ বিবাদ বিসম্বাদ পদে২ ঘটিতেছে তাহার প্রতি তোমার এতাদৃশ বিশ্বাস কি আশ্চর্য্য।

রাজা অত্যন্ত শ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া যেরূপ কহিলেন তাহাতে আমার চিত্ত আর্দ্র হইল ইত্যাদি।

১১ অসমাপিকাক্রিয়া যে২ সমাপিকাক্রিয়াকে আকাঙ্ক্ষা করে তাহার সহিত পরস্পর সর্ব্বত্র এক কর্ত্তৃত্ব থাকে না।

উদাহরণ।

তিনি তাহা না করিতে২ আমি প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত হইব। তোমার ইতিহাস সমাপ্ত হইলে আমি আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব তিনি আইলে তথায় আমি যাইতে পারি ইত্যাদি।

১২ কর্ত্রাদি বিভক্ত্যন্তপদ এবং অন্যান্য সকলপদ বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে উক্তিবিশেষে বিশেষ হইয়া উক্ত হয়। অর্থাৎ যখন যাহার উক্তির আবশ্যক তখন তাহাকে অগ্রে স্থাপিত করা যায় ইতি।

উদাহরণ।

বাড়বাগ্নি সমুদ্র মধ্যে একক্ষণে প্রবলতর হইয়াছে আমাকে গঙ্গা সন্দর্শন করাইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

ইহা শ্রবণ করিয়া গুরু কহিলেন সাধু রে সাধু।

তদ্দ্বারা আমি কৃতকার্য্য হইলাম।

তাহাতে আমার আর শঙ্কা নাই।

ঐ ব্যক্তিকে আমি কিছু পুরস্কার দিব। তাহা হইতে আমি জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি শুনিয়াছি, যেতাঁহার শ্রীচরণ দর্শনপূর্ব্বক মহাশয় অত্যন্ত আহ্লাদযুক্ত হইয়া অনেক স্তুতি প্রণতি করিয়াছেন।

বাল্যাবস্থায় বিদ্যাবিষয়ে প্রায় অনেকের মনোযোগ থাকে না।

কেবল তোমার তাহাতে অত্যন্ত আস্থা আছে।

এখন কি করিব পূর্ব্বে আপনার পথ আপনি নষ্ট করিয়াছি।

কেমন মহাশয় এরূপ কি আর হয় না।

যদি বলেন তবে প্রবর্ত্ত হই। নতুবা পারিনা।

তোমার আশয়ে আমার এতদিন গেল।

ভাল যদি কর্ম্ম সফল হইত হানি ছিলনা। এক্ষণে দুই দিক গেল কি করিব।

ফলতঃ তোমায় বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়।

জানি কি তুমি ভালকে মন্দ করিতে পার।

১৩ ছন্দোনুরোধে পদ্য মধ্যে এবং ব্যবহারাধীন কথোপকথনে অনেক স্থানে লক্ষণ সিদ্ধ প্রসিদ্ধ পদের ব্যত্যয় হয় (অর্থাৎ ক্রিয়াপদের ইকার লুপ্ত এবং আকার থাকিলে তাহা স্থানে একার হইয়া তদ্বস্তেই যুক্ত হয়)।

যেমন। হইতে এস্থানে ইকার লোপে (হতে) ব্যবহার হয়।

খাইতে। যাইতে। পাইতে। ইত্যাদি স্থলে।

খেতে। যেতে। পেতে। ব্যবহার হয়।

এবং হইল। হইলে। পাইলে। এস্থলে।

হল। হলে। পেলে।

খাইলাম। পাইলাম। হইবে। এস্থলে।

খেলাম। পেলাম। হবে।

আনিতে। জানিতে। মারিতে। এস্থলে।

আন্তে। জান্তে। মার্ত্তে।

মাখিতে। মাখিব। ইত্যাদি স্থলে।

মাখ্তে। মাখ্ব। ইত্যাদি হয়।

অথান্বয় প্রকরণ।

১ অন্বয় অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদের স্বস্ব নিক্ক-

পিত ভেদ সম্বলিত ব্যক্তি সঙ্খ্যাদি সম্বন্ধের বিশেষ ব্যক্তি করণ ইত্যর্থ।

২ তত্র প্রথমত পদ সমুদায় নির্দ্দেশ অর্থাৎ যাবৎ পদের নাম সঙ্কলন। সংজ্ঞা, সর্ব্বনাম, বিশেষণ, উপসর্গ, অব্যয়, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণপদ, ইত্যাদি।

৩ সংজ্ঞাপদে নাম বা সংজ্ঞা, ভাব বাচক, ক্রিয়াবাচক ভেদ, সামান্য প্রকৃত ভেদ, লিঙ্গ, ব্যক্তি সঙ্খ্যা ও কর্ত্রাদি কারক ভেদ, এবং তন্নিয়মিত বিভক্তি ও পরস্পর সম্বন্ধ, এবং কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারকের যেং ক্রিয়ার সহিত অন্বয়, ইত্যাদি অবশ্য বক্তব্য এবং ইহার অন্তর্গত যদি কোন সমাস থাকে তবে তাহারও নির্দ্দেশ কর্ত্তব্য ইতি।

৪ সর্ব্বনামপদে। অস্মদাদি, বিশেষণ, সঙ্খ্যাবাচক ভেদ, এবং অস্মদাদি সর্ব্বনাম পদে সংজ্ঞাবৎ লিঙ্গ সঙ্খ্যাদি তাবদ্বিশেষ বক্তব্য এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি বিশেষ্যের নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বিশেষণাদি সর্ব্বনাম পদে বিশেষণবৎ তাবদ্বিশেষ বক্তব্য এবং কোনং প্রকৃত শব্দ হইতে ইহারা উৎপন্ন তাহার নির্দ্দেশও কর্ত্তব্য।

৫ বিশেষণপদে। স্বরূপ, তরপ্রত্যয়ান্ত, ও তম প্রত্যয়ান্ত ভেদ, এবং বিশেষ্য ধর্ম্মিতাহেতুক বিশেষ্যানুযায়ি লিঙ্গ ব্যক্তিসঙ্খ্যা বিভক্তি ভেদ ও তাহার বিশেষ্যের নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

৬ উপসর্গ। অব্যয়ান্তর্গত অতএব তৎস্বরূপ নির্দ্দেশ মাত্র কর্ত্তব্য।

৭ অব্যয় শব্দে। অর্থ ভেদান্তর্গত ভেদ মাত্র গ্রাহ্য।

৮ ক্রিয়াপদে। সাধারণী প্রেরণীভেদ, সকর্ম্মক অকর্ম্মক দ্বিকর্ম্মকভেদ, সমাপিকা অসমাপিকাভেদ, এবং কর্ত্তৃবাচ্য কর্ম্মণিবাচ্য ভাববাচ্যভেদ, এবং সমাপিকাপদে বাচ্যানুসারে কর্ত্তৃকর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিসঙ্খ্যাভেদ অষ্টপ্রকার কালের অন্যতম ভেদ বক্তব্য এবং কর্ত্তৃকর্ম্ম ব্যবহিতত্বহেতুক কর্ত্তা অথবা কর্ম্ম পদের নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি এবং অসমাপিকাপদে ক্রিয়া ভেদ কহিয়া চতুর্থ্যাদি প্রত্যয়ভেদ বক্তব্য এবং সমাপিকা ক্রিয়াবলম্বন হেতুক সমাপিকা ক্রিয়া নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি।

৯ ক্রিয়াবিশেষণ পদে। দৈশিকাদিভেদ এবং নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ এবং অন্তর্গত যে কোন সমাস থাকে তাহা বক্তব্য ইতি।

পূর্ব্বোক্তপদসকলের উদাহরণ দেওয়াযাইতেছে।

১ সেই নারী পূর্ব্বে আমাকে ইহা বলিয়াছেন।

অত্র। সেই। বিশেষণ সর্ব্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন ইহাতে প্রথমা বিভক্তি কারণ ইহার বিশেষ্য নারী এবং তদ্‌শব্দ হইতে উৎপন্ন।

নারী। সামান্য সংজ্ঞা বা নাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কর্ত্তাকারক ইহাতে প্রথমা বিভক্তি এবং ইহার ক্রিয়া " বলিয়াছেন,, ।

পূর্ব্বে। কালিকক্রিয়াবিশেষণ ইহারক্রিয়া "বলিয়াছেন,, ।

আমাকে। অস্মদাদি সর্ব্বনাম পুংলিঙ্গ প্রথম ব্যক্তির এক বচন কর্ম্মকারক দ্বিতীয়া বিভক্তি ও অস্মদ্‌ শব্দ হইতে উৎপন্ন এবং ইহার সকর্ম্মক ক্রিয়া " বলিয়াছেন ,, ।

ইহা। অস্মদাদি সর্ব্বনাম ক্লীবলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন কর্ম্মকারক দ্বিতীয়া বিভক্তি ইদম্‌শব্দ হইতে উৎপন্ন ইহার সকর্ম্মকক্রিয়া " বলিয়াছেন,, ।

এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তি বিশেষ্য " কথা ,, ।

বলিয়াছেন। সাধারণী দ্বিকর্ম্মক সমাপিকা কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়া তৃতীয় ব্যক্তির একবচন হ্যস্তন ভূতকাল (কেহ২ এই স্থলে স্বার্থলকার বলে) এবং ইহার কর্ত্তাপদ " নারী ,, ইত্যাদি।

২ তিনি ঐ বঞ্চককে দূরীকৃত করিয়াছেন।

অত্র। তিনি। অস্মদাদি সর্ব্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তিতদ্‌শব্দ হইতে উৎপন্ন ইহারপূর্ব্ববর্ত্তি বিশেষ্য "নারী„ এবং সমাপিকাক্রিয়া "করিয়াছেন„।

ঐ। বিশেষণ সর্ব্বনাম অদস্‌শব্দ পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন দ্বিতীয়া বিভক্তি ইহার বিশেষ্য, বঞ্চককে।

বঞ্চককে। বিশেষণীয় বিশেষ্য পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কর্ম্মকারক দ্বিতীয়া বিভক্তি ইহার সকর্ম্মক ক্রিয়া "করিয়াছেন„।

দূরীকৃত। স্বরূপ বিশেষণ পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন দ্বিতীয়া বিভক্তি ইহার বিশেষ্য বঞ্চককে।

করিয়াছেন। সাধারণী সকর্ম্মক সমাপিকা কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়া তৃতীয় ব্যক্তির একবচন হ্যস্তন ভূতকাল (স্বার্থলকার) এবং ইহার কর্ত্তা "তিনি„।

৩ এই রাজপুত্র এক্ষণে প্রাপ্ত বয়স্ক হইলেন।

এই। বিশেষণ সর্ব্বনাম ইদম্‌শব্দ পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন প্রথমা বিভক্তি ইহার বিশেষ্য "রাজপুত্র„ ॥

অন্বয় প্রকরণ।

রাজপুত্র। সামান্য সংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি এবং রাজার পুত্র এই বাক্যে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস ও ইহার সমাপিকা ক্রিয়া, "হইলেন,,।

এক্ষণে। কালিক ক্রিয়াবিশেষণ ইহাতে অধিকরণার্থে সপ্তমী বিভক্তিও হয় এবং ইহার ক্রিয়া "হইলেন,,।

প্রাপ্তবয়স্ক। স্বরূপ বিশেষণ পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন প্রথমাবিভক্তি এবং প্রাপ্ত হইয়াছে বয়স্ যৎকর্ত্তৃক এই বাক্যে তৃতীয়ান্ত অতদ্গুণ সম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি ও ইহার বিশেষ্য, "রাজপত্র,,।

হইলেন। সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়া তৃতীয় ব্যক্তির একবচন অদ্যতন (স্বার্থলকার) এবং ইহার কর্ত্তা, "রাজপুত্র,,।

৪ এক সতী যুবতী, পতি বিরহে জ্ঞান শূন্যা হইয়া ধরণীতে পতিতা হইয়াছিলেন।

এক। সঙ্খ্যাবাচক সর্ব্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন প্রথমাবিভক্তি ইহার বিশেষ্য, "যুবতী,,।

সতী। স্বরূপ বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন প্রথমাবিভক্তি ইহার বিশেষ্য "যুবতী,,।

অন্বয়প্রকরণ।

যুবতী। বিশেষণীয় বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি ইহার সমাপিকা ক্রিয়া, " হইয়াছিলেন,,।

পতিবিরহে। সামান্য সংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন করণ কারক তৃতীয়া বিভক্তি এবং পতির বিরহে এই বাক্যে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

জ্ঞানশূন্যা। স্বরূপ বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির এক বচন প্রথমাবিভক্তি ইহার বিশেষ্য " যুবতী,,। এবং জ্ঞানেতে শূন্যা অর্থাৎ রহিতা এই বাক্যে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস।

হইয়া। সাধারণী অকর্ম্মক ক্ত্বার্থা অসমাপিকাকর্তৃবাচ্যক্রিয়া ইহারসমাপিকাক্রিয়া "হইয়াছিলেন,,।

ধরণীতে। সামান্য সংজ্ঞা বা নাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন অধিকরণ কারক সপ্তমী বিভক্তি।

পতিতা। স্বরূপ বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন প্রথমাবিভক্তি ইহারবিশেষ্য " যুবতী,,।

হইয়াছিলেন। সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন অনদ্যতন ভূতকাল (স্বার্থলকার) এবং ইহার কর্ত্তা " যুবতী,,।

অন্বয়প্রকরণ।

৫ মহারাজ প্রজারক্ষকদিগের প্রতি অনুমতিকরিলেন যে তাহারা অন্য কর্ত্তৃক কৃতকার্য্য সকল অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে অবগত করায় ইতি।

মহারাজ। সামান্য সংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি এবং মহারাজা ইত্যর্থে কর্ম্মধারয় সমাস এবং ইহার ক্রিয়া "অনুমতি করিলেন,,।

প্রজারক্ষকদিগের। বিশেষণীয় বিশেষ্য পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির বহুবচন কর্ম্মকারক কিন্তু "প্রতি,, শব্দ যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি এবং প্রজাদের রক্ষক এই বাক্যে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

প্রতি। উপসর্গমাত্র। ষষ্ঠীবিভক্তির যোজক।

অনুমতি করিলেন। সাধারণী সকর্ম্মক সমাপিকা কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়া তৃতীয়ব্যক্তির একবচন অদ্যতন ভূত (স্বার্থলকার) এবং ইহার কর্ত্তা "মহারাজ,,।

যে। যদ্‌শব্দ ক্রিয়া বিশেষণে কর্ম্ম সংজ্ঞা ইহার সকর্ম্মক সমাপিকাক্রিয়া "অনুমতি করিলেন,,।

তাহারা। অস্মদাদি সর্ব্বনাম পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির বহুবচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি তদ্‌শব্দ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষ্য "প্রজারক্ষক,, এবং ক্রিয়া "অবগত করায়,,।

অন্বয়প্রকরণ।

অন্যকর্ত্তৃক। বিশেষণীয়বিশেষ্য সর্ব্বনামপুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির বহুবচন অনুক্ত কর্ত্তৃ কারকে তৃতীয়া এবং ইহার কর্ম্মণিবাচ্য প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ স্বরূপ ক্রিয়া " হৃত ,, ।

হৃত। কর্ম্মণিবাচ্য প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ ক্লীবলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির বহুবচন দ্বিতীয়াবিভক্তি ইহার বি-শেষ্য " কার্য্যসকল ,, ।

কার্য্যসকল। সামান্য সংজ্ঞা বা নাম ক্লীবলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির বহুবচন কর্ম্মকারক দ্বিতীয়া বিভক্তি ইহার সকর্ম্মক অসমাপিকা ক্রিয়া " অনুসন্ধান করি-য়া ,, এবং কার্য্যের সকল এই বাক্যে ষষ্ঠীতৎ পুরুষ সমাস।

অনুসন্ধান করিয়া। সাধারণী সকর্ম্মকক্রার্থা অস-মাপিকা কর্ত্তৃবাচ্যে ক্রিয়া এবং ইহার সমাপিকা ক্রিয়া " অবগত করায়,, ।

তাঁহাকে। অস্মদাদি সর্ব্বনাম তদ্‌শব্দ পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন কর্ম্মকারক দ্বিতীয়া বিভক্তি ইহার পূর্ব্ববর্ত্তি বিশেষ্য মহারাজএবংসকর্ম্মকক্রিয়া " অবগত করায় ,, ।

অন্বয়প্রকরণ।

অবগত করায়। প্রেরণী সকর্ম্মক সমাপিকা কর্ত্তৃ বাচ্য ক্রিয়া তৃতীয় ব্যক্তির বহুবচন যোগ্য বর্ত্তমান কাল (অনুমত্যর্থলকার) এবং ইহারকর্ত্তা তাহারা।

৩ রামহরি গোপালচন্দ্রকে শিক্ষা দিতেছেন।

অত্র রামহরি। প্রস্তুত সংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি ইহার ক্রিয়া " শিক্ষাদিতেছেন,, ।এবং রামই হরি ইত্যর্থে কর্ম্ম ধারয় সমাস।

গোপালচন্দ্রকে। প্রস্তুতসংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন কর্ম্মকারক দ্বিতীয়াবিভক্তি কর্ম্মধারয় সমাস এবং ইহার সকর্ম্মকক্রিয়া " শিক্ষা দিতেছেন,, ।

শিক্ষাদিতেছেন। সাধারণী সকর্ম্মক সমাপিকা কর্ত্তৃবাচ্যক্রিয়া তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন বিহিত বর্ত্তমান কাল এবং ইহার কর্ত্তা। " রামহরি,, ।

৪ পুণ্যেতে সুখভোগ হইতেছে।

পুণ্যেতে। সামান্য সংজ্ঞা বা নাম ক্লীবলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন করণকারক তৃতীয়াবিভক্তি।

সুখভোগ। সামান্য সংজ্ঞা ক্রিয়াবাচক পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি

ইহার ক্রিয়া হইতেছে এবং সুখের ভোগ এই বাক্যে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।

হইতেছে। সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়া তৃতীয় ব্যক্তির একবচন বিহিত বর্ত্তমান কাল এবং (স্বার্থলকার) ইহার কর্ত্তা সুখভোগ।

৮ ধর্ম্ম করিলে পাপের ক্ষয় হয়।

ধর্ম্ম। সামান্য সংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ ততীয় ব্যক্তির একবচন কর্ম্মকারক দ্বিতীয়া বিভক্তি ইহার সকর্ম্মক ক্রিয়া "করিলে,,।

করিলে। সাধারণী সকর্ম্মক ভাবক্তার্থ অসমাপিকা কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়া ইহারএক কর্ত্তৃক সমাপিকা নাই অন্য সমাপিকা ক্রিয়া হয়।

পাপের। সামান্য সংজ্ঞা বা নামক্লীবলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন সম্বন্ধে ষষ্ঠী ইহার অন্য সম্বন্ধপদ "ক্ষয়,,।

ক্ষয়। সামান্যসংজ্ঞা ক্রিয়াবাচক তৃতীয়ব্যক্তির একবচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি ইহারক্রিয়া "হয়,,।

হয়। সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়া তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন যোগ্য বর্ত্তমান কাল (স্বার্থলকার) এবং ইহার কর্ত্তা ক্ষয়।

অন্বয় প্রকরণ।

৯ বৃন্দাবন হইতে বৃন্দাবনচন্দ্র মথুরায় যাইবেন।

বৃন্দাবন হইতে। প্রকৃত সংজ্ঞা বা নাম ক্লীবলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন অপাদান কারক পঞ্চমী বিভক্তি।

বৃন্দাবনচন্দ্র। প্রকৃত সংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি এবং বৃন্দাবনের চন্দ্রস্বরূপ এই বাক্যে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস ও ইহার ক্রিয়া "যাইবেন"।

মথুরায়। প্রকৃত সংজ্ঞা বা নাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন অধিকরণ কারক সপ্তমী বিভক্তি।

যাইবেন। সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়া তৃতীয়ব্যক্তির একবচন ভবিষ্যৎ কাল (স্বার্থলকার) এবং ইহার কর্ত্তা "বৃন্দাবনচন্দ্র"।

১০ কাশীনাথ কাশীশ্বরীর ক্রোড়বাসি সন্ন্যাসিদিগের কৃপাকরিয়া কামনা পূর্ণ করিতেন।

কাশীনাথ। প্রকৃত সংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কর্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি এবং কাশীর নাথ এইবাক্যে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস ও ইহার ক্রিয়া "পূর্ণ করিতেন"।

অন্বয়প্রকরণ।

কাশীশ্বরীর। প্রকৃত সংজ্ঞা বা নাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃ-তীয় ব্যক্তির একবচন সম্বন্ধে ষষ্ঠী এবং কাশীর ঈ-শ্বরী এই বাক্যে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস ও ইহার সম্বন্ধ "ক্রোড়পদে,,।

ক্রোড়বাসি। স্বরূপ বিশেষণ পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্য-ক্তির একবচন দ্বিতীয়াবিভক্তি এবং ক্রোড়ে বাসি এই বাক্যে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস ও ইহার বিশেষ্য "সন্ন্যাসি দিগকে,, ।

সন্ন্যাসিদিগকে। সামান্য সংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির বহুবচন কর্ম্মকারক দ্বিতীয়াবিভক্তি ইহার সকর্ম্মক ক্রিয়া "কৃপাকরিয়া,,।

কৃপাকরিয়া। সাধারণী সকর্ম্মকক্রিয়ার্থা অসমাপিকা কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়া ইহার সমাপিকা ক্রিয়া "পূর্ণকরি তেন,,।

কামনা। সামান্য সংজ্ঞা বা নাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কর্ম্মকারক দ্বিতীয়াবিভক্তি ইহার সকর্ম্মক ক্রিয়া "পূর্ণকরিতেন,, ।

পূর্ণকরিতেন। সাধারণী সকর্ম্মক সমাপিকা ক-র্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়া তৃতীয় ব্যক্তির একবচন অপূর্ণ ভূত-কাল (স্বার্থসকার) এবং ইহার কর্ত্তা "কাশীনাথ,,।

অন্বয়প্রকরণ।

১১ যদি যাও তবে অপেক্ষা করিতেপারি।

যদি। সন্দেহ সূচক অব্যয় মাত্র।

যাও। সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃ বাচ্য ক্রিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির একবচন। যোগ্য বর্ত্তমানকাল (আশংসার্থ লকার) এবং ইহার কর্ত্তা উহ্য "তুমি"।

তবে। সন্দেহ সূচক অব্যয় মাত্র।

অপেক্ষা করিতে। সাধারণী অকর্ম্মক চতুর্থ্যর্থা অসমাপিকা কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া ইহার সমাপিকা ক্রিয়া "পারি"।

পারি। সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া প্রথম ব্যক্তির একবচন যোগ্য বর্ত্তমানকাল (শক্ত্যর্থলকার) এবং ইহার কর্ত্তা উহ্য "আমি"।

ভাল যাও তাহাকে আনিও।

ভাল। আবস্থিক ক্রিয়া বিশেষণ ইহার ক্রিয়া "যাও"।

যাও। সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা কর্তৃ বাচ্যক্রিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির একবচন বিধি বর্ত্তমানকাল (অনুমত্যর্থ লকার) এবং ইহার কর্ত্তা উহ্য "তুমি"।

তাহাকে। অস্মদাদি সর্ব্বনাম পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কর্ম্মকারক দ্বিতীয়াবিভক্তি ইহার সকর্ম্মক ক্রিয়া " আনিও "।

আনিও। সাধারণী সকর্ম্মক সমাপিকা কর্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির একবচন বিধি ভবিষ্যৎকালে (অনুমত্যর্থ লকার) এবং ইহার কর্ত্তাপদ উহ্য "তুমি"।

ইতি অন্বয় প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥ ❋ ॥

পাঠকবর্গের গদ্য পদ্য পঠনকালে বিভিন্ন রূপে বাক্যের বিশেষ২ তাৎপর্য্য নিরূপণার্থ স্বরবিরামের আবশ্যকতা হেতুক তদ্গত প্রভেদ নিরূপক চিহ্ন সমুদায় নিরূপণ করাগেল।

তত্র বিশ্রামচিহ্ন।

বিশ্রামচিহ্ন, অর্থাৎ বাক্যার্থ তাৎপর্য্য ভেদজ্ঞানার্থ আবৃত্তিকালে যদ্দ্বারা স্বরবেগ রুদ্ধ হয় তাহাকে বিশ্রাম, বিরতি, বা যতি, কহাযায়। এবং তদ্গত যে সকল চিহ্ন, তাহাদিগকে বিশ্রাম চিহ্ন কহাযায়।

চিহ্নপ্রকরণ।

তত্র প্রথমত একমাত্র যতি।

একমাত্র যতি (,) অর্থাৎ হ্রস্ববর্ণোচ্চারণ যোগ্য কাল বোধক চিহ্নমাত্র। ঐ চিহ্ন বাক্যান্তর্গত পৃথক্ পৃথগর্থ বোধক পদ সমুদায়ের উত্তরবর্ত্তী হইয়া ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ।

তিনি, এবং তাঁহর পত্র, উভয়ে রাজসভাস্থ হইলেন।

দ্বিমাত্র যতি।

দ্বিমাত্রযতি (;) অর্থাৎ বর্ণোচ্চারণ যোগ্য কাল বোধক চিহ্ন বিশেষ। এইচিহ্ন, পূর্ব্বার্থের কিঞ্চিদ্ব্যবচ্ছেদপূর্ব্বক পরার্থাপেক্ষ, বাক্যান্তর্গত যে বাক্য তদুত্তরবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ।

রাজা কহিলেন, যে আমি অদ্য তাহারদিগকে উচিত প্রতিফল দিব ; অতএব, তুমি কিঞ্চিত্ত্বরাকর।

পূর্ণযতি।

পূর্ণযতি, (:) এই চিহ্ন গদ্যপদে বিসর্গ ভ্রান্তিহেতুক- পদ্য মধ্যগত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পদের ছেদ বোধ করায়।

চিহ্ন প্রকরণ।

উদাহরণ।

রতিবিলাপ।

“ শিবশিবশিবনাম (:) সবেবলে শিবধাম (:)
বামদেব আমার কপালে। যারদৃষ্টে মৃত্যুহরে (:)
তাঁরদৃষ্টে প্রভমরে (:) এমন না দেখি কোনকালে॥

চ্ছেদ।

চ্ছেদ (।) অর্থাৎ বাক্যপূরণার্থ চিহ্ন। এইচিহ্ন অ-
ন্তর্গত বাক্যান্তর সম্বলিত এক তাৎপর্য্য নির্ব্বাহক বা-
ক্যের উত্তরপদে, এবং পদ্যের প্রথমপাদান্তে নিবিষ্ট
হয়।

উদাহরণ।

তিনি এস্থানে বহুকাল পর্য্যন্ত থাকাতে আমার-
দের সহিত তাঁহার যথেষ্ট প্রণয় ছিল, কিন্তু এক্ষণে
সে ভাব তাদৃক্ নাই।

পদ্যেযথা।

“চেতরে চেতরে চেত ডাকে চিদানন্দ (।)
চেতনা যাঁহার চিত্তে সেই সদানন্দ (॥)

পূর্ণচ্ছেদ।

পূর্ণচ্ছেদ (॥) অর্থাৎ অশেষ বিশেষার্থ পূরণপূ-
র্ব্বক বাক্যার্থ পূরক চিহ্ন। এই চিহ্ন, পদ্য সমাপ্তি

চিহ্নপ্রকরণ।

কাব্যে এবং গদ্যের যে বিষয় অবলম্বন করিয়া বাক্য বিন্যাস তদ্বিষয়ের সমাপ্তিকালে ব্যবহার করাযায়।

উদাহরণ।

" প্রণমিয়া পাটনি কহিছে যোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে (।।)
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান (॥)

গদ্যের উদাহরণ।

পূর্ব্বে লিখিত চ্ছেদের অন্তে যথা নিবিষ্টহয়। এবং পুস্তচ্ছেদের অন্তে ব্যবহার করা যায় (॥)

প্রশ্নার্থমাত্র।

প্রশ্নাথমাত্র (?) অর্থাৎ বাক্যগত প্রশ্নসূচক চিহ্ন।

উদাহরণ।

শিষ্য। মহাশর এই পুস্তকের নাম কি (?)।

শিক্ষক। ইহার নাম সাধুভাষার ব্যাকরণ সারসংগ্রহ।

শিষ্য। ভাল, এই উত্তম পুস্তক কে প্রস্তুত করিয়াছেন (?)

শিক্ষক। গৌরীভাগ্রাম নিবাসি বৈদ্যকুলোদ্ভব শ্রীযুক্ত ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ নামক এক জন পণ্ডিত।

চিহ্ন প্রকরণ।

শিষ্য। ভাল, মহাশয় । তিনিইকি সধন নির্ধন সাধারণ মানবগণ হিতার্থে সাধারণ শিক্ষা সম্পাদক সভাস্থ সদাশয় মহাশয় সংস্থাপিত চুচুড়াগ্রামে মহম্মদ মহসীনের বিদ্যামন্দিরে নিযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়দিগের মধ্যে এক জন (?)

শিক্ষক। হাঁ বাপু তিনি তথা নিযুক্ত !

আবেগ মাত্র।

আবেগমাত্র (!) অর্থাৎ বাক্যগত আক্ষেপ বা আবেদন সূচক চিহ্ন।

উদাহরণ।

হে জগদীশ্বর (!) হা পরমেশ্বর (!)

হা দীন দয়ালো দীন বন্ধো (!) হা প্রভো (!)

ত্বচ্চরণারবিন্দে মম দ্বিরেফ চিত্ত আকৃষ্টকর।

সাঙ্কেতিকচিহ্ন।

যদ্দ্বারা লিপির সঙ্কেত গ্রহ হয় তাহাকে সাঙ্কেতিক চিহ্ন কহা যায়।

তত্র প্রক্ষেপচিহ্ন।

প্রক্ষেপচিহ্ন [" "] এই চিহ্ন স্বীয়স্কৃত পংক্তি মধ্যে স্বমতসিদ্ধ্যর্থে অন্যস্কৃত অথবা অন্যাভিপ্রেত পংক্তি প্রক্ষেপ করিলে ব্যবহার করাযায়।

চিহ্ন প্রকরণ।

উদাহরণ।

এক রাজার চিত্ত সতত প্রজাপীড়ন পূর্ব্বক কর গ্রহণে রত ছিল, দৈবাৎ তিনি, কোন বিজ্ঞ প্রেরিত এক পত্র প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন যে " তোমার মন অত্যন্ত ধন তৃষ্ণা স্পষ্ট তাহাতে তুমি তুচ্ছতা প্রাপ্তি পূর্ব্বক অচিরে চিরস্মরণীয়রূপে হেয় হইবে,, । পরে এই উপদেশ বাক্য সলিলে তত্তৃষ্ণা নিবৃত্তি পাইল।

দ্বিধনূরেখা।

দ্বিধনূরেখা, ( ) এই চিহ্ন খণ্ডদ্বয়ের প্রত্যেকতঃ ধনুরাকার প্রযুক্ত ধনূরেখা কহা গেল এবং এক বাক্য মধ্যে তত্তৎপদাশ্লেষ রহিত বাক্যান্তর বিন্যাস করিলে ব্যবহার করাযায়।

উদাহরণ।

এই বৃক্ষ, তাবদ্বৃক্ষ (আম্র, পনস, নারিকেল প্রভৃতি) হইতে অত্যুৎকৃষ্ট জানিবা।

ঊর্দ্ধ্ব রেখা।

ঊর্দ্ধ্বরেখা (৺) এই চিহ্ন যদি কেবল লিখিত হয়। তবে ঊর্দ্ধ্ব (অর্থাৎ স্বর্গ) দর্শাইয়া, স্বর্গীয় (অর্থাৎ পরমেশ্বরকে) বোধ করায়। যেমন। শ্রীশ্রী৺ সমীপে অর্থাৎ শ্রীশ্রীপরমেশ্বর সমীপে ইত্যাদি।

চিহ্নপ্রকরণ।

এবং যদি কোন নামের পূর্ব্বে লিখিত হয়, তবে সেই ব্যক্তিকে স্বর্গীয় অর্থাৎ মৃত বোধ করায় যেমন ৺ জগচ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার অর্থাৎ মৃত জগচ্চন্দ্র ই-ত্যাদি।

যদ্যপি এই চিহ্ন পংক্তি মধ্যে ঊর্দ্ধাধোভাগে নি-বিষ্ট হয়, তবে ঊর্দ্ধভাগে (৺) এবং অধোভাগে কিঞ্চিৎরূপ বৈলক্ষণ্য হয়। তৎকালে তাহাকে কলা-রেখা বলা যায়।

এই চিহ্ন, পংক্তির যে স্থানে স্থাপিত হয়, তৎস্থা-নের কোন অংশ, বিস্মৃতি হেতুক অথবা বৃদ্ধিকরণ হেতুক তাহার ঊর্দ্ধাধোভাগে অথবা পার্শ্বে লিখিত আছে বোধ করায়।

উদাহরণ।

তিনি ৺ তাহাকে পৈতৃক ধনের ভার দিয়াছেন।

চন্দ্রবিন্দু।

চন্দ্রবিন্দু ( ) এই চিহ্ন যে বস্তুর উপরিভাগে যোগ করা যায়। তাহার অনুনাসিকতা অর্থাৎ নাসি কা দ্বারা উচ্চারণ হয়।

উদাহরণ।

তিঁনি। তাঁহার। বাঁশ। তারাচাঁদ। ইত্যাদি।

নির্ঘণ্ট।

নির্ঘণ্ট ।